# কথা হোক

বাবা-মেয়ের চিঠি

# KOTHA HOK

LETTERS FROM FATHERS AND DAUGHTERS

# কথা হোক

বাবা-মেয়ের চিঠি

# KOTHA HOK

LETTERS FROM FATHERS AND DAUGHTERS

UNFPA | prothomalo.com

কথা হোক
বাবা-মেয়ের চিঠি

# KOTHA HOK
LETTERS FROM FATHERS AND DAUGHTERS


**সম্পাদক**
সাইদুজ্জামান রওশন
খায়রুল বাবুই

**সমন্বয়**
জোহরা শিউলী
সাব্বির মতিন

**ডিজাইন**
মাহ্‌বুব রহমান

**কাভার ছবি**
আসিফ ইকবাল

**ইংরেজি অনুবাদ**
নিশাত সালসাবিল রব

**অনুবাদ রিভিউ**
আয়েশা কবির
শামীমা পারভীন
মো. আবু নাসির

**কৃতজ্ঞতা**
আসমা আক্তার
পিটার রোজারিও
রুহুল আমিন রনি

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪
**প্রথমা প্রকাশন**
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩
ই-মেইল : prothoma@prothomalo.com

**Editors**
Syeduzzaman Rowshan
Khairul Babui

**Coordination**
Zohora Shiuly
Sabbir Matin

**Design**
Mahbub Rahman

**Cover Photo**
Asif Iqbal

**English Translation**
Nisath Salsabil Rob

**Translation Review**
Ayesha Kabir
Shamima Pervin
Md. Abu Naser

**Acknowledgement**
Asma Akter
Peter Rozario
Ruhul Amin Rony

Published in September 2024 by
**Prothoma Prokashan**
19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 55013430-33
E-mail : prothoma@prothomalo.com



বইটি বিক্রির জন্য নয়
This book is not for sale

# ভূমিকা

## ভালোবাসা ও সমতা
## একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

আমাদের ‘সেলিব্রেটিং ডটার্স’ প্রচারাভিযানটির যৌথ আহ্বান হচ্ছে, নারী ও মেয়েদের উপর বিনিয়োগ করুন। একই সঙ্গে পুরুষ ও ছেলেরাও যেন সমান অংশীজন হিসেবে জেন্ডার সমতা অর্জনে কাজ করে—সেটাও এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জেন্ডার সমতা অর্জন করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করি। কিন্তু এই প্রচারাভিযানে আমরা একজন নারীর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রের ওপর বরং আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। চরিত্রটি তাঁর বাবা। আমরা এই প্রচারাভিযানটির চিন্তা করেছিলাম পরিবারকে ঘিরে। আমাদের বিশ্বাস, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার শুরু হয় ঘর থেকেই।

বাবা যখন পাশে থাকেন, তখন কন্যাদের পৃথিবীটাই বদলে যায়। তারা স্কুলে ভালো ফল করে এবং ক্যারিয়ারেও সফল হতে পারে। পাশাপাশি তারা মজবুত পরিবার এবং সমাজ গঠনে সাহায্য করে। বাবারা দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব দিলে ছেলেরাও হয়ে ওঠে ‘সমতার চ্যাম্পিয়ন’। বাবারা যখন সন্তান লালন-পালনে সমানভাবে অংশ নেন, যত্নশীল আচরণ করেন এবং যেকোন সমস্যা-বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান করেন, তাঁদের সেই ভূমিকা নিজ নিজ স্ত্রী ও পরিবারকে ভালো রাখতে সহায়তা করে।

এই প্রচারাভিযানটির লক্ষ্য ছিল কন্যাদের জীবনে বাবাদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করা এবং সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা। একই সঙ্গে প্রচারাভিযানটি এমন একটি প্যারেন্টিং স্টাইলকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে, যেখানে বাবা এবং মা-রা জেন্ডার অসমতা নিয়ে পরিবারেই প্রশ্ন তুলবেন, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিবেন। এতে করে  শৈশব থেকেই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ইতিবাচক জেন্ডারবিষয়ক চিন্তাভাবনা ও অভ্যাসের চর্চা গড়ে উঠবে। জেন্ডার সমতাপূর্ণ একটি পরিবার গড়ে তোলার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি, যেখানে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের গুরুত্ব সমান এবং সবারই সমানভাবে সব সুযোগ পাওয়ার অধিকার আছে।

গত বছর ‘সেলিব্রেটিং ডটার্স’ প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে আমরা বাবা ও মেয়েদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম চিঠির মাধ্যমে পরস্পরকে না-বলা কথা ও অনুভূতি জানানোর জন্য। পাঠক-দর্শকদের সাড়া ছিল অভাবনীয় ও প্রশংসনীয়। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে অসংখ্য বাবা-মেয়ের আবেগপূর্ণ চিঠি এসে পৌঁছায় আমাদের কাছে। সার্থক হয় আমাদের প্রচারাভিযানের স্লোগান : কথা হোক।

বইটিতে বিচিত্র অনুভূতিময় সব চিঠি সংকলিত হয়েছে। চিঠিগুলো বাবা-মেয়ের গতানুগতিক সম্পর্কের চেয়ে বেশি কিছু। এগুলো পড়লে ভালোবাসা-আবেগ-অনুযোগসহ হারানোর ব্যথা ও সহনশীলতার বিভিন্ন জটিল দিক সম্পর্কে আমরা নতুন করে জানতে পারব। এ ছাড়া বাবার ভালোবাসা মেয়েকে কোন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে এবং মেয়ের ভালোবাসা বাবাদের কী পরিমাণ মানসিক পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারে তার প্রতিফলনও আছে এসব চিঠিতে।

কোন সিদ্ধান্তটি পরিবারের জন্য স্মার্ট বা সঠিক, তা বিবেচনার চেয়েও মেয়েদের পাশে থাকার জন্য বাবাদের ভালোবাসাই যে সবচেয়ে জরুরি, বইয়ে সংকলিত চিঠিগুলো আমাদের সেটাই মনে করিয়ে দেয়। সর্বোপরি, ভালোবাসা ও সমতা—একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পারস্পরিক ভালোবাসাই বৃহত্তর মানবতাকে আমাদের চিনতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এই ভালোবাসাই সম-অধিকার এবং সমান অংশগ্রহণমূলক একটি পৃথিবী গড়ার মূলমন্ত্র।

আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যেসব বাবা-মেয়ে এই প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছেন, চিঠি লিখেছেন, তাঁদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা। *প্রথম আলো*কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই ইউএনএফপিএ বাংলাদেশকে নিরলসভাবে সহযোগিতা করার জন্য। দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছাতে *প্রথম আলোর* সঙ্গে এই অংশীদারত্ব খুব প্রয়োজনীয় ছিল। ইউএনএফপিএর আমার সহকর্মীদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ, যাঁরা বাংলাদেশের নারী ও মেয়েদের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন।

আশা করি, এই প্রকাশনাটি বাবা-মেয়ের মধ্যকার সম্পর্কের আবেগ-অভিজ্ঞতা এবং অনন্য সম্পর্ককে সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

**ক্রিস্টিন ব্লুখস**
প্রতিনিধি, ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ

# FOREWORD

## Love and equality
## TWO SIDES OF THE SAME COIN

Our ‘Celebrating Daughters’ campaign combined calls for increased investment in women and girls with a push for enhanced engagement of men and boys as equal partners with equal stake in achieving gender equality.

In our work to advance gender equality, we work to promote structural, societal, and cultural change at large scale. And yet, with this campaign we shine a light on a central figure in the life of a woman: her father. We positioned this campaign around the family unit, with the simple conviction that women’s empowerment and gender equality begin at home.

When fathers show up, it makes a world of difference: daughters are more likely to excel in school, have successful careers, and help build resilient families and communities. When fathers lead by example, boys grow up to be champions of equality. And when fathers actively participate in co-parenting, care work and nonviolent conflict resolution, it contributes to the well-being of their partners and families.

This campaign aimed to empower fathers to be more present and supportive figures in their daughters’ lives, and championed gender-transformative parenting to promote positive gender norms and socialization among children. This is key to fostering gender-equitable home environments where everyone counts, and everyone has access to equal opportunities and rights.

Last year, as part of this campaign, we invited fathers and daughters to share their stories with us through letters written to each other. The reception has been profoundly moving; we have received hundreds of letters overflowing with emotion and raw authenticity from all corners of Bangladesh– embodying the spirit of our slogan ‘Kotha Hok,’ or ‘Let the Conversation Flow.’

This publication presents a diverse selection of these letters from fathers and daughters. It goes beyond doting fathers and cherished daughters, challenging us to confront the complexities of love, loss, and resilience. It also shows the heights daughters can reach and the depths of fulfillment fathers can experience when they invest in this relationship.

Beyond doing what is right or making smart choices for their families, love is the most important reason why fathers show up for their daughters– each letter from this collection reminds us of that. Love and equality are, after all, two sides of the same coin. Our love for each other drives us to recognize our common humanity, and it is the cornerstone of our demand for a more equitable, inclusive and just world.

I extend my deepest gratitude to all the fathers and daughters who have responded to our call.  I am grateful to *Prothom Alo* for their partnership with UNFPA Bangladesh and their commitment to work together to get the conversation flowing across the country. As always, I remain grateful to my dedicated colleagues at UNFPA who come to work every day determined to deliver for the women and girls of Bangladesh.

With this publication, we hope to honor the wide range of emotions and experiences that make father-daughter relationships so uniquely special.

Kristine Blokhus
Representative, UNFPA Bangladesh

# এসব চিঠির কথা

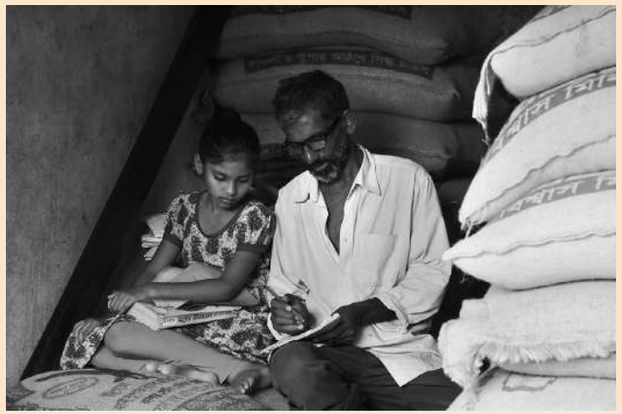

Photo by Mehedi Hasan
Dinajpur

গুরুজনেরা বলেন, এত কথা কিসের? প্রবাদে আছে, কথা কম কাজ বেশি। আর আমরা বলছি, কথা হোক।

আসলে বিষয়টি কী? সেটা নিয়ে কিছু কথা বলা যাক।

জাতিসংঘের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্থা জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) পরিচালিত একটি প্রচারাভিযান 'সেলিব্রেটিং ডটার্স'। 'আমার মেয়ে, আমার আগামী' স্লোগানে ২০২২ সাল থেকে জাতীয় পর্যায়ে চলমান প্রচারাভিযানটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারী ও মেয়েদের সঠিক মূল্যায়ন এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের অবদানের স্বীকৃতি ও উদ্‌যাপন।

জেন্ডার সমতার চর্চা শুরু হয় ঘর থেকেই—এ বিশ্বাসের সঙ্গে উদ্যোগটি জেন্ডার সমতা বান্ধব অভিভাবকত্বের প্রচার করছে। যেখানে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে সন্তানদের বেড়ে ওঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণমূলক এবং তাদের সম্ভাবনা বিকাশে সহযোগিতামূলক পিতৃত্বে। কারণ, বাবাদের এই ভূমিকাই মেয়েদের স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। বাবারা মেয়েদের জন্য এমন এক পরিবেশ নিশ্চিতে সচেষ্ট থাকেন, যেখানে মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং মূল্যায়ন দুটোই ভালোভাবে হয়। এ ছাড়া মেয়েদের জীবনের নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে বাবারাও মানসিকভাবে অনেক ভালো থাকেন। এভাবেই সমাজে একদিন জেন্ডার সমতা তৈরি হয়, যার সুবিধা ভোগ করেন নারী-পুরুষ এবং ছেলে-মেয়ে সবাই।

২০২৩ সালের শেষের দিকে 'সেলিব্রেটিং ডটার্স' প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে প্রথম আলো ডটকমের সহযোগিতায় 'কথা হোক' নামে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে ইউএনএফপিএ। যার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে বাবা ও মেয়েদের সুন্দর সম্পর্ককে কথোপকথনের মাধ্যমে তুলে ধরা। আর এটি হয়েছে পরস্পরকে চিঠি লেখার মাধ্যমে। যেখানে ছিল বাবা-মেয়ের পরস্পরকে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি মনের মধ্যে জমে থাকা কষ্টের কথাও বলে ফেলার সুযোগ।

সারা দেশ থেকে বাবা-মেয়েরা চিঠি পাঠাতে থাকেন। প্রতিটি চিঠিতেই ছিল মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। সঙ্গে ছিল পরস্পরের প্রতি অব্যক্ত ভালোবাসার ছোঁয়া।

কম বয়সী বাবারা তাঁদের মেয়েদের ভবিষ্যতের ভালো চেয়ে অনেক কথা লিখেছেন। অনেকের লেখায় ছিল বিষণ্নতার ছোঁয়া, চোখের সামনে মেয়ের শৈশব পেরিয়ে যাচ্ছে—সেই আফসোস ফুটে উঠেছে লেখায়। কোনো কোনো বাবা মেয়েদের অনুরোধ করেছেন তাঁদের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একটি পরিবারের অংশ হতে গেলে কী প্রয়োজন, নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়াটা কেন জরুরি—এমন কথাও ছিল অনেক বাবার চিঠিতে, কেউ কেউ লিখেছেন তাঁদের অস্থিরতা, ব্যথা ও জীবনের নানাবিধ ভুল নিয়ে। আবার এসব কাটিয়ে ওঠার আশাও ব্যক্ত করেছেন অনেকেই। কেউ কেউ লিখেছেন মেয়ের জন্মের সময়কার নানা স্মৃতিকথাও।

আর মেয়েদের চিঠি ছিল বাবাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় ভর্তি— তাঁদের জীবনকে গড়ে তুলার পিছনে বাবাদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। অনেকের বাবা চলে গেছেন এই পৃথিবী ছেড়ে—এমন মেয়েদের লেখা চিঠি পূর্ণ ছিল হাহাকারে, একধরনের ভালোবাসায়। অনেকের বাবা বেঁচে থাকলেও হয়তো নানা কারণে কাছে ছিলেন না—তাঁরাও চিঠি লিখেছেন একবুক অভিমান নিয়ে।

২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্রচারাভিযানটি প্রায় ৮৪ লাখ অনলাইন ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়। সবাই ব্যাপকভাবে এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। কেউ কেউ পরিবারের স্বজন ও বন্ধুদের উৎসাহিত করেন চিঠি লেখার মাধ্যমে এতে অংশ নিতে। ফলে প্রায় ১৬ লাখ পাঠক জানতে পারেন এই আয়োজনের কথা।

আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগে বাবা ও মেয়ের মধ্যকার কথোপকথনের বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করি। অনুষ্ঠানগুলোয় সামনে আনা হয়েছিল একেকজন সফল মেয়ের পেছনে থাকা বাবাকে, যাঁরা জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের বিষয়ে ছিলেন সচেতন ও সোচ্চার।

এ রকম একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল ঢাকার অদূরে গাজীপুরের একটি গার্লস স্কুলে। যেখানে অতিথি হিসেবে ছিলেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী প্রিয়াঙ্কা গোপ ও তাঁর বাবা। ছাত্রীরা প্রথমে ভেবেছিল, এটি একটি গানের অনুষ্ঠানই হবে। তবে অশ্রুসজল হয়ে যে অনুষ্ঠানটি শেষ করতে হবে, তা কেউ ভাবেনি। এমনটি ভাবিনি আমরাও।

প্রিয়াঙ্কা গোপের বাবা বলতে শুরু করেন কীভাবে তিনি মেয়েকে বড় করে তুলেছেন, মেয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণ করেছেন, মেয়ের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কীভাবে বাবা হয়ে গেলেন মেয়ের বন্ধু।

এসব কথা শুনে গাজীপুরের ওই স্কুলটির বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী তাদের বাবাদের চেহারা যেন চোখের সামনে দেখতে পেল। আমরা তাদের কথা শুনতে চাইলাম। শুনতে চাইলাম বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথাও।

একটি মেয়ের কাছে মাইক্রোফোন এগিয়ে দেওয়া হলো, সে কিছু বলতে চায়। মাইক্রোফোন হাতে নিয়েই সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কিছুই বলতে পারছে না। জানা গেল, বাবার সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্কের বোঝাপড়ার দূরত্ব আছে। বাবার সঙ্গে তার কথাও হয় কম। মেয়েটি নিজের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন সমস্যা বা আনন্দের কথা—কিছুই বলতে পারে না বাবাকে। অথচ বাবা রাতে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত মেয়েটি অপেক্ষা করে। তার কান্না সংক্রমিত হয় উপস্থিত সবার মধ্যে। তৈরি হয় আবেগঘন পরিবেশ। সিক্ত চোখ মোছেন অনেকেই।

আমরা বিশ্বাস করি, ইউএনএফপিএ এবং প্রথম আলো ডটকমের যৌথ উদ্যোগ 'কথা হোক' সমাজে নতুন একটি জায়গা তৈরি করেছে। অনেক শিক্ষক, বাবা ও অভিভাবক আমাদের বলেছেন 'কথা হোক'-এর মতো উদ্যোগ দেশের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও এলাকায় নেওয়া উচিত।

এ ছাড়া উদ্যোগটি একটি নতুন ধরনের পিতৃত্বের সূচনায় বড় ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। শুধু ঘরের কাজ একসঙ্গে করা বা সন্তানদের খেয়াল রাখাই নয়, এই পিতৃত্ব হবে ভালোবাসা ও কথোপকথনে পরিপূর্ণ। এসব বাবা মেয়েদের ভালো রাখবেন, নিজেরাও ভালো থাকবেন। ফলে ভালো থাকবে পরিবারও।

আমরা এই বইটির জন্য ২৯টি চিঠি বাছাই করেছি। অনেক চিঠিই সংগত কারণে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি আমরা। না হলে তৈরি হয়ে যেত ঢাউস সাইজের একটি বই। সেটি করতে পারিনি বলে পত্রপ্রেরকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লিখেছেন, 'কথা হোক' আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন, এ জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

বাংলায় লেখা চিঠির পাশাপাশি ছাপা হলো এসব চিঠির ইংরেজি অনুবাদও। এ ব্যাপারে ইউএনএফপিএ এবং *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই বইতে একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে বাবা-মেয়েদের কিছু ছবি, যেগুলো ২০২২ সালে এই প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। আমরা সেই সকল ফটোগ্রাফারদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা এই বিশেষ সম্পর্কটি এত সুন্দরভাবে তাদের ক্যামেরায় ধারণ করেছেন।

সারা দেশের সব বাবা-মেয়ের মধ্যে কথা হোক। বাবারাই হোক মেয়েদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। পরস্পরের সঙ্গে খোলামেলা কথা না-বলার জীর্ণশীর্ণ সব সংস্কার ঝরে পড়ুক।

**সাইদুজ্জামান রওশন**
সম্পাদকদ্বয়ের পক্ষে

# About these letters

Elders say, ‘Why is there so much talk?’
Even the proverb goes, ‘Less talk, more work.’
But we say, ‘Let the conversation flow.’

So, what are we really talking about? Let’s dive in.

The United Nations Population Fund (UNFPA)— the sexual and reproductive health agency of the United Nations, has launched a national campaign called ‘Celebrating Daughters,’ with the slogan, ‘My Daughter, My Future’ in 2022. It aims to celebrate and uphold the inherent value of women and girls in families, across society, and at the national level.

Anchored in the belief that gender equality begins at home, the campaign has promoted gender transformative parenting, with a focus on involved and positive fatherhood. After all, fathers are instrumental to fostering environments where girls are valued and empowered to fulfill their potential.  Involvement in daughters’ lives also contributes to the emotional well being of fathers, and paves the way for gender equality that benefits everyone: men, women, boys and girls.

In late 2023, UNFPA, in partnership with Prothom Alo.com, began a special initiative titled ‘Kotha Hok’ (‘Let the Conversation Flow’) as part of this campaign. The goal was to capture the diverse experiences and evolving dynamics of father-daughter relationships across the country by creating a dialogue through letter writing. This allowed for expressions of gratitude, love, and even grievances to be laid bare.

Letters flooded in from across the country, each offering a unique perspective on this vital parent-child bond—yet all of them marked by a common thread of love or at least a profound yearning for it.

Young fathers filled their letters with hope for their daughters’ futures—tinged with a touch of melancholy as they described watching their daughters’ childhoods slip away. Some fathers wrote about their legacy, and about what it means to have a family, to be finally part of something greater than themselves. Others offered raw descriptions of their anxieties, failures, and finally, hopes to do better. Many recounted the cherished memories of their daughter’s birth.

Letters from daughters overflowed with gratitude for their fathers, who had shaped their lives for the better. Unfortunately, many of our selected writers had their fathers pass away, a loss so vast it seems immeasurable, yet their words masterfully peeled back the layers of love they had shared together. Others expressed a deep longing for fathers who have often remained absent and aloof.

By March 2024, the campaign connected with 8.4 million digital users, who enthusiastically embraced its core concept. They praised the revival of letter writing and actively involved their friends and family, organically expanding the campaign’s reach. Over 1.6 million people read our news coverage of the campaign.

We also organized special father-daughter dialogues across all divisions of Bangladesh, bringing forward fathers who are champions of gender equality, alongside their accomplished daughters.

In one such event at a girls’ school in Gazipur, near Dhaka, singer Priyanka Gope and her father were the guests. The students thought it was going to be a music show, but they did not expect to wipe tears by the end of the program. Neither did we.

Priyanka Gope’s father shared how he raised his daughter, fulfilling her hopes and dreams, and giving importance to her wishes. He explained how he became a friend to his daughter.

Listening to this, many students from the Gazipur school seemed to think about their own fathers. We wanted to hear from them. We wanted to hear about their relationship with their fathers.

A microphone was given to a girl, who wanted to say something but immediately burst into tears, unable to speak. We learned that her relationship with her father was strained. They did not talk much. She could not share her troubles, experiences, joys, or anything with her father. Yet, she waited for him to return home every night. Her tears infected everyone present, sparking a wave of emotion in the room. Many wiped their teary eyes.

We believe, ‘Let the Conversation Flow’ a joint initiative of UNFPA and Prothom Alo.com, has opened a new door for our society. Many teachers, fathers, and guardians have told us that such campaigns should be held across the country, in schools, colleges, and local communities.

We believe we have taken a step forward in achieving our main objective: to promote a new model of involved fatherhood that extends beyond shared household tasks and childcare, and further promotes the capacity of fathers to emerge as loving, non-violent, communicative and supportive parents, who are committed to the wellbeing of their daughters and families.

We have selected 29 such letters for this book. We had to exclude many letters, otherwise, this would have been a very large book. We apologize to the many people who wrote to us. Thank you for responding to our call and participating in this initiative.

Along with the Bangla letters, English translations are also included. We would like to thank those from UNFPA and *Prothom Alo*, who lent their support to this end.

The photos of fathers and daughters featured in this book were collected from young people from all around the country during the first phase of this campaign in 2022. We extend our gratitude to the photographers who beautifully captured this special bond.

Let open conversations take place between all fathers and daughters in every corner of the country. Let our fathers be the biggest cheerleaders for their daughters. Let us discard all the outdated and regressive norms that impose silence and distance between us and our loved ones.

Syeduzzaman Rowshan
On behalf of Editors

During their vacation in the countryside, he laughed with abandon while she screamed with joy, making memories for a lifetime.

Photo by Shovan Khan Sabuz
Dhaka

# Note on translation and terms of endearment

The letters have been carefully translated into English, with every effort made to preserve their originality, emotional depth and distinctly individual character. Yet, there is a possibility that some of the subtleties may have been lost in translation. We hope that the spirit of these letters still remains true and speaks to you.

Terms of endearment for fathers and sons:
*Baba/Abba/Abbu/Abbajaan/Baba'ni* (noun)

These terms are commonly used in Bangla to refer to 'father.' Parents may affectionately use these terms for their sons as well.

Terms of endearment for mothers and daughters:
*Ma/Amma/Ammu/Ammajaan/Mamoni* (noun)

These terms are similarly common in Bangla for 'mother.' Parents may also use them as terms of endearment for their daughters.

# সূচিপত্র
## Table of Contents


পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষটির সন্তান ——— ১৬
Daughter of the greatest man in the world

শান্তির বার্তাবাহক ——— ১৮
Messenger of peace

মায়ায় বোনা নকশিকাঁথা ——— ২০
Love-woven nakshikantha

আমি কি ভালো বাবা হতে পেরেছি? ——— ২৪
Have I been a good father?

এক যে ছিল সাধারণ রাজা ——— ২৬
Once there lived an ordinary king

তোমার ঐতিহ্যের মতো সাহসী হও ——— ২৮
Be brave like your heritage

জীবনঝড়ে ঝরে যাইনি ——— ৩২
Unbeaten by life's storms

যুগে যুগে তোমার মতো বাবার জন্ম হোক ——— ৩৬
May fathers like you walk the earth for ages to come

আমার চোখের মণি ——— ৪০
Apple of my eye

উত্তর দিতে ভুলো না ——— ৪২
Don't forget to write back

কেন চলে যেতে হয়, বাবা? ——— ৪৪
Why do you have to leave, Baba?

তুমিও কি ফিরবে না একদিন? ——— ৪৮
Will you not return one day too?

এ তুমি কেমন বাবা ——— ৫০
What sort of father are you

আমরা যা রেখে যাই ——— ৫২
What we leave behind

ভালো থেকো, ফুল ——— ৫৬
Take care, flower

আমাদের দেখা হবে ওপারে ——— ৫৮
We will meet on the other side

তোমাকে আগলে রাখতে চাই ——— ৬০
I want to hold you close

বেঁচে থাকার কেরামতি ——— ৬৪
The art of living

হারিয়ে খুঁজি ——— ৬৬
Searching for the lost

১ বছর ৮ মাস ১৭ দিন ——— ৬৮
1 year, 8 months, and 17 days

কান পেতে থাকি ——— ৭২
Listening intently

ছড়িয়ে দিয়ো ভালোবাসা ——— ৭৪
Spread the love

আপনাকে নিয়ে গর্ব হয় ——— ৭৬
You make me proud

প্রতিটি পাতায় তোমার প্রতি ভালোবাসা ——— ৮০
With love for you on every page

যেসব কথা কখনো বলা হয়ে ওঠেনি ——— ৮২
Things I never got to say

আমি এখন নূপুর পরি না ——— ৮৪
I no longer wear nupur

তোমার বন্ধু হতে চাই ——— ৮৮
I want to be your friend

মেয়ে হাসলে, পৃথিবী হাসে ——— ৯০
When my daughter smiles, my world smiles

আত্মার একটা খণ্ড ——— ৯২
A part of my soul

Somewhere on the banks of the Padma river, the two sisters are overjoyed at the sight of the catkin fields. But they try to hold back their laughter and pull a serious face for a quick photo.

Photo by Atik Hossain
Rajshahi

# পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষটির সন্তান

আব্বা,

আজকাল আমার হুটহাট অভিমান হয়, কিছুদিন আগে এখানে বড় ভূমিকম্প হলো অথচ দেশ থেকে একটা ফোন এল না। সময় কত কিছু পাল্টে দেয়, মাঝে মাঝে খুব ক্লান্তও লাগে কিন্তু হেলান দেওয়ার জন্য আকাশসমান কাঁধটা খুঁজে পাই না, আব্বা।

সেদিন পুরোনো বাক্স ঘাঁটতে গিয়ে কিছু চিঠি খুঁজে পেয়েছি। টাকা চেয়ে চিঠি পাঠানো ছাড়া আপনাকে অন্য কিছু লিখেছি বলে মনে পড়ে না। আপনার পাঠানো এক হাজার টাকায় চলা মাসটাকে দীর্ঘ মনে হতো। তারপরও তো জানতাম, এগিয়ে আমাকে যেতেই হবে।

এই জীবনে আপনার মতো সৎ, পরিশ্রমী, কর্মঠ, চেনা-অচেনা মানুষকেও এমন ভালোবাসতে আর কাউকে দেখিনি। কাউকেই না।

পাঁচ সন্তানকে ভালো পড়ালেখা করানোর আশায় তাদের হাত ধরে পৈতৃক ভিটেমাটি, চেনা জনপদ, বহেড়াতলীর হাট, বংশাই নদী, খেয়াঘাট, স্কুল, পুরোনো মসজিদ সব পেছনে ফেলে, বুকের ভেতর একরাশ শূন্যতা আর ভাঙন চেপে রেখে, গরুর গাড়িতে চড়ে বসেছিলেন, ছেড়ে গিয়েছিলেন সবকিছু। দুই চাকার প্যাডেলের জীবন, শিক্ষকতা, প্রাচুর্যহীন মায়া-মমতায় ঘেরা ঘরবাড়ি, আম, জাম, বেল, পেয়ারা বা ডালিমগাছের ছায়ায় অচেনা মফস্‌সলে হয়েছিল আপনার নতুন ঠিকানা। উঠোনজুড়ে বড় মাটির ঢেলা, নতুন গাছ লাগানো, টিন বা মাটির বেড়া, সিমেন্টের খাম, মাটির চুলা বানানো—সব আপনারা দুজন মিলেই করতেন, যাতে দুটো পয়সা বাঁচে। আহা রে টাকা! একজীবনে আপনার কী অমানুষিক পরিশ্রম, আজীবন মলিন-ছেঁড়া জামা-জুতো, কোনো দিন পছন্দের মিষ্টি না খাওয়া, আমরা সন্তানেরা কিচ্ছু মনে রাখিনি, আব্বা।

অথচ বাবা মানে ভিটেমাটি, ঘর, বাবা মানে ঘরে ফেরা। তাই এখন আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। শিকড়হীন হওয়ার ভয়াবহ ব্যথা বয়ে বেড়াই। আব্বা, আপনার শ্রমে-ঘামে ছাওয়া সেই পুরোনো বাড়িঘরে এখন ইঁদুর-বিড়ালের বাস। আর আপনার বাস অন্য ভুবনে। গত বছর দেশে গিয়ে হন্যে হয়ে আপনাকে খুঁজেছি। এয়ারপোর্ট, রাস্তাঘাটের আনাচকানাচ সবখানে। ইহজনমে আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না—এই রূঢ় সত্যটি মন বুঝতে চায় না। অথচ আপনার পাশে হেঁটে হেঁটে সুখ-দুঃখের কত যে গল্প করা বাকি, সংসারের কতশত অভিযোগ যে করা বাকি ছিল, আব্বা...।

আজ সৃষ্টিকর্তার মহান দরবারে করজোড়ে প্রার্থনা, যেখানেই থাকুন মহাকালের ওপারে, সৃষ্টিকর্তার ক্ষমায় ভাসুন। তিনি যেন সকল না পাওয়া, শত কোটি প্রাপ্তির পূর্ণতায় ভরিয়ে দেন। আপনি যে মমতায় আমাদের লালন করেছিলেন, আমার চাওয়ার থেকেও লক্ষ-কোটি গুণ মমতায় যেন আপনাকে রাখেন দয়াময় প্রভু। অসীম ওপারে একটিবার হলেও যেন আপনার ভীষণ শক্ত, কর্মঠ হাতটি ধরার সুযোগ পাই। যেন অনুচ্চারিত কথাটি চিৎকার করে সবাইকে জানাতে পারি, 'পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষটির সন্তান আমি।'

তোমার আদরের মেয়ে
**নিলুফার রুখসানা**
ইবারাকি, জাপান



# Daughter of the Greatest Man in the World

Abba,

I have been experiencing sudden outbursts of anger lately– a major earthquake struck here a few days ago, yet not a single phone call came from home. Time changes so much, and sometimes I feel so tired, but I can't find your sky-high shoulders to lean on, Abba.

The other day, while going through the old boxes, I came across some letters. I can't recall writing anything to you besides the ones where I asked for money. The months when I had to live off the thousand taka you sent me, felt so long. Yet, I always knew that I had to keep moving forward no matter what.

In this life, I have never seen anyone as honest, hardworking and loving even toward strangers as you. Not one person.

With the hope of giving your five children a good education, you left behind your ancestral lands, familiar village, the Boheratali market, the Bangshai river, the ferry ghat, the school, the old mosque—all of it—and boarded a bullock cart, leaving everything behind, except a gaping void and a whole lot turbulence in your heart. Your new address centered around your two wheeler, teaching, a humble but warmth-filled house, and an unfamiliar new town under the shade of mango, guava, bel, pear, and pomegranate trees. You and Amma did everything together by your own hands to save a few pennies—building large earthen mounds in our yard, planting new trees, installing tin or mud fences around the house, even making cement pillars and earthen stoves. Oh, the cost of life alone! Your inhuman labor throughout your life, your lifelong tattered clothes and shoes, your never-ending refusal to indulge in your favorite sweets—we, your children, have forgotten it all, Abba.

Yet, Abba, you are my home, my desire for returning home. And this is why I have nowhere else to go now. I carry the terrible pain of being rootless everywhere with me. Abba, the old house that your sweat and labor built is now home to the rats and the stray cats. And you reside in another world. Last year, I went to Bangladesh and frantically searched for you. Everywhere – the airport, the streets, the alleys. I will never see you again in this life – my heart refuses to accept this harsh truth. Yet, Abba, there were so many stories of laughter and sorrow, so many grievances bubbling up from my own family life that I really, really wanted to share with you...

Today, I fold my hands together and pray in the court of our Creator, wherever you may be, even if it is on the other side of time, may you be bathed in the Creator's mercy. May God bless you with the fulfillment of countless great things that you have never received, but always deserved. May the Merciful Lord shower you with a love that is a million times greater than the love you have showered upon your children. May I have the opportunity to hold your strong, tireless hands just one more time in the infinite afterlife. May I have the chance to finally shout to the world what I have never spoken before, 'I am the daughter of the greatest man in the world.'

Your loving daughter
**Nilufar Rukhshana**
Ibaraki, Japan

# শান্তির বার্তাবাহক

মা সামান্থা,

আশা করি, ভালো আছিস।
আজ তুই অনেক বড় হয়েছিস, নিজের জীবন সম্পর্কে বুঝতে শিখেছিস। সময় অনেক গড়িয়েছে অথচ তোর নামের রহস্যটা এত দিন জানানো হয়নি। আজ তোকে এ ব্যাপারটা নিয়েই লিখছি।

আশির দশকে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' চলছিল। আমেরিকান মেয়ে সামান্থা স্মিথ (সামান্থা রিড স্মিথ) বিশ্বের দুই শক্তিধর দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১০ আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন রোনাল্ড রিগান এবং রাশিয়ার নেতা ছিলেন ইউরি আন্দ্রোপভ। সামান্থা সে সময় বিশ্বের পত্রপত্রিকার শিরোনাম হয়েছিল।

সে রাশিয়ার নেতাকে পত্র লিখেছিল এবং একইসঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছিল পারমাণবিক যুদ্ধে না জড়িয়ে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য। সারা বিশ্বে এই ছোট্ট মার্কিন বালিকার শান্তির জন্য পদক্ষেপ, পারমাণবিক যুদ্ধ থেকে আমেরিকা ও রাশিয়াকে বিরত রাখার প্রয়াস প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে ১৯৮৩ সালে রাশিয়া সরকারের আমন্ত্রণে রাশিয়া সফরে যায় সামান্থা।

ব্যাপারটা আমার কিশোর মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তখন আমার বয়স ১৫ হয়নি। কিন্তু আমরা যে পড়েছি, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুই অন্তরে'। তাই নিজের ভেতর বাবা হওয়ার সুপ্ত ইচ্ছেটা জেগে উঠল, মনে মনে স্বপ্নের বীজ বপন করলাম—যদি আমার মেয়েসন্তান হয়, নাম রাখব সামান্থা। আর আমার মেয়ে হবে এই সামান্থা স্মিথের মতো সাহসী, সৎ ও শান্তিকামী। শান্তি স্থাপনের জন্য সে কাজ করবে পরিবারে, সমাজে, দেশে ও বিশ্বে।

দিনটা ছিল ৬ ডিসেম্বর, ২০০০। মায়ের গর্ভ ছেড়ে তুই এ পৃথিবীতে এলি। আমি বাবা হলাম, আনন্দে চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রু। আমি প্রতিজ্ঞার ব্যত্যয় করিনি। তোর নাম রেখেছি সামান্থা সাহা। যেহেতু তুই আমাদের একমাত্র সন্তান, তাই তুই আমাদের মেয়ে, তুই-ই আমাদের ছেলে।

যখন থেকে স্কুলে যেতে শুরু করলি, তখন থেকেই প্রশ্ন আসতে থাকল, সামান্থা নামটা কেন রেখেছি। সাধারণত হিন্দুসমাজে কোনো মেয়ের নাম সামান্থা হয় না। আমি সামান্থা স্মিথের ঘটনা খুলে বলি। তুই কলেজে ভর্তি হলি, আবারও একই প্রশ্ন। সবাইকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করলাম। তা ছাড়া আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতজনদের কাছ থেকে একই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি বহুবার। আমি বিরক্ত হইনি। সময় নিয়ে সামান্থা স্মিথের সেই গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেছি সবার কাছে।

আমার বপিত স্বপ্নের বীজ আজ কুঁড়ি থেকে পাতা মেলেছে। ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করেছে। তুই অনার্স চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল আঙিনায় সর্বদা বন্ধু পরিবেষ্টিত। যতটুকু উপলব্ধি করতে পারি, তুই সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করিস। এটা অনেক বড় ব্যাপার, মা। মানুষের পাশে থাকার ইচ্ছেটা প্রবল না হলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তুই শান্তির পথেই আছিস।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তুই অনেক বড় হবি, মানুষের জন্য কাজ করবি, শান্তি ও ন্যায়ের জন্য কাজ করবি। ঈশ্বর তোকে যথাযথ শক্তি, সাহস ও যোগ্যতা দিন। ঈশ্বর কারও শুভ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না।

ইতি
তোর বাবা
**কিশোর কুমার সাহা**
সাভার, ঢাকা



# Messenger of Peace

Ma Samantha,

I hope you are doing well.
You have grown so much and have started grasping much about your life by this point. Time has rolled by, and yet the secret behind your name has not been revealed yet. Today, I am writing to you about that very thing.

In the 1980s, there was a 'Cold War' going on between the United States and the Soviet Union. A young American girl named Samantha Reed Smith took an attempt to forge peace between the two superpowers. She was only ten years old, and back then, Ronald Reagan was the American president, and Yuri Andropov led Russia. Samantha became a global headline in the newspapers at that time.

She wrote a letter to the leader of Russia and urged the American president at the same time to avoid nuclear war and establish peace in the world. This small American girl's peace initiative, her attempt to prevent America and Russia from walking into a nuclear war, garnered worldwide acclaim. As part of her efforts, Samantha visited the Soviet Union in 1983 at the invitation of its government.

This story left a profound imprint on my young mind. I was not even fifteen yet. But there was that saying, 'Within every sleeping child, there lies the father of a child.' It awakened a dormant desire within me to be a father, and I planted a seed of the following dream—if I had a daughter, I would name her Samantha. And my daughter would be courageous, honest, and peace-loving, just like Samantha Smith, her namesake. She would work for peace in her family, society, country, and the world.

It was December 6, 2000. You came to this world, leaving your mother's womb. I became a father, tears of joy rolling down my face. I did not break my promise. I named you Samantha Saha. You are our only child.

Ever since you started school, questions arose as to why I named you Samantha. Traditionally, in Hindu society, girls are not named Samantha. I used to explain the story of Samantha Smith. When you enrolled in college, the same question came up again. I explained the story to everyone. Other than that, I have faced the same query from my friends, relatives, and acquaintances countless times. I was never annoyed. I used to take my time and share the glorious story of Samantha Smith with everyone.

The seed of my dream has sprouted and is now unfurling leaves. You are gradually growing up. You are enrolled in the fourth year of your bachelor's studies. On the vast university campus, you are always surrounded by friends. As far as I can tell, you try to be there for them in good times and bad. That is a huge deal, Ma. Without a strong desire to be there for other people, we cannot establish peace. I can clearly see that you are walking the path of peace.

It is my firm belief that you will grow into a great person, work for humanity, for peace and justice. May God grant you the strength, courage, and skills that you will need for this journey. After all, God does not leave anyone's good wishes unfulfilled.

Sincerely
Your father
Kishore Kumar Saha
Savar, Dhaka

# মায়ায় বোনা নকশিকাঁথা

প্রিয় বাবা'নি,

তোমাকে ভাবলে কত যে ছবি ভাসে মনে, কোনটা রেখে কোনটার কথা বলি, বলো তো? আমার তো মনে হয় সব পিতা-কন্যার গল্পগুলো একই রকম—মায়ায় বোনা নকশিকাঁথার মতো। বাবার চোখে মেয়ে হলো রাজকন্যা। আর যদি সেই চোখ নামিয়ে রাখেন—কন্যা তখন পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী, দীনহীন।

সামনে তোমার জন্মদিন। এক রঙিন ফাল্গুন উজ্জ্বল করে এসেছিলে তুমি মহাসমারোহে। তারপর শুধু জীবনের জয়গান! সেই সময়ের ক্যানভাসে সমুজ্জ্বল তোমার উপস্থিতি। তারপর ধীরে ধীরে, ধী...রে ধীরে নিষ্প্রভ সব!

কান পাতলেই শুনতে পাই তোমার উদাত্ত কণ্ঠ—মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে...। আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গায়ক তুমি। তোমার কাছেই শিখেছিলাম, অভিমানে তোমার তরেই বিসর্জন দিয়েছি সব।

পঁচিশ বছর আগের কথা।
সদ্য চলে গেছেন, তবু মামণির ছায়া দেখি সর্বত্র। ঘুমাতে পারি না, জেগে থাকতেও পারি না, রাতগুলো দীর্ঘ লাগে খুব। তোমার ঘুম ভাঙাই বারবার। দুজন বারান্দায় বসে মশার কামড় খাই। আজ ভেবে হাসি পাচ্ছে, তুমি এই এত বড় কন্যাকে তারা দেখিয়ে প্রবোধ দিতে তখন।

সেই সময়গুলো স্থায়ী হয়নি। তাই দিনে দিনে দূরে সরে যাওয়া শুধু। শুধু ভাবতাম, এই যে পৃথিবী, এই আলো, হাসি-আনন্দের মাঝখানে বড্ড বেমানান আমি। তারপর সংসার বাঁধলাম, সন্তানের মুখ দেখলাম। তখন হয়তো দুঃখ কিছুটা প্রশমিত হলো, কিন্তু সেই জগদ্দল পাথর বুকের ওপর থেকে সরাতে পারিনি আর। আমাকে কখনো কোনো দিন তুমি নাম ধরে ডাকোনি, ডেকেছ 'মা' বলে।

অথচ কেমন বদলে গেল সব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ততা এসে গেল আমারও। দুজনেই বুকের মধ্যে আবেগ লুকিয়ে অন্য মানুষ হয়ে রইলাম। তোমার নির্লিপ্ততা আমাকে বদলে দিল। কত অজস্র দিন তোমার খবর মিলত না, ঘুরেফিরে এক যন্ত্রমানবী অপারগতা জানাত নির্দয়ভাবে। অথচ শেষবার কী মধুর কথোপকথন!
বুঝতেও পারিনি তুমি চলে যাবে অমন আকস্মিকভাবে।

তোমার সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল আমার ঠিক। অথচ কী অদ্ভুত, আমরা দুজন রাগ-ক্ষোভ প্রকাশ করিনি কেউ কারও প্রতি, কখনোই না। হীরাবাঁধানো চলে যাওয়া সময়ের পাতায় উষ্ণতা খুঁজে খুঁজে দিক হারিয়ে ফের ঢুকে যেতাম নিজের ভেতরে। এ ছাড়া আমার আর উপায় কী বলো? নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া, নিজে নিজে তুমুল ঝগড়াঝাঁটি, নিজের ভেতর লুটিয়ে পড়ে কাঁদা—এই ফাঁদেই জীবন ছিল বাঁধা!

এখন তোমায় বলতে পারি যা মন চায়। বড্ড জেদ লাগে বাবা'নি, কেন এত গিঁট দিলে প্রাণে? সেই জট আর ছাড়াতে পারলে না! পারিনি আমিও কিছুই। তবে এর জন্য তুমি-আমি কেউ দায়ী নই। সব সময়ের দোষ। কুয়াশার ভারী পর্দা ভেদ করে চাতক জলের ছোঁয়া পেল না। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে চৌচির!

অনেক আগের কথা, সাময়িক বিদায়কালে এক গালে চুমু নিয়ে আরেক গাল এগিয়ে দিতে হতো তোমাকে, বড় হয়েও। আমি দিতাম তোমার কপালে। সেসব লাল-নীল দিন, অমূল্য রতন আমার কাছে। তারপর মরুময় সব। তুমি চাইতে পারোনি আর, আমিও পারিনি দিতে। কী যে দ্বিধা আটকে দিত সব। শেষবার তোমার ঠান্ডা কপালে দিলাম বিদায়-চুম, তুমি তখন গভীর ঘুমে।

তুমি আর মামণি—তোমাদের দুজনকে দেখে আমার একটাই শিক্ষা হয়েছে—কাছের মানুষদের কাছে অত বেশি চাপা থাকতে হয় না।

ভালো থেকো প্রিয় বাবা'নি। তোমরা যারা চলে গেছ মহাকালের পথে, পরম করুণাময় তোমাদের দয়া করুন, শান্তিতে রাখুন অনন্তকাল—এ প্রার্থনা সব সময়।

ইতি
তোমার অতুমণি
**মাফরুহা মানসুর অদ্বিতী**
খিলগাঁও, ঢাকা



# Love-woven Nakshikantha

Dear Baba'ni,

When I think of you, so many images come to mind—how do I choose which ones to share and which ones to let be? It seems to me that all father-daughter stories are alike, woven with love like a Nakshi kantha. In a father's eyes, his daughter is a princess. If those eyes look away, the daughter becomes the world's saddest and most destitute person.

Your birthday is near. You arrived like the first colorful day of spring, bringing light and much splendor. Since then, life has been a continuous hymn of triumph! Your presence had been vivid on the canvas of those times. But gradually, slowly, everything dimmed.

I can still hear your booming voice—Mone ki Didha Rekhe Chole Gele (Did you leave with doubts in your heart...?). To me, you were the world's greatest singer. I learned from you, and in my pride, I surrendered everything to you.

This was about twenty-five years ago.
Mamoni had just passed away, yet I saw her shadow everywhere. I could not sleep, nor could I stay awake; the nights felt incredibly long. I kept waking you up repeatedly. We would then sit on the veranda and get bitten by mosquitoes. Now, thinking back, it makes me laugh how you would try to console me – your grown-up daughter, by pointing at the stars.

Those times did not last. And so, every day, we drifted apart. I used to think that in this world, amidst all the light, laughter, and joy, I stuck out like a sore thumb. When I started my own family and saw my child's face, perhaps my pain was somewhat relieved then, but I could never get that immense stone off my heart.

You never called me by my name, you always called me 'Ma.' Yet, how things changed. Over time, I grew used to it as well. We both buried our emotions and became different people. Your indifference changed me. There were countless days without any news of you, a robotic female voice would repeatedly and unforgivingly express helplessness on the other side. Yet our last conversation was so sweet! I did not realize you would leave so suddenly.

It is true that a distance had formed between us. Yet how strange it is that we never expressed any anger or resentment towards each other! Searching for warmth in the pages of those diamond-studded times, I would lose my way and retreat into myself again. What else could I do? Compromising with myself, fighting with myself, breaking down and crying—this was the tragic loop my life was caught in!

Now I can say whatever I want to you. It makes me furious, Baba'ni, why did you tie so many knots in your heart? And you could never again untie them! Neither could I. But for this, neither of us is perhaps to blame. It is all time's fault. The thirsty bird could not find water through the heavy curtain of mist, while its chest was bursting in thirst!!

Long ago, even as an adult, after you had kissed my cheek during temporary farewells, I used to turn the other cheek for another. I would kiss your forehead. Those colorful days are priceless treasures to me. Then everything turned into a desert. You could not ask for it anymore, and I could not give it. A certain hesitation stopped everything in its tracks. The last time, I kissed your cold forehead in farewell, and you were in a deep sleep.

You and Mamoni—watching both of you, I learned one thing—we should not be so restrained with our loved ones.

Stay well, dear Baba'ni. For you and all those who have left for eternity, may the Almighty have mercy on you and keep you in peace forever—this is my prayer, always.

With love
Your Atumoni
Mafruha Munsur Audity
Khilgaon, Dhaka

It was the height of the Covid pandemic. After weeks of separation, when she finally had the chance to see her father, she ran straight into his arms, with flowers.

Photo by Mithail Afrige Chowdhury
Dhaka

# আমি কি ভালো বাবা হতে পেরেছি?

আমার মাতৃদ্বয়,

আমার ‘ছোট্ট মা’ যেদিন কমলাপুরে আমার হাতছাড়া হয়ে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল, সেই মুহূর্তেই আমার সমস্ত শরীর ক্ষণিকের জন্য অসাড় হয়ে পড়ল। মাকে দিকহারা পথচারীর মতো খুঁজতে থাকি। পেয়েও যাই অল্প সময়ের ব্যবধানে। আমার ‘বড় মা’ নিজেকে বড় দাবি করলেও তার যখন ভার্সিটি থেকে আসতে দেরি হয়, তখন আমার বুকের ভেতর যে ঝড় বয়ে যায়, তা যেকোনো ভয়ানক কালবৈশাখীকেও হার মানাতে পারে।

আমি সব হারানো একজন মানুষ। যার বাবার কোনো ছবি বা স্মৃতি মনে নেই। বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আমার বয়স তখন ৬ মাস। বাবাহীন একটি পরিবার কতটা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বেড়ে ওঠে, তার প্রতিটি ধাপ আমার চেনা। তিন বেলা খাবার জুটত না, ছয়জনের পরিবারে সরকারি রেশনিংয়ের মাধ্যমে পাওয়া খাবারই ছিল একমাত্র সংস্থান।

খুব বেশি কিছু মনে না থাকলেও আমার জীবনের প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল রেশনিং লাইনে দাঁড়ানো। কখনো চাইনি তুমি আর তোমার বড় বোন তোমরা দুই বোন জীবনে কখনো এ রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাও। চেয়েছিলাম তোমরা নিজেদের শৈশবের স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে যাতে নিজের বাবার উপস্থিতি অনুভব করতে পারো। তোমাদের যাতে কখনো মনে না হয় বাবার ছায়া তোমাদের মাথার ওপর নেই।

জানি না কতটা সফল হতে পেরেছি। তবে এটা জানি, আমার ‘ঐতিহ্য’ আর ‘প্রাচুর্য’ নামের দুই রাজকন্যা আমার জীবনজুড়ে আছে। অনুভূতির পরতে পরতে তোমাদের উপস্থিতি আমি টের পাই।

আচ্ছা মায়েরা, আমি কি ভালো বাবা হতে পেরেছি? উত্তরটা তোমরাই ভালো দিতে পারবে। তবে আমার মনে হয়, আমি একজন ‘বাবা’—এটাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

একাত্তরে আমার মতো লাখো মানুষ সব হারিয়েছে। ঈশ্বরের কৃপায় একটু একটু করে নিজেকে গুছিয়ে নিলেও এখনো ‘মানুষ হারানোর ভয়’ আমাকে তাড়া করে। ক্ষণিকের জন্য নিজের ছোট্ট মেয়েটাকে কমলাপুর রেলস্টেশনের ভিড়ে হারিয়ে যেন আমি একাত্তরের যুদ্ধ-পরবর্তী সেই বীভৎস দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলাম। শরীর খারাপ করবে বলে তোমাদের মা আমাকে এতটা অস্থির হতে নিষেধ করে। তাঁকে কীভাবে বোঝাই, অল্প সময়ের জন্য হলেও তোমাদের হারিয়ে আবারও সব হারানো একজন হওয়ার আতঙ্ক যে আমার পিছু ছাড়ে না।

মাগো, আর কখনো যেন মা, মাটি, সন্তান, স্বাধীনতা আমাকে হারাতে না হয়। আমি নিজেও কখনো এই দেশ ছেড়ে, তোমাদের ছেড়ে পৃথিবীর স্বর্গসুখে গা ভাসাতে চাই না। কেননা এ দেশে আমার বাবার না-ফেরার গল্পগুলো আমার অন্তরে গাঁথা থাকবে আমৃত্যু। আর তো কিছু চাই না। তোমরা দুজন আমাকে ঘিরে থাকো, আমাকে জুড়ে থাকো—শুধু এটুকুনই চাওয়া।

ইতি
তোমাদের বাবা
**দেবাশীষ পাল**
খিলগাঁও, ঢাকা



# Have I been a good father?

My Ma duo,

The moment my ‘little’ Ma slipped away from my hand in Kamalapur Train Station, a paralysis took hold of my body for a few moments. I searched for her like a lost pedestrian. And I found her quickly enough, too.

I am someone who lost everything. I have no memories or photos of my father. He was a freedom fighter. I was just six then. I know all too well the struggles of a family navigating life’s adversities without a father. We did not have three meals a day; our family of six depended on government food rations.

Even though I do not remember a lot of the details, standing in that food line was my life’s first negative experience. I never want you and your sister to go through an experience like that. I wanted you to be able to feel your father’s presence in all your childhood memories. I wanted you to feel my shadow, watching over you.

I do not know whether I have succeeded. But I know this–My two royal princesses, ‘Oitijjo’ and ‘Prachurjo,’ are the center of my life. I feel your presence in all layers of my being, of my emotions.

So, my Ma duo, have I been a good Baba? You are the ones who hold the answer. But for me, I think, being your Baba has been my greatest identity.

In 1971, thousands of people lost everything like me. By God’s grace, I rebuilt my life, though I still am haunted by the fear of losing people. When I lost my little girl in the crowd at the Kamalapur station, it was like being thrown back to the gruesome days after the war. Your mother tells me not to get so agitated, worried that I would fall sick. But how could I explain that even a moment’s separation from you two triggers the fear of losing everything all over again?

May I never lose my Ma, my land, my children, or my freedom. I, too, would not dream of leaving you or this country for a comfortable life elsewhere. Because my father’s story, of him never returning, is forever etched in my heart. I want you two by my side, always close to me–that is all that I desire.

With love
Your Baba
**Debasish Paul**
Khilgaon, Dhaka

# এক যে ছিল সাধারণ রাজা

আমার অতি প্রিয় বাবা,

তুমি তো প্রায় প্রতিদিনই একটা করে গল্প শোনাও আমাকে। আজ আমি না হয় একটা গল্প বলি? কেমন?

গল্পটা একজন রাজার। রাজা মানেই আমরা ভেবে বসি তাঁর হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া থাকবে। এই রাজা কিন্তু তা নয়। ইনি খুবই সাধারণ একজন মানুষ। তবে 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' গানের রাজার মতোই তিনি সবার রাজা।

আমাদের এই রাজার দুটো রাজকন্যা। বলতে পারো এরাই রাজার কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ। দুই রাজকন্যা যেমন দুষ্টু তেমনি মিষ্টি। তবে ছোট রাজকন্যা আবার একটু বেশি দুষ্টু, বুঝলে! সেকি কাণ্ড মেয়ের, কী আর বলব!

ছোটবেলায় স্কুলে যেতে হবে শুনলে তার চোখে রাজ্যের ঘুমপাখিরা এসে জড়ো হতো। রাজামশাইও কম কিসে? রাজকন্যার দুষ্টুমি বুঝে আধো ঘুমে থাকা রাজকন্যাকেই কোলে তুলে তৈরি করে ফেলতেন স্কুলে যাওয়ার জন্য। আবার খেতে বসলে রাজকন্যার এক গালে খাবারের পাহাড় জমানোয় ছিল জুড়ি মেলা ভার। অগত্যা রাজাই 'যুদ্ধে' নামতেন। ঠেলেঠুলে রাজকন্যাকে স্কুলে নিয়ে যেতেন। আনাড়ি হাতে রাজকন্যার দস্যি চুলগুলোকে বেঁধে দিতেন। তারপর রাত্তিরে রাজা অফিস থেকে ফিরলে সে কি গপ্পো রাজকন্যার! এত দস্যি মেয়ে সারাদিন কী করল—তা বলেই কূল পেত না। চাদরের নিচে রাজার পাশে গুটিসুটি মেরে শুরু করত গপ্পো।

সেই রাজকন্যা এখন অনেক বড়। এখন একাই স্কুলে যায়, একা-একাই ঘুরে বেড়ায়। তবে রাজাকে দেখলেই সে হয়ে যায় ছোট্ট, দস্যি রাজকন্যা। কোচিং থেকে আসার পথের রিকশাটাই হয় তাদের বাবা-মেয়ের পঙ্ক্ষিরাজ ঘোড়া। প্রতিদিন এই ইঁদুর-দৌড়ে পিষে যেতে থাকা রাজকন্যার কাছে সেটুকু সময়ই অক্সিজেন নিয়ে আসে।

আচ্ছা বাবা, আমি যে এতক্ষণ আমাদের গল্পটাই বলছিলাম, তা কি তুমি বুঝে গেছ? যেমন করে অন্য শহরে থেকেও তুমি আমার মন খারাপের সন্ধান পাও, ঠিক সেভাবে?

এখন সেই দস্যি রাজকন্যা জীবনযুদ্ধের জাঁতাকলে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাজা এখনো তাদের বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়ে চলেছেন, প্রতিদিন।

তোমাকে কখনো ধন্যবাদ দেওয়া হয় না, বাবা।
'ছেলে নেই আপনার? স্রেফ দুটো মেয়ে?' এ ধরনের প্রশ্ন হেসে উড়িয়ে দিয়ে আমাদের আগলে রাখার জন্য ধন্যবাদ, বাবা।

ধন্যবাদ বাবা, আমাকে 'বোঝা' না ভেবে 'বোঝার জন্য'।
প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মাথায় হাত বুলিয়ে আমার লুকিয়ে রাখা ব্যথাগুলোয় মমতার মলম লাগানোর জন্য।

ধন্যবাদ বাবা, সবকিছুর জন্য।
অনেক ভালো আর হাসিখুশি থাকো সব সময়।

ইতি
তোমার দস্যি রাজকন্যা
**দেবাশ্রিতা পাল প্রাচুর্য**
খিলগাঁও, ঢাকা



# once there lived an ordinary king

My dearest Baba,

Almost every day, you tell me a story. How about I tell you one today? Alright?

This story is about a king. We imagine kings with grand stables filled with elephants and horses. But this king is different. He is quite ordinary. He is everyone's king—just like the song goes, 'We are all kings in this king's kingdom.'

This king has two princesses. You can say they are the king's greatest treasures. Both his princesses are as sweet as they are mischievous. But the younger one... well, her naughtiness is something else! The mischief that she gets into—what can we even say about that!

When she was little, just hearing about school would make her eyelids heavy, as if overcome by the sleep of the entire kingdom. But the king, oh the king was no pushover!

Again, during breakfast, she would stuff her mouth with food, taking agonizingly slow bites. With no options left, the king had to 'go to war.' He would whisk her away to school. With clumsy hands, he would braid her hair. And when the king returned home from work, the princess overflowed with stories! The princess's day had been full of mischiefs, so much so that she could not even get it all out in time. Under the blanket, she should snuggle next to the king and chatter away.

The princess is all grown up now! She heads off to school on her own and explores the world around her. But the second she sees the king, she becomes that same little princess, full of mischief! When she comes home from the coaching center with her father, their rickshaw transforms into a magical flying horse. In the daily grind of the rat race, this magical ride with the king fills her with a fresh breath of oxygen.

So Baba, any guesses about who we have been talking about in this story? You can already tell, can't you? Just like you always can tell, even from another city, what is exactly going on in my heart.

You know, the princess is losing bits of herself—crushed by the weight of life. But every day, the king gives her all the fuel that she needs to go on.

Baba, I never thanked you.
'Don't you have any son, only two daughters?' Thank you for laughing off those questions and just holding us closer instead.

Thank you for never seeing me as a 'chore,' but as your 'confidante' instead. Thank you for healing all the hidden bruises from the day with your comforting pat on my head each night before sleep.
Thank you for everything, Baba. May you always be happy and healthy.

Farewell
Your unruly princess
Debasrita Paul Prachurjo
Khilgaon, Dhaka

# তোমার ঐতিহ্যের মতো সাহসী হও

আমার আদরের সোহা মামণি,

কেমন আছিস, মা? চিঠিটা দেখে নিশ্চয়ই তুই বিস্মিত হবি অনেক! ডিজিটাল এই যুগে কে কাকে চিঠি লেখে? রাস্তায় হাঁটতে, কাজের ফাঁকে কিংবা চলতে-ফিরতে তোর মুখটা চোখের সামনে ভাসে খুব। তখন মনে মনেই তোর সঙ্গে কথা বলি। আমার টুনটুনি মা-পাখিটা, কখনো চিঠি লেখা হয়নি। এভাবে একটা সুযোগ এসেছে, ভাবলাম আমার টুনটুনি বুড়িটার জন্য কাগজ-কলমে না পারি, কি-বোর্ডেই না হয় কিছু লিখি।

সবাই বলে, প্রথম কন্যাসন্তানের বাবা হওয়া নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। সেটা আমার থেকে তো কেউ ভালো বুঝবে না। অনেকে হয়তো ভাগ্য বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমি করি! তুই আমার ঘর আলো করে দিয়েছিস। এই লক্ষ্মী মেয়েটা ঘর আলো করে আসার আগে দিন চলত অভাব-অনটনে। ২০১০ সালের ১৮ আগস্ট রাত নয়টায় তুই এই পৃথিবীতে আমাদের কোল আলো করে এসেছিলি। কী সেই মায়াভরা দৃশ্য আজও চোখে ভাসে! তোর আগমনের পর থেকে কীভাবে যেন ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল আমাদের।

মা আমার, তোর জন্মের দিন, যখন চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের বারান্দায় শুয়েছিলাম, রাত দুটোয়, আমার তখনকার অফিসের জেনারেল ম্যানেজার স্যার ফোন করে প্রমোশন এবং বেতন বাড়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সে বছর আমার একলাফে ৩০ হাজার টাকা বেতন বেড়েছিল! কী কাকতালীয়, তাই না? কিন্তু আমাকে ঘোরগ্রস্ত করে দিয়েছিল এই ভাবনা—ছোট্ট পরিটা আমার জন্য এত কিছু নিয়ে আসল!

চাকরির সুবাদে আমি প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফিরতাম। সারা দিনের ক্লান্তি আমার নিমেষে উধাও হয়ে যেত তোকে কোলে নিয়ে। তুই আমার অমূল্য ধন।

এখন তুই ১৪ বছরের কিশোরী, আমার পরিবারের বড় সন্তান। জন্মের পর থেকে তুই যেমন আমার ঘর আলো করে রেখেছিস, তেমনি তোর জীবনটাকেও আলোকিত করে রাখিস তুই। সুন্দর করে পড়াশোনা করে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠ মা। শিক্ষাই আমাদের মতো মানুষের টিকে থাকার, বড় হওয়ার একমাত্র সম্বল।

তুই আমার মেয়ে। আমি যেমন মেধা-মননে বড় হয়েছি, মানুষের উপকার করার আপ্রাণ চেষ্টা করি, এই গুণটুকুই আমি তোর মধ্যে দেখতে চাই। খুব কি বেশি চাওয়া রে, মা?

আমরা চাই, তুই ভালো মানুষ হবি, মানুষের সেবা করবি, বিভিন্ন সৃজনশীল ও সুন্দর কাজগুলোতে এখন থেকেই নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করবি। তবেই তুই জানবি, বুঝবি চারপাশে পরিবেশ-পরিস্থিতি, বাস্তবতা আর কল্পনার তফাত। সব সময়ই আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবি, বন্ধুত্বকে বিশেষ করে সৎ সঙ্গকে প্রাধান্য দিবি। সততাকে কখনো বিসর্জন দিবি না। পারিপার্শ্বিকতা বুঝে সমাজে আলো ছড়িয়ে মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করবি—এটাই আমাদের একমাত্র চাওয়া।

তোকে আরও কত কিছু বলতে ইচ্ছে করে, কত কিছু জানাতে ইচ্ছে করে, রোদের খুশি, চাঁদের হাসি—সব বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু জীবন-জীবিকা এত সময় তো দেয় না রে মা। তাও স্বপ্ন দেখি, স্বপ্নে ভাসি—আমার পাখি-মা বিপ্লবী স্বাধীনতাসংগ্রামী প্রীতিলতার এলাকার মেয়ে। বাতাসে সাহস তো কিছুটা ছড়াবেই। সাহসী হ আমার সোহা পাখি...।

ইতি
তোকে যে অনেক অনেক ভালোবাসে, সেই পাপ্পা
**আহমেদ রেজা**
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম



# Be Brave Like Your Heritage

My beloved Soha Mamoni,

How are you, Ma? I bet you would be surprised to read this letter. Who even writes letters in this day and age? Your face flashes before my eyes all the time—when I am walking down the street, on my breaks at work, or just when I am doing this or that. I talk to you in my head. My dearest songbird—I never write letters to you, but I had this chance and just had to reach out, even if it means just typing on the computer instead of using pen and paper.

They say becoming the father of a firstborn daughter brings good luck. No one knows this better than I do. A lot of folks may not believe in luck, but I still do. You came into this world, flooding my house with light. Before you arrived, our days were filled with hardship and poverty. But then, on that unforgettable night of August 18th, 2010, you filled our arms with joy—a sight that I still clearly remember today. Our luck slowly started to change for the better right around that time.

My love, on the night of your birth, there I was—sleeping in the hallway of Chittagong General Hospital, when my general manager called at 2pm with incredible news: a promotion and a raise! Talk about coincidence, right? But all I could think about in that daze was you, my little angel who brought so many blessings with her.

Because of my work, I often used to return home late. But the whole day's fatigue would instantly vanish whenever I held you in my arms. You are my greatest treasure.

Fourteen years old already—my firstborn! The way you have lit up our home with your presence, I pray you carry that radiance throughout your life. May you excel in your studies and become self-sufficient one day. Education is the key for survival in this world, and to achieve great things.

You are my daughter—the values I have always held dear growing up, the way I always desperately want to help others—I hope to see these same qualities blossom in you. Is that too much to ask, my love?

We dream of you growing into a remarkable human being, someone who serves others and engages herself in all beautiful and creative pursuits of life. Always treat your family, friends and neighbors with respect. Always value friendship and honest company. Never compromise your integrity. Understand the world around you, spread light in society, and make us, your parents, proud—that is all we want.

There are so many things I want to talk to you about—like the joy of the sunlight and the gentle smile of the moon—and so much that I long to learn from you. But life and livelihood grant us little time. Still I dream on, immersed in a world of dreams and hopes for you, my songbird. You come from a land that raised the likes of revolutionary freedom fighter Pritilata, where courage flows in the very air. Be brave like your heritage, my Soha bird.

Farewell
Your Pappa, who loves you a lot.
**Ahmed Reza**
Chandgaon R/A, Chattogram

After hours of mounting anxiety, surgeons from Chandpur deliver a healthy baby girl while her father frames the moment on his camera. *It is going to be easy to love her*– the realization hits him all of a sudden.

Photo by Mohammad Rakibul Hasan
Dhaka

# জীবনঝড়ে ঝরে যাইনি

বাবা,

জন্মেই দেখেছি তোমার ভরপুর সংসার। নানা রকমের ফসল দিয়ে তোমার ছয়টি গোলাঘর ভরা থাকত। ফসল ওঠামাত্র বিক্রি করার তাড়া ছিল না। বাজারে ভালো দাম পেলে বিক্রি করতে। পাড়া-প্রতিবেশীরা ঠেকায় পড়ে তোমার কাছ থেকে কর্জ করতে চাইলে তুমি গোলা ধরে ফসল দিতে।

তোমার কাছেই আমি লিখতে-পড়তে শিখেছি। তালপাতায় আমার হাতেখড়ি। স্কুলে যাওয়া ছিল আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দের। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তুমি আমার পড়াশোনা বন্ধ করে সংসারের কাজে লাগিয়ে দিলে। বড় দুই ভাইকে উচ্চশিক্ষার জন্য বোর্ডিং স্কুলে পাঠালে। চারজনের মধ্যে আমাদের তিন জন স্কুলে যেত আর আমি তোমার বিরাট সংসারের কিছু অংশের তদারকিতে থাকতাম।

পাঠ্যবইয়ের বাইরে গল্পের বই আর পুঁথি পড়ার শখ ছিল তোমার। আমি তোমার সংগ্রহে থাকা বইগুলো রাতে হারিকেনের আলোয় পড়তাম।

অন্য বোনদের ১১-১২ বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলে। আমার বেলায় ১৬ পার করে বিয়ে দিলে পাকিস্তান এয়ারলাইনসে কর্মরত এক যুবকের সঙ্গে। আমার স্বামী ছিল তোমার মেয়ে-জামাইদের মধ্যে একমাত্র চাকুরে।

স্বামীর সঙ্গে উড়োজাহাজে করাচি বিমানবন্দরে নেমে অবাক বিস্ময়ে চারদিকে তাকালাম। ১২ বছরের সংসারজীবনে চার সন্তানের মা হলাম। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ৩৭ বছর বয়সী স্বামীকে হারালাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে করাচি থেকে দেশে ফিরে এলাম। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অঝোরে কাঁদলাম। তুমি সান্ত্বনার হাত আমার পিঠে রাখলে। বাড়ি এসে মাকে জড়িয়ে অনেক কাঁদলাম। ছোট ছোট চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকা প্রায় অসম্ভব বিষয় ছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি একমাত্র পুত্র হারিয়ে শোকে কাতর। এর সঙ্গে ননদ এবং আত্মীয় স্বজনদের একটা অংশ নানান রকমের কুৎসা রটিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করে দিল। সবচেয়ে মুখরোচক প্রচারণা ছিল—আমি আমার স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছি! তুমি ঘোষণা করেছিলে যে আমি তোমার সন্তান এবং তুমি অবশ্যই তোমার সন্তানের দেখভালের দায়িত্ব নিবে। এ রকম একটা ঘোষণায় ভাই ও ভ্রাতৃবধূরা নাখোশ হয়ে পড়ল। পরিস্থিতি সামাল দিতে তোমার পরিত্যক্ত দশটি বাড়ির মধ্যে একটিতে আমাকে পুনর্বাসনের কথা বললে।

প্রাথমিক সিদ্ধান্ত থেকে কেন তুমি সরে গেলে, তা আজও আমার অজানা। আমি তোমার সংসারে গলার কাঁটা হয়ে গেলাম। তুমি আমাকে সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে। ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন নিয়ে বৈঠক বসালে। তুমি প্রস্তাব দিলে, আমাকে বিয়ে দেবে, আমার ছেলে-মেয়েদের চার ভাইয়ের সংসারে ভাগ করে দেবে অথবা এতিমখানায় পাঠিয়ে দেবে। স্বজনেরা এটিকে উত্তম প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা করল। আমি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করায় তুমি আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললে। অনেক লড়াই-সংগ্রাম, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় শ্বশুরের ভিটায় ওঠার সুযোগ পাই। চুয়াত্তরের বন্যার সময়ে নৌকায় করে আমাকে চার সন্তানসহ শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দিলে তুমি। আমাদের স্বাগত জানাতে বা গ্রহণ করতে কেউ আসেনি। নৌকায় সারা পথ আমি তোমার মুখের অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করছিলাম। পুরোটা পথই তুমি নির্বাক ছিলে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, তুমি আমাকে বিসর্জন দিতে নিয়ে চলেছ।

আমাকে রেখে আসার সময় তোমাকে বললাম, ‘বাবা আমাকে দোয়া করো যেন ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে পারি।’ তুমি আস্তে করে ‘ফি আমানিল্লাহ্’ বলে চলে গেলে। আমি আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। ছোট মেয়েটা কোল ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ও ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে আমার চোখের পানি মুছে দিল।

জানো বাবা, সুযোগ খোঁজার লোক আর পাড়া-প্রতিবেশীর যন্ত্রণা আমাকে কাহিল করে ফেলেছিল। জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝড়-তুফান মোকাবিলা করতে করতে আমার সাহস বেড়ে গিয়েছিল। ভয় জয় করার জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আর তুমি ভেবেছিলে আমি পরাস্ত হয়ে তোমার পায়ে কাছে এসে বসব!



তুমি বেঁচে থাকতেই আমার বড় ছেলে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তুমি আমাকে বললে, ‘তোর ছেলে বিএ পাস করলে নাতিন বিয়ে দেব।’

এটা ছিল আমার ছেলের কলেজে পড়া নিয়ে তোমার নিষ্ঠুর কৌতুক! তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তোমার চার ছেলে মন্ত্রণা দিয়ে সব সম্পদ নিজেদের নামে লিখে নিল। চার ছেলের সুখের জন্য স্ত্রী ও পাঁচ মেয়েকে বঞ্চিত করতে তোমার বুক কি একটুও কাঁপেনি বাবা?

আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার—এটা নিশ্চিত মনে করে তুমি চিরবিদায় নিলে। যাঁদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভেবে তুমি পুলকিত ছিলে, বেঁচে থাকলে এখন তাঁদের দুরবস্থা দেখতে পেতে। একমাত্র আমার মা ছিলেন পিঠে হাত রেখে সাহস জোগানো এক অসহায় নারী। মা তবু তাঁর বাপের বাড়ি থেকে কিছু জমি জমা পেয়েছিলেন। সেই সম্পদ নানান কৌশলে তোমার নামে নিয়েছ। মা শেষ পর্যন্ত অবহেলা, সঠিক চিকিৎসা ও সেবাযত্ন না পেয়েই মরে গেল। অথচ তুমি মৃত্যুর আগে চার ছেলে এবং পুত্রবধূদের অসিয়ত করেছিলে, মার চিকিৎসা ও সেবাযত্নের যেন ঘাটতি না হয়। এসব অসিয়ত-নসিহত যে কোনো কাজে আসে না, তা তুমিও বুঝতে।

আজ আমার ছেলেমেয়েরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আমার নাতি-নাতনিদের বিয়ে হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়ে দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমার ছেলেরা যখন তাদের মেয়েদের আদর করে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন আমার বুক ভেঙে কান্না আসে। আমার মন বলে, তুমি কেন আমার ছেলেগুলোর মতো হলে না! আমার ছেলেরা শুধু তাদের মেয়েদেরই আদর করে না, নাতি-নাতনিদের জন্যও অনেক বেশি ব্যাকুল।

দুঃখটা কি জানো বাবা, ৮০ বছর বয়সে পৌঁছে আজও তোমাকে ভালোবাসতে পারছি না। পারছি না তোমাকে ক্ষমা করতেও। অনেক সহায়-সম্পদ অর্জন করেছিলে নিজের যোগ্যতায় কিন্তু ভোগ তো তেমন কিছু করতে পারলে না। দেশ-বিদেশে ঘুরতে গেলে না, হজ পর্যন্ত করলে না। তুমি শুধু ছেলেদের অনাগত ভবিষ্যৎ কণ্টকমুক্ত করতে নিবেদিত ছিলে। কী লাভ হয়েছে নিজেকে বঞ্চিত করে? স্ত্রী-কন্যাদের ঠকিয়ে?

মানুষ যখন বাবা দিবসে বলে, ‘পৃথিবীতে কিছু খারাপ পুরুষ আছে কিন্তু একটিও খারাপ বাবা নেই।’ আমার তখন হাসি পায়, প্রতিবাদ করে বলতে ইচ্ছে করে, কথাটা শতভাগ সত্যি নয়।

সন্তান লালন-পালনে ন্যায়বোধ দ্বারা পরিচালিত না হলে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। মেয়েরা বাবাকে ভালোবাসে বলে যে গল্প হরহামেশাই শুনতে পাই, তা অর্ধেক সত্য। আমার ছেলেমেয়েরা আমাকে রাগিয়ে দেওয়ার জন্য তোমার নামে বানিয়ে মিথ্যা গল্প বলে। আমি সত্যিই তখন রেগে আগুন হয়ে যাই। তোমার পক্ষ নিয়ে জানিয়ে দিই, আমার বাবা অনেক বড় মাপের একজন মানুষ ছিলেন। অথচ এই কথাটি আমি মন থেকে বিশ্বাস করতে পারি না। এটা যে কী এক গোপন যন্ত্রণা, তুমি যদি বুঝতে...।

কষ্ট বুকে চেপে অনেক কথা লিখলাম বাবা। যেখানেই আছ, ভালো থেকো।

ইতি
তোমার মেয়ে
**আমেনা খাতুন**
মিরপুর, ঢাকা

# Unbeaten by Life's Storms

Baba,

Since birth, I have seen your abundant household. Your six granaries were always filled with different crops. There was never a rush to sell. If you got a good price in the market, you would sell. If the neighbors needed help and wanted to borrow from you, you were happy to share from your storage.

It was under your guidance that I had learned to read and write. My first attempts at writing were on palm leaves. Going to school made me the happiest. But, in the fourth grade, you took me out of school and put me to work in the homestead. You sent my two elder brothers to boarding schools for higher education. Among the four of us, Three of my siblings went to school, while I stayed behind and looked after your big family.

Beyond textbooks, you had a passion for reading short stories and attending readings of Puthi Path folklore. At night, under the light of a hurricane lamp, I would often read books from your collection.

You married off my sisters by the age of 11 or 12. In my case, you waited until I was 16 and married me off to a young man who worked for Pakistan Airlines. My husband was the only salaried person among your sons-in-law.

Right after landing at Karachi airport with my new husband, I looked at the sights around me, dumbfounded. Over the next twelve years of my married life, I gave birth to four children. During the 1971 Liberation War, I lost my 37-year-old husband. And after the country's independence, I returned to Bangladesh with my children. At Tetulia Airport, I fell into your arms and wept uncontrollably. You placed your hand on my back and tried to comfort me. And when I reached home, I held Ma in an embrace and shed endless tears again.

It had become almost impossible for me to live with my four young children in my in-laws' house. My elderly in-laws were themselves devastated by the loss of their only son. On top of that, some of my sisters-in-law and relatives started spreading rumors about me and made our living situation difficult. The most outrageous accusation was that I had poisoned my husband! You declared that I was your child and you intended to take care of your child. This displeased my brothers and their wives. To manage the situation, you suggested relocating me to one of your ten abandoned houses.

To this day, I still don't know why you walked away from your initial decision. I became a thorn in the side of your household. You became desperate to remove me from your presence. A meeting was arranged by you and attended by my siblings and relatives. You proposed that I be remarried, that my children be divided among my four brothers' families, or just simply carted off to an orphanage. Our relatives thought this was an excellent proposal! When I strongly resisted what you wanted, you ordered me to leave your house. After many battles and struggles, I managed to move into my in-laws' house with the help of the local chairman's support. During the 1974 floods, you transported me and my four children to my in-laws' house by boat. No one came to welcome or receive us. Throughout the boat ride, I tried to decode your face expressions. You remained silent the entire way. I could not help but feel that you were taking me all this way only to immerse me in the river as a sacrifice.

As you were leaving, I pleaded with you, 'Bless me, Baba, so that I can raise my children well.' You quietly said, 'Fi amanillah,' and walked away. I hid my face with my veil and sobbed silently. My youngest daughter came and stood by my side. I pulled her close to my chest. She wiped away my tears with her tiny hands. You know, Baba, in the face of relentless torment from my neighbors and those who sought to exploit my situation, my resolve was weakened—true. As I fought the unexpected storms and upheavals of life again and again, my courage soared, however. I was determined to overcome my fears. And there you thought I would come crawling back to you, defeated!

While you were still alive, my eldest son was admitted to college. You quipped to me, 'When your son passes his BA, I will arrange his biye (wedding).' This was your cruel joke about my son's college education. When you fell sick, your four sons conspired and registered all your assets in their names.  Did your heart never sink for a moment, Baba, to deprive your wife and five daughters of their happiness for the sake of your four sons?

Convinced that my future was bleak, you bid farewell to this world. The people whose future you giddily thought were bright, if you were alive today, you could see their sorry state now. My only solace in my helplessness was my poor Ma. Though she had inherited a small amount of land from her family, you, through various schemes, managed to take ownership of it all. Neglected and denied proper medical care, my Ma eventually passed away. Yet, on your deathbed, you instructed your four sons and their wives to ensure that Ma would not lack medical attention and care. You knew very well yourself that these wishes were nothing but empty words and would go on to have no effect.

Today, my children are well established in their respective fields. My grandchildren are married and have children of their own. I have been blessed with the opportunity to see my great-grandchildren. When my sons dote on their daughters and support them in building their desired future, my heart breaks and tears stream down my face. My heart cries, 'Why couldn't you be more like my sons?'

You see, Baba, what hurts is that I, an 80-year-old, still can't make myself love you. I cannot forgive you either. You, who pulled yourself up by your bootstraps and built an empire of wealth. You, who could not live to enjoy your own wealth at all. You, who never traveled to other countries and never got to perform Hajj. All this time, you were tirelessly removing the thorns from the future paths of your sons. But what did you gain by depriving yourself? By cheating your wife and daughters?

When people say on Father's Day, 'There are a lot of bad people in this world, but nowhere a bad father.' It makes me bitterly laugh, I almost want to say in protest, 'That is not completely true.' Raising children requires being driven by a sense of justice. The stories we hear all the time about daughters loving their fathers—that is only half true. My children, to rile me up, make up stories about you. And just like that, I see red with fury. Just to defend you, I say, 'My father was a great man.' But honestly, in my heart, I know I can't bring myself to believe it. What an agony this is—If you could only understand.

With a heavy heart, I have written all these things to you. Wherever you may be, I hope you are well.

Sincerely
Your daughter
Amena Khatun
Mirpur, Dhaka

# যুগে যুগে তোমার মতো বাবার জন্ম হোক

প্রিয় বাবা,

খুব জানতে ইচ্ছে করে, কেমন আছ? কিন্তু এক 'ব্যর্থতার গন্ধ' গায়ে মেখে আছি বলে তোমার সামনে সব সময় দাঁড়াতে পারি না। জানি, আমাকে নিয়ে তোমার খুব ভাবনা হয়। সামাজিক নানা রীতিনীতি তোমাকে সব সময় মনে করিয়ে দেয় তোমার মেয়ের বয়স হয়েছে। তুমি সেসব পাশে রেখে আজ আমার স্বপ্নকে লালন করছ। তোমার মতো বাবা আছে বলেই হয়তো মেয়েরা সমাজের সহস্র শিকল ভেঙে নিজেকে 'মেয়ে-মানুষ' নয়, 'মানুষ' ভাবার সাহস দেখাতে পেরেছে, পারছে। এতটা স্বাধীনভাবে বাঁচার সাধ সমাজের খুব কম নারীই পায়।

জানো বাবা, কেউ একজন বলেছিল, বেড়ে ওঠার সুন্দর একটা পরিবেশ পেয়েছিলাম বলেই হয়তো আমার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই। জানি না, কতটুকু সংকীর্ণতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পেরেছি। ঢাকা শহরের ইট-পাথরের চরম স্বার্থপরতা ও শঠতার সঙ্গে যখন আমার খুব বিরোধ হয়, তখন খুব ইচ্ছে হয় একছুটে তোমাদের কাছে চলে যাই। কিন্তু নিজের একটা পরিচয় তৈরি করার আগে তো আমার স্বস্তি নেই। তোমাদেরও তো একই অবস্থা!

আমার ওপর তোমাদের অভিযোগ থাকতে পারে। তবে আমার নেই। বরং আমার যা পাওয়ার কথা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু তোমরা আমাকে দিয়েছ। আমার বারবার ব্যর্থতা তোমাকে ক্লান্ত করেনি। বরং তোমার জেদি মেয়েটার কাছে বারবার তোমার ইচ্ছেকে বিসর্জন দিয়েছ।

একসময় তুমি বাঁচতে তোমার ভাইবোনদের জন্য, এখন বাঁচছ আমাদের জন্য। মা-ও কখনো তাঁর সংসারের কোনো কিছুতে আমাদের জড়াননি। তাই তো বড় আপু তোমাদের মনের মতো সন্তান হতে পেরেছে। মনি আপু তোমাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার অনেক বড় আশীর্বাদ। তোমার বড় মেয়ের জন্য তোমার খুব গর্ব হয়, জানি। ছোট বোন হিসেবে আমারও এই গর্বটা খুব হয়, বাবা। আমিও মনে মনে ভাবি, কীভাবে বাবার যোগ্য সন্তান হয়ে উঠতে পারি।

বাবা, আমি যোগ্য হওয়ার চেষ্টা করছি প্রতিনিয়ত। আজ আর তেমন ভুল করি না। নিজেকে ফাঁকি দিই না। জীবনটা এমন করে থাপ্পড় মারল বলেই বোধ হয় তোমাকে আর আম্মুকে এত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরতে পারি।

ছোটবেলায় ভাবতাম, বাবা-মা যদি বদল করা যেত! এ ভাবনাটা এখন আমাকে খুব যন্ত্রণা দেয়। আজ এ দীর্ঘ জীবন পার হয়ে ভাবি, বারবার যদি জন্ম নেওয়ার সুযোগ থাকত আমি তোমাদের দুজনকেই বাবা-মা হিসেবে চাইতাম।

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে যখন বৃত্তি পেয়েছিলাম, তুমি অনেক খুশি হয়েছিলে। তারপর থেকে আমার ব্যর্থতার গল্প যেন শুরু হলো। তবুও তুমি থামলে না। বারবার আশার আলোয় আমাকে উজ্জীবিত করেছ। ক্লান্ত হওনি। আজও আশা করে আছ, আমি ভালো একটা সরকারি চাকরি পাব, তোমার মুখ উজ্জ্বল করব।

জানো বাবা, সেদিন একটা ব্যাংকে ভাইভা দিতে গিয়েছিলাম। ভাইবা বোর্ডের একজন খুব ইম্প্রেশড হয়েছিলেন এই ভেবে যে, সীমান্তে বাড়ি আমার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ে এত দূর এসেছি ইত্যাদি। কিন্তু আমার খুব বলতে ইচ্ছে করেছিল, এখানে আমার কোনো গল্প নেই। বরং তুমি আর আম্মু আমায় যে সুযোগ-সুবিধা-সমর্থন দিয়েছ, তাতে আমার অনেক দূরে যাওয়ার কথা ছিল। জীবন চেনার ক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়ার অক্ষমতার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো, বাবা।

আজ সৃষ্টিকর্তার কাছে একটাই চাওয়া, তোমাকে যেন সম্মানিত করতে পারি। আমি যেমন তোমার মেয়ে হিসেবে গর্ববোধ করি, তুমিও যেন তোমার মেয়েকে নিয়ে গর্ব করতে পারো।

যুগে যুগে তোমার মতো ভালো বাবার জন্ম হোক। ভালো থেকো প্রিয় বাবা; খুব ভালো।

ইতি
**আয়শা সিদ্দিকা**
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট



# May fathers like you walk the earth for ages to come

I have been wanting to ask—how are you? But I can't always face you because of the constant feeling of failure that hangs over me. I know you are really worried about me. Society's rules and norms keep telling you that your daughter is growing too old. But you support my dreams, paying no heed to those rules. It is because of fathers like you that daughters are able to break countless chains and be seen as whole human beings. Very few women have had the fortune of enjoying as much freedom as I have.

You know, someone once told me that because I grew up in such a positive environment, I don't have a shred of prejudice in me. Honestly, I don't know if I have truly shaken all prejudice off. Every time I come in conflict with the selfishness and hypocrisy of the concrete Dhaka city, I want to run back to you and Ma. But I cannot rest until I build an identity of my own.

You might have complaints about me, but I have none about you. In fact you have given me more than ever deserved. My repeated failures did not tire you. Instead, you sacrificed your own desires for the sake of your stubborn daughter.

You used to live for your siblings, and now you live for us. Ma never tied us down with household matters either. That's why Moni, the eldest, turned out to be the child you always dreamed of. Moni Apu is like a gift to you, sent from the heavens above. I know you two are very proud of your eldest daughter, and as her younger sister, I too share that pride. It makes me wonder, how can I too be a worthy child of my father?

Baba, I try to be worthy every moment. I don't make many mistakes these days. I don't fool myself anymore. Life slapped me right in the face, and now I can only muster the strength to hold you and Ma close.

As a child, I used to wonder if parents can be swapped. The fact that I thought that, really hurts me now. After having passed this long life, today I think if I could be reborn again and again, I would still want you two as my Ma and Baba.

In 5th and 8th grades, when I received scholarships, you were so happy. Then came the string of failures. But you never lost faith. You lifted my spirits with hopes of better days again and again. You never got tired. Even now, you dream of me landing a good government job and make your face light up with pride.

Baba, do you know that I recently attended a job viva? A board member was very impressed with me– marveling at how far I had come from our humble border area and the National University where I had studied. But I wanted to tell them there was nothing special about me in this story. You and Ma made it possible for me to come this far by giving me all the support and the opportunities I needed.

Baba, please forgive the naiveté I have shown about life. All I want from the Creator is to be able to honor you. I long for you to feel proud of me just as I take pride in you.

May fathers like you walk the earth for ages to come. Take care, Baba, take good care of yourself.

Sincerely
Ayesha Siddika
Patgram, Lalmanirhat

In a Santal village of Dinajpur, a father combs his daughter's hair before she heads out with her friends for an afternoon of play.

Photo by Nasif Imtiaz
Narayanganj

# আমার চোখের মণি

অক্ষর,

মা আমার, আমার চোখ শীতল করে তুমি যেদিন পৃথিবীতে এলে, সেদিনই আমি নতুন একটা পরিচয় পেলাম—বাবা! তোমার বাবা। একদিন যখন তুমি বড় হবে, যখন তোমার আশে পাশের মানুষগুলোকে পরিচয় দেওয়ার মতো জ্ঞান তোমার তৈরি হবে, সেদিন বুঝতে পারবে তোমার বাবা তোমাকে একটা সুন্দর নাম উপহার দিয়েছে। যখন তোমার নাম কেউ জিজ্ঞেস করবে, তখন তাকে বিনয়ের সঙ্গে বলে দিয়ো মা, তোমার নাম 'অক্ষর'।

একদিনের ঘটনা। তুমি তখন খুব ছোট। রাত আড়াইটার মতো বাজে। তোমার মা ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিকে অমিয় ঘুমে আচ্ছন্ন সবাই। একদম নীরব, নিভৃত। কেবল তুমিই বিপুল কৌতূহলে জেগে ছিলে। তোমার চোখে ঘুম নেই। রাত্রি-নিশিতে ঘুমের ব্যাপারে তোমার বিপুল অনাগ্রহ। তোমার এই আনাড়ি বাবা তোমাকে সে রাতে কোলে নিয়ে মশারির ছিদ্র গুনে শোনাচ্ছিল। তোমাকে ঘুমপাড়ানোর ব্যর্থ প্রয়াস আরকি! তোমার বোধহয় সেটা পছন্দ হচ্ছিল না, কিছুক্ষণ পরপর 'অ্যা...অ্যা...' করে কাঁদছিলে। তোমার মাথায় পরম মমতায় হাত বোলালাম। এবার কিছুটা কাজ হলো। 'অ্যা...অ্যা...'জাতীয় প্রতিবাদ বন্ধ হলো! আমি তখন তোমার মাথার চুলগুলো গুনে গুনে তোমাকে শোনাচ্ছিলাম। ১১০০ পর্যন্ত গুনেছি, এমন সময় তুমি হেসে উঠেছিলে। মনে মনে হয়তো তুমি ভাবছিলে, 'বাবা, তুমি একটা পাগল!' সেই ঘুমহীন ক্লান্তিকর রাতে তোমার অবুঝ হাসিটি দেখেই প্রথম অনুভব করেছিলাম, বাহ্! জীবনটা তো মন্দ নয়।

মা গো, শুধু এটুকুই বলি, তোমার মা তোমাকে জন্ম দিতে গিয়ে কী বিস্ময়কর কষ্টের ভেতর দিয়ে গেছে, তা যদি তুমি জানতে। বড় হয়ে তুমি তোমার মহীয়সী মাকে একদিন বোলো : মা, তোমাকে এই অসীম কষ্টের বিনিময়ে মহান আল্লাহ যেন জান্নাত দান করেন।

ইতি তোমার বাবাই
**নাঈমুল হাসান**
কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম



# Apple of My Eye

Akkhar,

The day you came into the world and the sight of you soothed my eyes, I got a new identity—Baba! Your Baba. One day, when you grow up and introduce yourself to the people around you, you will understand that your Baba has given you a beautiful name. When someone asks your name, tell them humbly that your name is 'Akkhar.'

An incident from one night. You were very young then. It was around 2:30 at night. Your mother was asleep. All around, everyone was fast asleep, in complete peace. The night was absolutely silent and still. Only you were awake with great curiosity. You had no sleep in your eyes. In fact, You had a great aversion to sleep at night. So, that night, your clumsy father took you in his arms and counted the holes in the mosquito net. What a futile attempt to put you to sleep! Maybe because you did not like what I was doing, you were crying and making 'Ah...Ah...' sound every now and then. I gently patted your head with love. This worked on you a bit. The 'Ah...Ah...' protest stopped! I was then counting your hair aloud. I counted up to eleven hundred when you burst into laughter. In your mind you might have been thinking, 'Baba, you are a madman!' In that sleepless, tiring night, as I watched your innocent smile, I first thought, 'Wow! Life is not that bad.'

My dear, I just want to say this—if you knew what incredible pain your mother went through to give birth to you... When you grow up, tell your amazing Ma one day: Ma, may Allah grant you heaven in exchange for your immense suffering.

Sincerely
Your Baba
Nayeemul Hasan
Karnaphuli, Chattogram

# উত্তর দিতে ভুলো না

প্রিয় বাবা,

আমার সালাম নিয়ো। কেমন আছ তুমি?

খুব জানতে ইচ্ছে করে, আমাকে ছাড়া শূন্য বারান্দায় আধফোঁটা ভোরের আলো উপভোগ করতে কেমন লাগে তোমার?

বাবা, জুতোর ফিতে আর চুলের ফিতে বেঁধে দিতে দিতে কত গল্প করতে, মনে আছে? নেইলকাটার দিয়ে হাতের নখ কাটতে গেলেই মাঝে মাঝে ভয়ে হাত সরিয়ে নিতাম নিজের দিকে। তুমি পরম মমতায় খুব সতর্কভাবে কাজটা করতে। তোমার হাতে মাখানো দুধ-কলা-ভাত না খেলে তৃপ্তি পেতাম না একটুও।

নিত্য দিনযাপনের ব্যস্ততার মাঝেও শৈশবের সেই স্মৃতিগুলো এখনো অমলিন। যার ঘ্রাণে এখনো আমি সতেজ।

প্রিয় বাবা, একটা গোপন দুঃখের কথা আজ বেশ বলতে ইচ্ছে করছে।

শুনে কষ্ট পাবে না তো? মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে তোমার মনে খুব কষ্ট ছিল? যদি নাই-বা হতো তবে আমার এ কুঞ্জকানন সাজালে না কেন বাহারি নবমঞ্জরি দিয়ে। ভরালে না কেন বিদ্যা অর্জনের আলোয় আমার স্বপ্নের ভুবন? তুমি কি জানতে না, মেয়েদেরও বিদ্যাতে পূর্ণ করতে হয় জীবন, নয়তো নতুন প্রজন্ম ঝরে যাবে পরিবার থেকেই।

বাবা, তোমার মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য এতকাল পরে এসব জানতে চাওয়া নয়। এই জানতে চাওয়া তোমাকে বোঝানোর জন্য—

আমার অন্তরে এখনো কিসের তৃষ্ণা?
দোয়া করি, সব সময় তুমি ভালো থাকো।

মাকে আমার সালাম দিয়ো। ছোট ভাইকে স্নেহ। শরীরের যত্ন নিয়ো। আর হ্যাঁ, মাকে বলো আমি শ্বশুরবাড়ির সবাইকে নিয়ে বেশ ভালোই আছি।

পত্র পেয়ে উত্তর দিতে ভুলো না কিন্তু।

ইতি
তোমার বড় কন্যা 'মনি'
**শাহিনূর পারভীন**
নরসিংদী



# Don't Forget to Write Back

Dearest Baba,

Take my salam. How are you?
I have been desperately wanting to ask: How does it feel to enjoy the first rays of dawn on our empty veranda without me?

Baba, do you remember showering me with stories while tying my shoelaces and my hair ribbons? I would sometimes get scared and pull my hands away when you tried to cut my nails with the nail clipper. You always did it with such care and attention! I was never content until you fed me rice with milk and banana with your own hands.

Regardless of the everyday grind, those memories from my childhood still glow afresh in my mind. They have this fragrance to them that still restores my spirit.

Dearest Baba, I really feel like talking about a deep, hidden ache with you today.
You won't be hurt to hear it, right? Well, were you very disappointed that I was born a girl? And if not, why didn't you brighten my world with the light of education? Didn't you know that girls also need to be educated to lead fulfilling lives?

Baba, after all these years, I don't ask these questions just to hurt you. It is because I want to make you understand the thirst and the longing that have been burning in my heart to this day.

I pray that you always stay well. Give my salam to Ma, and love to my little brother. Take care of your health. And yes, tell Ma that I am managing quite well with everyone in my in-laws' house.
Don't forget to write back after receiving this letter.

Regards
Your eldest daughter 'Moni'
Sahinur Parvin
Narsingdi

# কেন চলে যেতে হয়, বাবা?

বাবা,

আজ হঠাৎ আকাশে তাকাতেই চোখ থমকে গেল। এই বুঝি আমার দিকে চেয়ে চমকে উঠল একটি তারা! একপলকে কত কথা যেন হরহরিয়ে বলে গেল। বুকের বাঁ পাশে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করলাম। ওই তারাটি কি তুমি ছিলে, বাবা? চোখে কী যেন এক অদ্ভুত ঘোর লাগল আমার।

বাবা, ও বাবা, ফিরে এসো না একবার। তোমাকে দুচোখ ভরে দেখি! জানো তো, কত কথা বলার বাকি আছে। সেই যে গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটিতে, হল থেকে এসে রাতভর কত আলাপ দুজনের। মায়ের সেকি চিৎকার—ঘুমের দরকার নেই বুঝি? তুমি ডেকে বলতে, 'এত দিন তো অনেক ঘুমিয়েছি। এখন না হয় মেয়ের সঙ্গে একটুখানি জাগি।'

কত যে জমানো কথা! হলের কথা, বন্ধুদের কথা, রাজনীতির কথা। ফুরোতেই চাইত না।

বাবা, তোমার মনে আছে, সেই যে প্রথম দিকে, হলের খাবার খেতে পারতাম না বলে, সেকি চিন্তা তোমার। সপ্তাহে একদিন দেখা করতে দিতেন হল সুপার। আর তুমি ভিন্ন ভিন্ন বক্সে খাবার নিয়ে আসতে। ফেরার সময় বারবার বলে যেতে, স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখিস কিন্তু। আর আড়ালে চোখ মুছতে। খাবারের প্রতি বড্ড অনীহা আমার, তা তুমি জানতে।

এখন আমার খোঁজ কে নেয়, বাবা? কে আমার কথা এতটা মন দিয়ে শোনে? কেই-বা আঁধারে সাহস জোগায়? আমি এখন অনেক সাহসী বুঝি? বাবা, ও বাবা, ফিরে এসো না আর একটিবার। তুমি বলেছিলে, কাজ কমে গেলে দেশভ্রমণে যাবে। আর তুমি কিনা আমাকে শহরের অলিগলি চিনিয়ে অচেনা দেশে পরিভ্রমণে গেলে!

বাবা, যে দেশের মুক্তির জন্য আমৃত্যু লড়াই করেছ, মহাবিশ্ব কি তোমার সেই স্বপ্নের দেশ থেকেও সুন্দর? সবকিছু ছেড়ে এভাবে চলে যেতে হয় কেন, বাবা?

ইতি
তোমার অতি আদরের
**ফৌজিয়া রুবি**
আদাবর, ঢাকা



# Why do you have to leave, Baba?

Baba,

Looking at the sky today, my eyes suddenly became transfixed. It felt like a single star shone with recognition at me. In just a moment's time, it left me with a torrent of tales. I felt a sharp pain in my chest. Were you the star, Baba? It seemed as if a strange haze had taken over my field of vision!

Baba, oh Baba, come back please, just one more time. Let me see you again with my eyes, fill my vision with your sight. We have so much left unsaid. Remember those summer nights after I returned from the dorm? We would talk for hours, all night long. Ma would scold us, 'Neither of you have any need for sleep, do you?' You would bring her close to you and say, 'I've slept for days, let me stay awake with my daughter for a while.'

Stories, so many of them. Stories about my dorm life, friends, and politics. We never could finish our discussions.

Baba do you remember, how I struggled to eat dorm food at first, and how worried you used to get? The dorm supervisor used to allow us to meet once a week. You would bring me different boxes of food every time. When it was time to leave, you would remind me to take care of my health. In secret, you used to wipe tears from your eyes. You knew how much I neglected eating.

Baba, who keeps tabs on me now? Who listens to my stories now with the same attentiveness? Who offers me courage in the dark? They say I am braver now. But come back please, just for once, Baba. You promised to take me abroad on holidays once all the pressure at your work relaxed. You taught me every corner and every alley of this city, only to leave for a foreign land forever.

Baba, the freedom you fought for until your death, the dreams you had for your country... is there something even more beautiful you found, beyond the stars? Why do you have to leave everything behind and go so far away like this, Baba?

Sincerely
Your beloved
Foujia Ruby
Adabar, Dhaka

A father shares a quiet moment with his daughter at Nilgiri, Bandarban, and basks in its beauty together. Tomorrow, they will head back home– tired, but happy.

Photo by Mohammad Hasin Ishraq
Dhaka

# তুমিও কি ফিরবে না একদিন?

প্রিয় তাহিয়াত,

ধরো আজ থেকে ২০ বছর পর তুমি যখন এ চিঠিটা পড়ছ, যদি কারোরই বয়স থেমে না যায়, তাহলে তোমার হবে ২৮ আর আমি থাকব ৫৮-তে। কুড়ি বছর আগে যে সময়টায় তোমাকে এ চিঠিটা লিখছি তখন এক ভীষণ রকম অস্থিরতা আর অস্তিত্বের সংকটে আমার দিন কাটছে।

আমার শৈশবটা ছিল স্বপ্নের মতো। আলাস্কা, ব্যাবিলন, নিউইয়র্ক, অস্ট্রেলিয়া ঘুরে বেড়িয়ে কেটেছে আমার ছেলেবেলা। 'পৃথিবী লুডু'তে আমার বিশ্বভ্রমণ এভাবেই শুরু হয়েছিল।

পত্রিকার বিশেষ পাতাগুলোর পোকা ছিলাম আমি। আমার মনে হয়, পৃথিবীর অন্যতম আনন্দ হলো নিজের সৃষ্টিশীলতাকে ছাপার অক্ষরে আবিষ্কার করা। আমার ভালো লাগাকে তোমার মাঝেও ছড়িয়ে দিতে চাইলাম। তোমার পাঁচ বছর বয়সের আনকোরা হাতের আঁকিবুঁকি যখন প্রথমবারের মতো দেশের সেরা দৈনিকে ছাপা হলো, তোমার ছোট্ট মনের সেই মুগ্ধতার উপলব্ধি ছাপিয়ে আমার অনুভূতি ছিল বিশ্বজয়ের মতোই।

তুমি যেন স্বপ্নের আকাশে মুক্ত প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াতে পারো সে জন্য এমন একটা স্কুলে ভর্তি করেছি, যাতে তারা কোনোভাবেই বইয়ের বোঝা চাপিয়ে তোমার সৃজনশীলতাকে নষ্ট করতে না পারে। তোমার ছোটবেলার শনিবারটা ছিল 'বই আনার দিন'।

সপ্তাহের এ দিনটাতেই ভ্রাম্যমাণ বইয়ের গাড়ি আসত আমাদের বাসার কাছের মাঠটাতে। তুমি যখন ভালো করে অক্ষরই চেনো না, তখনই তোমাকে সেই লাইব্রেরির সদস্য করে দিয়েছিলাম, যাতে তোমার সঙ্গে বইয়ের একটা বন্ধন তৈরি হয়। প্রতিদিন তোমাদের দুই বোনকে দুপাশে নিয়ে আমি অথবা তোমার মা দেশ-বিদেশের গল্প শোনাতাম। তুমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো গল্প শুনতে আর হাজার রকম প্রশ্ন করতে। কোনো উত্তর আমার জানা না থাকলে বানিয়ে বানিয়ে উত্তর দিয়ে তোমাকে প্রবোধ দিতাম। তুমি যখন নিজে নিজে পড়তে শিখলে, প্রতিদিন বই নিয়ে ঘুমাতে যেতে, যে দৃশ্যটি আমাকে মুগ্ধ করত। লাইব্রেরিতে তোমার সদস্য নম্বর ছিল ২২৫২, যা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের রোল নম্বরের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়।

আমি যখন বিশ্বদ্যিালয়ে পড়ি, সেখানে আসা-যাওয়ার পথে একটা বাড়ির বারান্দায় ছোট সাইজের একটা বাইসাইকেল কখনোই আমার চোখ এড়াত না। মনে মনে সেই রকম একটা সাইকেল কেনার সাধ ছিল। তোমাকে যখন স্বপ্নের সাইকেলটা কিনে দিই, তখন তুমি স্কুলেও ভর্তি হওনি। সাইকেলের সাপোর্টিং হুইলগুলো খুলে ফেলার দিন অনেক কাঁদলেও অল্প কদিনেই সেটা চালানো শিখে গিয়েছিলে। প্রতিটা সন্তানের কাছেই তার বাবা যেন একটা সাপোর্টিং হুইল, একটা আস্থা, একটা নির্ভরতা।

আমার বাবা ছিলেন আমার 'হিরো'। আমি চেয়েছি পিতৃত্বে আমার বাবাকে ছাড়িয়ে সন্তানের কাছে 'সুপারহিরো' হয়ে বেঁচে থাকতে। অজপাড়াগাঁ থেকে তোমাকে বিশ্ব চেনাতে চেয়েছি। তোমার মনে স্বপ্নের বীজ বুনতে কতটা সফলতা আমি জানি না। তবে জীবনের এই মুহূর্তটায় দাঁড়িয়ে তোমাকে বলতে চাই, মানুষ যা স্বপ্ন দেখে, তা সত্যিই করে দেখানোর ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা মানুষকে দিয়েছেন। শুধু প্রয়োজন ধৈর্য, বিশ্বাস আর পরিশ্রম।

আমার জীবনে আমি তেমন কিছুই করে দেখাতে পারিনি। আমার স্বপ্নগুলো আজও পাখা মেলেনি, এটাও সত্য। তবুও কিছু করে দেখানোর ইচ্ছে সব সময়ই আমার ছিল, এখনো আছে। তোমার ওপর আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছেড়ে দেব—এতটা নিষ্ঠুর আমি নই। আমি চাই তুমি নিজের কথা শোনো। নিজের স্বপ্ন নিজেই বাস্তবে রূপ দাও।

তোমার শৈশবের প্রতিটি মুহূর্ত আমার ক্যামেরায় বন্দী। আলমারিতেই পেয়ে যাবে। বছর অনুযায়ী সাজানো আছে থরে থরে। অতীত-বিধুরতায় আমি কখনো ক্লান্ত হইনি বলেই হয়তো সময়কে ফ্রেমে আটকাতে আমার সব সময়ই ছিল উৎসাহ। তোমার জীবনের প্রথম দিন, প্রথম মাটির স্পর্শ, স্কুলের প্রথম টিফিন এমনকি তোমার প্রথম স্কুলড্রেস বানানো দর্জির ছবিটাও যত্ন করে রাখা আছে।

আজ এতগুলো বছর পর সফলতা আর বিফলতার সমীকরণে নিজেকে বাঁধতে চাই না। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই হেরে যাওয়া এই আমি তোমার মধ্য দিয়েই জয়ী হতে চাইব।

*অপরাজিত* উপন্যাসটা হয়তো এত দিনে ঠিকই পড়ে ফেলেছ। কাজল ফিরেছিল তার বাবার জগতে, তুমিও কি ফিরবে না একদিন?

ইতি
তোমার বাবা
**ফজলে এলাহী**
মনোহরদী, নরসিংদী



# Will You Not Return One Day Too?

Dear Tahiyat,

Imagine you are reading this letter twenty years from now– if none of us stop aging, you will be 28, and I'll be 58. Right now, 20 years from that day, as I write this, my days are spent grappling with feelings of extreme restlessness and a sense of existential crisis.

My childhood was like a dream. It was spent roaming around Alaska, Babylon, New York, and Australia. That is how my world tour began, just like landing on different squares across the world-themed 'ludo' game.

I used to be a nerd for the special feature sections in newspapers. I personally think, one of life's greatest joys is seeing your own creativity come to life in printed letters. I wanted to spread the same joy to you. One day when your amateur drawing was published in the country's renowned bengali daily, the intensity of my emotions surpassed any amount of astonishment your five-year-old self could have possibly mustered—I felt like I had conquered the world.

I wanted you to be free and soar through the endless skies of your imagination like a butterfly, that is why I enrolled you in a school that would not smother your creativity with the weight of textbooks. In your childhood, Saturday were always 'Bring Books Home Day.'

Every week on this day, the Bhramyaman library truck would arrive in the field near our house. Even before you could recognize letters of the alphabet, I signed you up for membership, hoping that you would forge a friendship with books. Every day, it was one of us - me or your mother- walking with you and your sister by our sides, telling you stories from Bangladesh and faraway lands. You would listen—captivated—and ask a thousand questions. If I did not know the answer, I would make something up to comfort you. And then, once you finally learned to read, you started falling asleep with a book in your hand– a sight that used to fill me with such awe. Your library card number was 2252—similar to my university roll number.

In my university days, every time I walked past this one particular house, I would see a little bike on the porch. I wished in my heart to someday buy one just like it. And then, before you even started going to school, I brought one home for you. You cried when I took off the training wheels, but within days, you learned how to ride without them. Perhaps, for every child, their father is like those training wheels—a source of assurance and trust.

My father was my 'hero.' I wanted to surpass him in fatherhood and become a 'superhero' for my own children. I was able to teach you about the world from our small, remote village. I don't know how successful I was in planting the seeds of those dreams within you. But let me tell you this—life has shown me at this point that the Almighty has given us the power to make our dreams real, as long as we dare dream them.

My own dreams have not taken flight yet, that is true as well. But my wish to achieve something, to prove myself, is still there. And I would not be so cruel as to leave you with the burden of fulfilling my dreams. I want you to listen to your own voice. Bring your own dreams into life.

Every precious moment of your childhood is captured in my camera. You will find the photos in the cupboard. I have neatly categorized them by the year. Maybe it is my yearning for the past that drives me to capture time through the lens. Your first day on earth, the first time you touched the soil, the first lunchbox you carried to school, even the tailor who made your first school uniform—it is all carefully preserved after all these years.

Success and failure, these are the calculations I refuse to be bound by. There have been losses in so many aspects of my life, but through you, I will find my own victory.

You must have read *Aparajita* novel by now. Kajol returned to his father's world. One day, will you toonot return to mine?

Sincerely
Your Baba
Fazle Elahi
Monohordi, Narsingdi

# এ তুমি কেমন বাবা

প্রিয় বাবা,

তোমাকে অনেক কথা বলার ছিল। মুখে বলা হয়নি কখনো। হয়তো হবেও না। তাই আশ্রয় নিয়েছি এই চিঠির।

তুমি সব সময় আশপাশে অদৃশ্য দেয়াল তুলে রাখো। আমি যেতে পারি না সেই দেয়াল ভেঙে তোমার কাছে। আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো ছোটবেলায় আমিও 'বাবা' বলতে পাগল ছিলাম। মাকেও আমি ভালোবাসতাম কিন্তু তোমাকে বেশি। যতই বড় হতে লাগলাম, কেন যেন তোমার থেকে দূরে সরে এলাম।

ক্লাস এইটে ওঠার পর তুমি আমার বিয়ে দেওয়া নিয়ে পাগল হয়ে গেলে। আমার বয়স তখন কতই-বা হবে? ১৩ বা ১৪। বাসায় টিচার রাখবে—এই বলে একজন পাত্রকেও দেখিয়ে নিয়ে গেলে। এগুলো কি খুব দরকার ছিল বাবা? মা যদি পাশে না থাকত তবে আমার বাল্যবিবাহ কেউ আটকাতে পারত না। শুধু আমাকে বিয়ে দেওয়া নিয়ে বাসায় কত যে ঝগড়া-অশান্তি-রাগ করেছ...। এমনকি মায়ের গায়ে হাত পর্যন্ত তুলতে চেয়েছিলে। কখনো আমার কথা ভেবেছ? আমার মানসিক অবস্থা কেমন থাকত, তা নিয়ে চিন্তা করেছ একমুহূর্তও?

নিজেকে পরিবারের বোঝা মনে হতো আমার। মনে হতো, আমি মরে গেলেই বোধ হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। মা আর তুমি সুখে থাকতে পারবে। কীভাবে সেই দিনগুলোতে নিজেকে ঠিক রেখেছি, শান্ত রেখেছি, প্রবোধ দিয়েছি—তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, বাবা।

শুনেছি, বাবা ভালো হলে ছেলে-মেয়ে সুখী হয়। কিন্তু 'বাবার মতো বাবা' হতে হয়। সন্তান জন্ম দিলেই বাবা হওয়া যায় না। শুনতে খারাপ লাগল? হ্যাঁ, লাগাই উচিত। তোমার বোঝা দরকার, সন্তানের প্রতি কতটা দায়িত্ব পালন করেছে তুমি।

পড়ালেখা শেখানো থেকে স্কুলে যাওয়া, সুসময়-দুঃসময়ে পাশে থাকা, বন্ধু হওয়া থেকে শুরু করে সব আবদার পূরণ করা—সব আম্মু করেছে। বড় হয়ে কী হব—সেই স্বপ্ন বুনে দিয়েছেন আম্মু। ওহ, তুমি তো আমার পড়াশোনাই পছন্দ করতে না। কেন এত পড়াশোনা করব, চাকরিবাকরি করব? সবকিছুতেই বাধা দিয়েছ। আমি নিশ্চিত, তুমি বলতে পারবে না, আমি কোন বিভাগে পড়ি। বিজ্ঞান নাকি ব্যবসায় শিক্ষায়? লুকিয়ে রাত জেগে পড়াশোনা করতাম। আমার ফলাফল বা পড়াশোনা কেমন চলছে—এসব নিয়ে কথা বলার জন্য কখনোই তোমাকে পাইনি।

বাবা, অভিযোগের ঝাঁপি খুলে বসেছি আজ। আমাকে বলতে দাও। বলে মনটা একটু হালকা করতে দাও, প্লিজ। বুদ্ধি হওয়ার পর্যন্ত কোনো জন্মদিনে আমাকে শুভেচ্ছা দাওনি। জন্মদিনটা মনেই রাখো না, আবার শুভেচ্ছা বা উপহার! সে তো আমার কল্পনার অতীত। ঈদের জামা কৈশোর পর্যন্ত দিয়েছ। আর সালামি? নাহ, মনে পড়ে না শেষ কবে দিয়েছিলে। এ তো গেল ধরাছোঁয়া যায় এমন জিনিস। আদর, ভালোবাসা, শাসন, যত্ন, খোঁজ নেওয়া, রাগ দেখানো, স্নেহ-মায়া—এসব কোথায় গেল?

কেন আমিও বলতে পারি না—আমার বাবা আমার সুপারহিরো? কেন বলতে পারি না—আমি আমার বাবার একমাত্র রাজকন্যা? অন্যদের বাবাকে দেখে কেন মনে হয়, ইশশ, আমার যদি...!

আমার সব দায়িত্ব পালন করেছে মা। বাবার দায়িত্বটাও। তাই মা-ই আমার সুপারহিরো। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, সেই মা আমাকে ছেড়ে চলে গেল। কখনো চিন্তা করে দেখেছ, আমার জীবনটাই যে অন্ধকার হয়ে গেছে! কখনো ভেবে দেখেছ, আমি কেমন আছি?

সময় সব ক্ষত শুকিয়ে দেয়। আমার বেলায়ও তা-ই হলো। ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। ঠিকই আমি বড় হওয়ার চেষ্টা শুরু করলাম কিন্তু আমার মা যে আমার সব ছিল, তাকে ভোলা তো আমার জন্য কখনোই সম্ভব নয়। মায়ের সব দায়িত্ব আমার কাঁধে পড়ল। রান্না শিখলাম, কাপড় ধোয়া শিখলাম। রাতের পর রাত কেঁদেছি, কখনো কারণটা জানতেও চাওনি। হাসির আড়ালে যে কান্না লুকিয়ে থাকে, বোঝার চেষ্টা করোনি। তুমি সব সময় আমাকে অন্যের ছেলেমেয়ের সঙ্গে তুলনা করো। কিন্তু আমি তো কখনো অন্যের বাবার সঙ্গে তোমার তুলনা করি না।

সারা দিন শেষে বাসায় এসে ক্লাসে কী হলো, টিউশনিতে কী হলো, কে কী বলল—এসব বলার মানুষ পাই না। ভালো লাগা বা খারাপ লাগার অনুভূতিগুলো নিজের ভেতর আটকে রাখি। কাকে বলব, তোমার তো সময় হবে না। এত রাগ-ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও একবারও তোমাকে অসম্মান করি না। তুমি অপছন্দ করো, এমন কোনো কাজও করি না। কিন্তু তুমি বদলালে না বাবা। বোঝার চেষ্টা করলে না তোমার মেয়ে আসলে কী চায়।

সন্তান হিসেবে অনুরোধ, দায়িত্ব নেওয়া শিখে নিয়ো বাবা। বেশি কিছু করতে হবে না, কেমন আছি, কী করছি—মাঝে মাঝে শুধু এটুকুই জিজ্ঞেস কোরো। তাতেই আমি 'সব পেয়েছি' ভেবে নিজেকে বোঝাব, সান্ত্বনা দেব।

তুমি ভালো থেকো, বাবা।

ইতি তোমার একমাত্র মেয়ে
**উমামা খালেদ**
উত্তরা, ঢাকা



# What sort of father are you

Dear Baba,

I had so many things to tell you. Things I could never bring myself to say in person. Maybe I never will. And that is why I have resorted to writing this letter.

You always surround yourself with invisible walls. I can never bring them down and get to you. Like other ordinary girls, I also worshiped my Baba. I loved Ma too, but I loved you more. Yet, the older I got, the further I drifted away from you—I don't know why.

Once I started eighth grade, that is when you started pushing for my marriage. How young was I then? 13 or 14. You promised a home tutor, but instead, you brought a stranger– a prospective groom to see me. Were these things necessary, Baba? If Ma hadn't been there, no one would have been able to stop my child marriage. You caused so much strife, turmoil and anger in our home by trying to marry me off. You even raised your hand to Ma. Have you ever thought about me? Ever wondered for a moment about my mental state?

I used to think I was a burden on our family. I thought, if I just died, everything would go back to its place. You and Ma will live happily ever after. Baba, you will never be able to imagine what it took to keep myself in one piece, stay strong and manage to still find a semblance of comfort somewhere within myself.

They say a good father raises happy children. But you have to act like a father to be a father. Fathering a child does not automatically make you a father. It hurts to hear this, right? Well, it should. You need to re-consider how well you have fulfilled your fatherly duties.

From things like tutoring me and taking me to school, to being there for me in times both good and bad, to being a friend and trying to make my wishes come true—Ma did everything. What kind of a human being I want to be as an adult—Ma wove that dream for me. Ah well, you did not even like me studying. Why bother studying, getting a job? You objected to everything. I bet you can't even tell which department I am studying at. Science or Business? I used to remain sleepless at night, studying. Never came a word from you either about my grades or studies.

Baba, I am lifting the lid on the basket of all my grievances today. Let me talk. This way, let me slightly lighten my heavy heart, please. Ever since I could remember, you never wished me on any of my birthdays. Let alone wishes or gifts, you can't ever remember my birthday. New clothes for Eid, those stopped after my girlhood. And Eid salami? No, I can't even remember the last time you gave me one. Now these are just the material things, Baba. What about affection, love, a parent's guidance, your interest in my life, even the playful anger, the warmth and the tenderness? Where did they go?

Why can't I also say my Baba is my superhero? Why can't I say—I am my father's only princess? I see other girls with their fathers, and a part of me sadly wonders what could have been.

Ma shouldered all the responsibilities of having me. Even the father's responsibilities too. But look at the twist of fate, she left us for good! Did you ever consider how much darker my world has come to be? Ever wonder how I have been doing?

Time heals all wounds. It did for me as well. Things eventually returned to normal. Of course, I tried growing up fast, but Ma was my everything, and there is no chance of forgetting her for me. Her responsibilities weighed on my shoulders. I learned to cook, to clean. I cried night after night. Yet you never asked why. The pain that hides behind my smile, you never tried to understand it. You always compare me to other children. But I never compare you to other fathers.

At the end of the day, I have no one to talk to about what happened in class, at my tuition sessions, or about who said what to me. I keep all my feelings bottled up inside, both the good and the bad. Who would I tell—you would never have time for me.

Despite all my rage and grievances, I never disrespected you. I refuse to do anything you dislike. But you never changed baba, you never tried to understand what I want.

This is my plea as your child: learn your responsibilities, Baba. You don't have to do much, just ask me sometimes how I am doing, what I am doing. And I will finally convince myself, console myself that 'I have got it all!'

You take care, Baba
Your only daughter
**Umama Khaled**
Uttara, Dhaka

# আমরা যা রেখে যাই

প্রিয় আব্বু,

রোজই তো লিখি। কত বিষয়ে, কত কিছু নিয়ে। অথচ আপনাকে লিখতে গেলেই যেন এক রাজ্য স্তব্ধতা ভিড় জমায় লেখার দরজায়। একজন মানুষ, যিনি কেবল দিয়েই যাচ্ছেন বিন্দুমাত্র কিছু ফেরত পাওয়ার আশা না করে, তাঁকে নিয়ে লিখতে গেলে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

একদম শূন্য হাতে সংসার শুরু করা মানুষ আপনি। পাঁচ বছরের কন্যা, নবজাতক পুত্র আর স্ত্রীকে নিয়ে এই শহরে এসেছেন। অল্প বেতনের চাকরিতে চারজনের সংসার কীভাবে চলবে—তা নিয়ে ভাবার সময় আপনার ছিল না। মাথায় ছিল ছেলে-মেয়েকে ভালোভাবে পড়াশোনা করাতে হবে। সেই লক্ষ্যেই সারা জীবন শ্রম দিয়ে গেলেন।

আপনার হাতে ঠিকই সুযোগ ছিল হোম লোন নিয়ে এই শহরে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই করার। লোন নিয়েছেন ঠিকই, তবে ফ্ল্যাট বা প্লট কিছুই কেনা হলো না। সব টাকাই ধীরে ধীরে ব্যয় হলো আমার পড়াশোনা থেকে শুরু করে সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার পেছনে।

ব্যাখ্যা খুব সহজ আপনার। কেউ সম্পত্তির কথা বললে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলতেন, 'ফ্ল্যাট কিনে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা না করালে তারা বড় হয়ে অমানুষ হবে। এই ফ্ল্যাট বেচে খাবে। তার চেয়ে আমি ওদের মানুষ করি। বড় হয়ে ওরাই ফ্ল্যাট কিনতে পারবে। আর আমার সম্পত্তি তো ওরাই।'

ঝড় এলে বড় অশ্বত্থগাছ যেমন বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, তেমনি আমাদের আগলে রেখেছেন আপনি। বহুবার ভেঙেছেন, দুমড়ে-মুচড়ে গেছেন পরিস্থিতির পরিহাসে, তবু আমাদের কিছু টের পেতে দেননি। ঈদ হোক বা পয়লা বৈশাখ—সবকিছুর আগে আমাদের নতুন পোশাক নিশ্চিত করা চাই। অথচ নিজে সুই-সুতা হাতে পুরোনো প্যান্টের ছিঁড়ে যাওয়া গোড়ালি সেলাই করেন কী আনন্দে! আপনার কি কখনো বিশেষ দিনগুলোতে নতুন পোশাক পরতে ইচ্ছে হয় না, আব্বু?

সমাজ যতই আগাক, মেয়েদের ব্যাপারে এখনো বাঁকা চোখের অভাব নেই। বিয়ে না দিয়ে মেয়েকে পড়াশোনা করানোর কারণে কথা তো আর কম হজম করতে হয়নি আপনাকে!

চেয়েছিলেন মেয়ে ডাক্তার হবে। কিন্তু আমি এর বদলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি নিয়ে নিলাম। পুরোটাই আপনার ইচ্ছা আর আগ্রহে।

আমার শিক্ষকদের কাছে আপনি ছিলেন অন্য রকম একজন অভিভাবক। কারণ, প্রায় সবাই সন্তানদের নিয়ে অভিযোগ করতে যান। অথচ আপনি যেতেন আমার সুনাম করতে।

বুকের মধ্যে এক আকাশ ভালোবাসা রেখে প্রকাশ করেননি তেমন।

আব্বু, আমার জীবনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত পুরুষ-বন্ধুটি আপনি। আমার সবচেয়ে বেশি ভরসার মানুষ আপনি। আমাকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছেন আপনি। অন্যায় দেখলে তার প্রতিবাদ করা কিংবা অসহায় মানুষের উপকার করার বিদ্যাটা আপনার কাছ থেকেই শেখা। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, ধৈর্য ধরতে হবে—এ মন্ত্র পেয়েছি আপনার থেকে।

সময়ের সঙ্গে বয়স বাড়ে। আমারও, আপনারও। আমি এগোই মধ্যবয়সের দিকে, আপনি বার্ধক্যে। ক্রমশ ভয় বাড়ে আমার, যেমন আমাকে নিয়ে ভয় হতো আপনার। আপনি অসুস্থ হলে নিজেকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মানুষ মনে হয়।

আপনার সুস্থতা প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই চাই না।
ভালো থাকুন আব্বু।

ইতি
আপনার আদরের
**নিশীতা মিতু**
মোহাম্মদপুর, ঢাকা



# What We Leave Behind

Dear Abba,

I write every day. On so many topics, about so many things. Yet, when it comes to writing to you, it is as if an entire kingdom of silence descends upon me. It must be only natural to feel this way when one has to write about a man who keeps giving so much without expecting anything in return.

You started your family with nothing. You came to this city with a five-year-old daughter, a newborn son, and your wife. You did not even have time to worry about how you would make ends meet in a family of four with a low-paying job. Providing your children with quality education—it was all that you could think about. You worked tirelessly toward that very goal throughout your life.

Of course, you had the opportunity to take out a home loan and secure a roof over your head in this city. You did take out a loan, but no flat or plot of land was ever bought. Instead, you slowly spent all the money on our education and the good upbringing we got.

Your explanation was simple. Whenever someone talked about property, you would confidently say, 'If I buy a flat instead of educating my children, they will grow up to be inhuman. They will have to sell this flat to survive. Instead, let me make them proper human beings. Then, they will be able to buy flats when they grow up. Besides, they are all the wealth I need.'

You have sheltered us like a large banyan tree standing tall and formidable in a storm. You have been broken and bent many times by the mockery of circumstances, but you have never let us know a thing. Whether it was Eid or Pohela Boishakh, you always made sure we had new clothes before anything else. Yet, you happily mended the torn knees of your old pants with needle and thread! Abba, do you never feel like wearing new clothes on special days?

No matter how much society progresses, there is no end to people giving girls dirty looks. You had to stomach so much criticism for educating your daughter instead of marrying her off. You wanted your daughter to be a doctor. But I went ahead and got a degree in computer engineering instead. It was all possible because of your sheer will and eagerness.

To my teachers, you were a new breed of parent. Because most people went to complain about their children. But you always went to sing my praises.

You have kept a love in your heart as immense as the sky without ever voicing it much.

Abba, you are my most trusted male friend in this life. You are the most dependable person I know. You have taught me to live confidently, with my head held high. I learned from you how to protest against the injustice I see and help the helpless. You gave me the mantra that no matter how difficult the situation, I must be patient.

Time speeds up with age. Mine too, yours as well. I am approaching middle age, you are approaching old age. I am getting increasingly worried about you, just as you were worried about me. When you fall sick, I feel like the most helpless person in the world.

All I pray for is your good health. Stay well, Abba.

Bye
Yours ever
Nisheta Mitu
Mohammadpur, Dhaka

Even if the tide turns, his love will remain constant, guiding her safely home through all of life's storms– this is the promise he carries in his heart, now and always.

Photo by Abul Bashar
Kishoreganj

# ভালো থেকো, ফুল

প্রিয় মা পূর্ণতা,

তোমার নাম পূর্ণতা কেন হলো, জানো?
আমাদের বিয়ের পর অনেক দিন বাচ্চা হচ্ছিল না দেখে সবাই বলাবলি শুরু করেছিল, আমরা আর বাবা-মা হতে পারব না। মন খারাপের মেঘ তো সব সময় সঙ্গী হতো তখন।

তারপর একদিন..., তোমার আগমনের খবর পাই আমরা। তখন আমার কর্মস্থল ছিল শেরপুর। যেদিন খবরটা জানতে পারি, আমার মনে হয়েছিল সাত আসমান হাতে পেয়েছি। শূন্য ঘরে তুমি এলে, পূর্ণ করলে আমাদের। নাম দিলাম 'পূর্ণতা'।

ছাত্রজীবনে আমি আমার বাবাকে হারাই। কিন্তু তিনি কীভাবে কীভাবে যেন ফিরে এলেন। তোমার প্রতিটি কাজের ধরন, গুছিয়ে কাজ করা, কথা বলা—এ যেন আমার আব্বার প্রতিফলন! জীবন এভাবেই সব বয়ে বয়ে নিয়ে আসে। আমি তোমাকে দেখি আর আব্বাকে আর বেশি মনে করি। জীবন এমনই। থমকে দেয়। ভাবতে দেয়। তোমাকে নিয়ে ভাবনারও শেষ নেই আমার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছ এবার। জানি না কোথায় লেখা আছে ভাগ্য। শূন্য ঘর আবার বোধ হয় আমার শূন্য হয়ে যাবে। কী আর করা, বহতা জীবনের ধারাকে তো মেনে নিতেই হবে। মেয়েসন্তান কাছে থাকে না, ঘর শূন্য করে পরের ঘর আলোকিত করতে চলে যায়। কিন্তু সমাজের ধারা বদল হয়েছে এখন। পড়াশোনা বলো কিংবা নিজের সংসার—মেয়েরা এখন আর আগের মতো বাবা-মায়ের জন্য অচিন পাখি, দূরের কোনো মানুষ হয়ে যায় না। আমি খুব স্বপ্ন দেখি, সব বাবা-মা-ই যেন মেয়েসন্তানকে বড় করতে করতে না ভাবেন, মেয়েটা তো পরের ঘরেই চলে যাবে। মেয়েরাও বিয়ের পর বাবা-মায়ের ঘর আলোকিত করে রাখুক। বিয়ে করে বাবার ঘরেই যেন চাইলে থাকতে পারে। আর বিয়ের পর বাবার বাড়ির অধিকারবোধ যেভাবে কমে যায়, পর হয়ে যায় বাবা-মা, আমরা তেমনটা চাই না রে মা। তোমার নাম পূর্ণতা, সবকিছু পূর্ণ করেই রেখো।

ভালো থেকো, ফুল। তুমি আমার মিষ্টি বকুল।

ইতি
তোমার বুড়ো বাপজান
**এম এ হাই বাচ্চু**
ব্রাহ্মপল্লী, ময়মনসিংহ



# Take care, flower

Dear Ma Purnota,

Do you know how your name came to be 'Purnota'?

When your mother and I were longing to have a child after so many years of marriage, people around us gossiped that we would never be parents. A cloud of sadness would constantly remain with us.

Then one day... One day we found out about you. My office was in Sherpur then. When I got the news, it felt like heaven itself opened up and I was holding the seven skies with all their wonders right in the palm of my hand. You came into our empty house and filled it with the purest light. And so, we named you 'Purnota.'

I lost my father in my student days. But somehow I found him again in you. The method you apply to your every task, the neatness of your work, the way you utter each word—all of it echoed my late father. It was as if life had a knack of returning things we thought we had lost. I look at you, and get lost in the thoughts of my father. Such is life. It stops us in our tracks. It forces us to reflect. And there is no end to my reflections centering around you.

With you sitting for your university admission tests this year, I don't know what fate has written for us. I wonder if my house will be empty again. And what could I do then? I have to accept the inevitable flow of life. Daughters don't stay in one place for too long, they leave their parents' house dark, only to light up a new home—that is the norm. But things are changing in our society. Daughters no longer turn into strangers, whether they pursue education across continents or get married.

I ardently wish that all parents are able to raise their daughters without the shadow of goodbyes constantly hanging over them. May daughters illuminate their parents' homes after marriage too. Let them be able to stay at their parental house if they want to. And a married daughter's diminishing sense of ownership over the house she grew up in, of her parents becoming secondary to her—almost an afterthought, your Ma and I don't ever want that for you.  Your name is Purnota, 'fulfillment'. Let your light fill our home, always.

Take care, flower. You will always be my sweet Bokul blossom.

Sincerely
Your poor old Baapjaan
M A Hye Bachchu
Brahmapalli, Mymensingh

# আমাদের দেখা হবে ওপারে

শ্রদ্ধেয় আব্বা,

তোমার কাছে যেদিন পৌঁছাব, সেদিনই এই চিঠির সরাসরি উত্তর নেব। ২০০৫ সালে তুমি চলে গেলে। পিজি হাসপাতালের আইসিইউতে ছিলে, কোমায়। দুপুরে দেখতে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, 'যাও আব্বা। আমরাও আসছি! অন্য জগতে শান্তিতে থেকো।'

সেটাই ছিল আমাদের শেষ দেখা।

আট ভাইবোনের মধ্যে আমি ছিলাম বড়। তোমার আদরের প্রথম সন্তান। ১১ নভেম্বর ১৯৬০ সালে করাচিতে আমার জন্ম। লালচুলো, গায়ের রং ফরসা। সবাই নাকি আমাকে দেখলেই বলত 'চাইনিজ শিশু'! অফিসে যাওয়ার সময় মাঝেমধ্যে তুমি আমাকে তোমার বন্ধুদের কাছে রেখে যেতে। পরিবার দেশে থাকাতে তাঁরা সন্তানের অভাব বোধ করত। সেই সময়ে আধো-আধো কথা বলতে শিখি। আমার জন্মভাষা হয়ে যায় উর্দু।

আব্বা, প্রতিবছর ১১ নভেম্বর এলে তুমি সারা দিন প্রথম সন্তানের স্মৃতি রোমন্থন করতে। শিশু বয়সের সেসব কথা শুনে গর্ববোধ করতাম। যখন বোঝার মতো বয়স হলো, তখন আমরা মগবাজার টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে থাকি। ১৯৬৬ সাল। কলোনিতে টিঅ্যান্ডটি স্কুল চালু হলে আমাকে সেই স্কুলে ভর্তি করে দিলে। সুন্দর পরিবেশ এবং নিরাপত্তার মধ্যে কলোনির ছেলেমেয়েরা মিলেমিশে বড় হতে থাকি। তুমি নিজের হাতে আমাদের সব ভাইবোনের যত্ন নিতে।

তুমি ছিলে আদর্শ গৃহকর্তা। আম্মার সঙ্গে সংসারের সব কাজ করতে। আম্মাকে সব কাজে সাহায্য করতে। অফিস আর বাসা—এর বাইরে কোথাও যেতে না। সংসারে পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে। কোন খাবার খেলে কী উপকার, আমাদের বুঝিয়ে বলতে। বিভিন্ন রকম দেশি ফল খাওয়াতে। পেয়ারা, পেঁপে, তালের শাঁস, পানিফল, বেতফল, মিষ্টি আলু, বিলাতি গাব, আখ, আম, জাম, কাঁঠাল নিজের হাতে যত্ন করে খাওয়াতে। আখ ছিলে ছোট ছোট টুকরো করে আমাদের খেতে দিতে।

মনে পড়ে আব্বা, গরমের সময় বিদ্যুৎ না থাকলে তুমি মধ্যরাতে মশারি তুলে আমাদের হাতপাখার বাতাস করতে। যেন তোমার সন্তানেরা আরামে ঘুমায়। এটা মাঝে মাঝে টের পেতাম। তুমি জানতে না। বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা রাখা হতো। তুমি হুটহাট করে জিজ্ঞেস করতে পত্রিকার হেডিং কী ছিল? আম্মা *বেগম পত্রিকা* রাখতেন। সেখান থেকে সেলাই, রান্না ইত্যাদি অনুকরণ করতেন।

আমাদের জামাকাপড় আম্মা নিজেই সেলাই করতেন। তুমি তোমার পছন্দের কাপড় পরাতে। হালকা মিষ্টি কালারের কাপড় পছন্দ ছিল তোমার। আমরা জামা পরলে অন্যরা প্রশংসা করত। তোমার কাছে ছেলে-মেয়ের তফাত ছিল না। আম্মাও আমাদের সঙ্গে 'মেয়েদের মতো' আচরণ করতেন না। সব রকম কাজ করতে উৎসাহ দিতেন।

১৯৬৯ সালের ২৭ অক্টোবর চন্দ্রজয়ী তিন মহাকাশচারী নিল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স ঢাকায় এসেছিলেন। তুমি আমাদের বাংলামটরে (তৎকালীন পাকমোটর) নিয়ে গিয়ে কোলে তুলে তাঁদের দেখিয়েছিলে। খোলা গাড়িতে চড়া তাঁদের দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। সেই দারুণ স্মৃতিটি আজও মনে পড়ে। নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু প্রথম দেশে ফিরলে তুমি আমাদের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে গিয়েছিলে। স্টেজটা ছিল নৌকার মতো করে বানানো। আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রথমবার ঢাকা এলে তখনো আমাদের নিয়ে গিয়েছিলে। দূর থেকে তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। মনে পড়ে, তিনি প্রথমে বাংলা ভাষায় কথা বলা শুরু করেছিলেন।

অলিম্পিক শুরু হলে সেটাও দেখতাম। হাইজাম্প, লংজাম্প, ম্যারাথন দেখতাম। তুমি চাইতে তোমার সন্তানেরা খেলাধুলা করুক। তোমার ইচ্ছে ছিল আমাকে ডাক্তার বানাবে। সম্ভব হয়নি। ইন্টারের পর 'গ্যাপ' হওয়ায় বিজ্ঞান ছেড়ে বাংলা বিষয়ে মাস্টার্স করেছি। মাস্টারি করেছি। শখের বশে লেখালেখি করি।

প্রিয় বাবা,
এত এত স্মৃতি তোমাকে নিয়ে। মিস করি খুব।
তুমি ভালো থেকো। আমাদের দেখা হবে ওপারে।

ভালোবাসাসহ
**নিগার সুলতানা**
নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা



# We will meet on the other side

Respected Abba,

The next time I see you, I will collect the reply to this letter directly from you. In 2005, you left. You were in the ICU of PG Hospital, in a coma. One afternoon, I went to see you and stood by your side and finally said, 'Go, Abba. We are coming too! Rest in peace in the next world.'

That was the last time we met.

I was the eldest of eight siblings. Your firstborn, your beloved. I was born in Karachi on November 11, 1960. Red hair, fair skin. You would sometimes leave me with your friends when you went to work. Their families still lived in the country and they missed their children. At that time, I learned to speak a little Urdu. And so, Urdu became my mother tongue.

Abba, every year on November 11, you would spend the whole day reminiscing about your firstborn. I used to be so proud to hear you tell my childhood stories. When I was old enough to understand, we were living in the Moghbazar T&T Colony. It was 1966. When the T&T School opened in the colony, you enrolled me there. The children of the colony grew up together in a beautiful and safe neighborhood. You took care of all of us siblings with your own hands.

You were an ideal man of the house. You did all the housework with Amma. Aside from work and home, you went nowhere. You always made sure there was nutritious food aplenty on the table. You would take the time to explain to us the benefits of eating certain items. A cornucopia of local fruits you used to get for us and, with great care, feed us from your own hands! Guava, papaya, palm nut, water apple, custard apple, sweet potato, imported cabbage, sugarcane, mango, blackberries, jackfruit and so on. You would peel the sugarcane, cut it into small pieces and serve us.

I remember, Abba, when there was no electricity in the summer, you would come to our bed in the middle of the night, lift our mosquito net and start twirling a hand-fan. Just so your children could sleep comfortably. Half-awake, I would sometimes feel your presence at nights like these. You could not tell.

Newspapers were kept daily in the house. You would randomly ask what the headline of the newspaper was. Amma used to keep *Begum* magazine. She would follow the sewing, cooking, and such pages from there.

All our clothes, Amma used to sew herself. You would make us wear clothes that were your personal favorites. You liked light pastel colored fabric. Other people would also praise our dresses.

You did not differentiate between boys and girls. Amma also did not treat us "like girls." She encouraged us to do all kinds of work.

On October 27, 1969, the astronauts Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins, having conquered the moon, came to Dhaka. You took us to Banglamotor and carried us up in your arms so that we could see them. We were amazed to see the astronauts in their open-top cars. I still remember that wonderful memory. And I consider myself very lucky.

After the liberation of Bangladesh, when Bangabandhu first returned to the country, you took us to Suhrawardy Udyan. The stage was built like a boat. Again, when Indian Prime Minister Indira Gandhi first came to Dhaka, you took us there too. I was mesmerized to see her from a distance. I remember, in her speech, she started speaking in Bangla first.

We would also watch the Olympics. We used to watch high jump, long jump, and marathons. You wanted your children to play sports, to be active. Your wish was to make me a doctor. That did not happen. After a 'gap' after HSC (Higher Secondary Certificate exams), I left my Science background and did my Master's in Bangla literature. I write as a hobby now.

Dear Abba,
so many memories with you. I miss you very much.
Take care. We will meet on the other side.

With love
Nigar Sultana
New Eskaton Road, Dhaka

# তোমাকে আগলে রাখতে চাই

ও আমার বাবা,

আমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছি, বাবা। এতটাই বড় যে, তোমার আর মায়ের দায়িত্ব নিতে শিখে গেছি। সৃষ্টিকর্তা যেন তোমার আর মায়ের সেবা করার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত না করেন।

বাবা, এখনো মনে পড়ে ছোট্টবেলায় তোমার সঙ্গে বাসে করে চট্টগ্রাম যেতাম। তুমি কোনো ছোট্ট কাজে বাস থেকে নামলে, হঠাৎ বাস ছেড়ে দিলে এমন ভয় পেতাম, মনে হতো বাবাকে ফেলেই বুঝি বাস চলে যাবে। এদিক-ওদিক তাকাতাম আর তোমাকেই খুঁজতাম। শেষমুহূর্তে তোমার মুখ দেখে সব ভয় দূর হতো। বাস যখন এদিক-ওদিক দুলতে থাকত, দুই হাত দিয়ে তুমি খুব সাবধানে আমায় ধরে রাখতে, যাতে আমি পড়ে না যাই।

সময়ের পরিক্রমায় আজ তোমার হাতটা অনেকটা দুর্বল হয়েছে বাবা, শরীরের শক্তিও কমে এসেছে। তাতে কী! আমার হাতটা আজ অনেক শক্ত, বাবা। আমি এখন খুব শক্ত করে তোমাকে আগলে রাখতে পারি। তুমি আমার আস্থা ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু ছিলে, এখনো আছ, আজীবন থাকবে।

মনে আছে বাবা, বাসা থেকে আমার কলেজ ছিল খুব কাছে। তবুও আমার এইচএসসি পরীক্ষার প্রতিটি দিন তুমি আমাকে পরীক্ষার হলে আনা-নেওয়া করতে। আমার আর আমার ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা ছিল তোমার সবচেয়ে আগ্রহের জায়গা। তোমার চেষ্টা, আগ্রহ ও ভালোবাসা না পেলে আমি কখনোই এত দূর আসতে পারতাম না।

বাবা, জীবনে যদি ভালো কিছু শিখে থাকি, সবটুকু অবদান তোমার। তোমার সততা, সত্যবাদিতা, পরোপকারী মনোভাব এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ আমাকে আজ এতটুকুতে নিয়ে এসেছে। মেয়ে হয়ে জন্মেছি, তাই বলে এতটুকুও কোনো কিছুতে কমতি নেই। তোমার কাছে অনেক ঋণী, বাবা। যে সমাজে অনেক মেয়েরা প্রতিনিয়ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং সহিংসতার সম্মুখীন হচ্ছে, সে সমাজে থেকেও তুমি তোমার মেয়েদের নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন দেখেছিলে।

বাবা, জানি না কীভাবে তোমার আর মায়ের ঋণ শোধ করব। তুমি আর মা মিলে আমাদের খুব সুন্দর একটা শৈশব উপহার দিয়েছ। তোমার দোয়ায় আজ আমি একজন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি। তোমার কাছ থেকে পাওয়া ভালো গুণগুলো নিজের মধ্যে লালন করি এবং চেষ্টা করি সেগুলো আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে।

বাবা, ছোটবেলায় অনেক কিছু তোমার কাছে আবদার করতাম। তুমি সাধ্যমতো সেসব পূরণ করেছ সব সময়ই। মহান আল্লাহর কাছে চাওয়া, আমার বাবা যেন আমার কাছেই থকেন। তোমার সেবা যেন করতে পারি। শেষ বয়সে তোমার হাতের লাঠিটা যেন আমি হতে পারি।

ইতি
তোমার বড় মেয়ে
**উম্মে হুজাইফা মিফতাহ**
বান্দরবান সদর



# I want to hold you close

O my Baba,

I have grown up so much now, Baba. In fact, I have grown up so much that I have learned to take responsibility for you and Ma. May the Creator never deprive me of the privilege to serve you two.

Baba, I still remember those childhood days when I used to travel to Chittagong with you by bus. Whenever you got off the bus for any small errand, I used to be terrified that the bus might leave without you. I would look around and search for you. The sight of your face at the last moment would dispel all my fears. When the bus swayed from side to side, you would hold me very carefully with both hands to ensure I didn't fall from my seat.

With the passage of time, your hands have become much weaker, Baba, and your strength has diminished too. But so what! My hands are very strong now. I can hold onto you tightly and I can shield you. You were, and still are, the center of my trust and love, and will remain so for a lifetime.

I remember, Baba, my college was very close to home. Yet, every day during my HSC exams, you would take me to the examination hall. Your greatest interest in life was in the education of my younger siblings and I. Without your effort, interest, and love, I could never have come this far.

Baba, if I have learned anything good in life, all the credit for it goes to you. Your honesty, truthfulness, benevolence, and passion for education have brought me to where I am today. I am deeply indebted to you, Baba. Despite belonging to a society where many girls are deprived of education and face violence, you dreamed big for your daughters.

Baba, I don't know how I will repay the debt to you and Ma. You two have given us a very beautiful childhood. By your prayers, I am now working as a teacher. I nurture the good qualities I inherited from you within myself and try to spread them among my dear students.

In my childhood, I used to make many requests to you, Baba. You fulfilled them to the best of your ability, always. I ask the Almighty Allah that my Baba stays with me. May I be able to serve you. In your old age, may I become the staff in your hand that you walk with.

Yours sincerely
Your elder daughter
Umme Huzifa Miftah
Bandarban Sadar

A father lets his daughter take the wheel; it is time for her to chart her own course. Sometimes, the best way for parents to support their daughters is perhaps by simply letting go.

Photo by Ripon Barua
Chattogram

# বেঁচে থাকার কেরামতি

মামণি নুবালা,

এই চিঠি যখন তুমি পড়বে, তখন হয়তো আমি বেঁচে নাও থাকতে পারি। কারণ, আমার এখন বয়স ৬০ বছরের বেশি। তোমার দাদা মাত্র ৪৫ বছর বেঁচেছিলেন। আমার দাদা বেঁচেছিলেন ৫৫ বছর। আবার এমনও হতে পারে, ওনাদের দুজনের বয়সের সমান ১০০ বছরও বাঁচতে পারি। কিন্তু আল্লাহ আমাকে বোনাস হিসেবে ওনাদের চেয়ে এখনো ৫ বছর অতিরিক্ত বেশি বাঁচার তৌফিক দিয়েছেন।

এই যা, চিঠির শুরুতেই তোমার মন খারাপ করে দিচ্ছি মৃত্যু কিংবা আয়ুষ্কাল নিয়ে কথা বলে। জানো মা, প্রজাপতি বেঁচে থাকে মাত্র ২৮ ঘণ্টা। কিন্তু এর মধ্যে সে কি চমৎকার পাখা মেলে দুনিয়াকে জানান দিয়ে যায় তার সৌন্দর্যের ঝলক। আসলে বেশি দিন বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো কেরামতি নেই। কেরামতি রয়েছে তুমি এই দুনিয়ায় নিজেকে কীভাবে মেলে ধরছ, তাতে।

তুমি এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ। নাহয় একটু বেশিই বলা হয়ে যাচ্ছে।

তোমাকে কখনো 'মা' ছাড়া অন্য নামে ডাকি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি কি স্বার্থপর? আমি কি নিজের মাকেও এতবার 'মা' বলে ডেকেছি? তুমি যখন হাঁটতে শিখলে, তারও আগে থেকে আমি তোমাকে মা বলে ডাকতে শুরু করি। প্রথমে তোমার দাদি একটু ঠোঁট টিপে হাসত। তারপর একদিন কপট রাগ দেখিয়ে বলেছিলেন, তুই তো মা পেয়ে গেছিস, আমাকে আর মা বলেও ডাকিস না।

আমি হেসেছিলাম। এরপর কিছুদিন তোমার দাদির সামনে তোমাকে 'নকল মা' বলে ডাকতাম। কিন্তু বেশি দিন পারলাম না। ভুলে ফের মা বলেই ডাকতে থাকলাম।

মা রে, বাবা হিসেবে প্রত্যেকে যেমন চায় তাঁর মেয়ে সেরা হোক, আমি তা চাই না। তাহলে কি চাই, তুমি 'সেরার সেরা' হয়ে উঠবে? না, তা-ও না।

তুমি হয়তো ভাবছ, আমি এবার বলব, তুমি মানুষ হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু মা, এই মানুষ হয়ে ওঠাই কিন্তু জগতের সবচেয়ে কঠিন। আমরা বলি, বড় হয়ে তুমি কী হবে? ডাক্তার, প্রকৌশলী, পাইলট, বিজ্ঞানী বা অন্য কিছু? আমরা তোমাদের বড় হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে তোমাদের একটা ব্র্যান্ডের মধ্যে ভীষণভাবে আটকে রাখার চেষ্টা করি। আমি চাই না আমার মেয়ে স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের জন্য বিখ্যাত কেউ হয়ে উঠুক।

ধরো, আমি যদি সাংবাদিক না হতাম, তুমি যা হতে চাও, তা যদি না-ও হতে পারো, তাহলে এই পৃথিবীর কী আসে-যায়? আহ্নিক বা বার্ষিক গতিতে, সাগরে জোয়ার-ভাটায়, সূর্য উদয় বা অস্তের মধ্যে কোনো হেরফের হবে কি? কিন্তু মানুষ হিসেবে তুমি যদি মানুষের কাজে না লাগতে পারো, তাহলে জীবনের কোনো মানে থাকে না। তোমার উপলব্ধিতে আমার এ চাওয়াটুকু যদি একটুখানি জায়গা করে নেয়, তাহলেই বাবা হিসেবে নিজেকে সার্থক মনে করব।

'নকল মা' আমার, তুমি যদি পরীক্ষায় খুব ভালো বা খারাপ ফল করো, তাতেও কিছু যায়-আসে না। তুমি শুধু এই পৃথিবীর কাছ থেকে, এই পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে যতটা নিচ্ছ তার খানিকটা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোরো। এ জন্য তোমাকে মহান হতে হবে, মহীয়সী হতে হবে—এমনটা নয়। সাধারণ মানুষ হয়েও তা করা যায়। যে কৃষক ফসল ফলায়, বাতাসে সেই ফসলের গান শোনার চেষ্টা কোরো। যে মজুর ঘাম ঝরায়, তাঁর পরিশ্রমে কীভাবে উঁচু ভবন দাঁড়িয়ে থাকে—তার দিকে একটু তাকিয়ে দেখার চেষ্টা কোরো। তাহলেই মানুষকে আর মানুষের কাজকে কখনো ছোট মনে হবে না।

আর তুমি, আমার ছোট্ট মামণি থেকে ধীরে ধীরে 'নারী' হয়ে উঠবে। দেখবে, তোমার জন্য কত অজস্র বই, জীবনবোধ উসকে দেওয়া সিনেমা আর ইন্টারনেটের অবারিত দুনিয়া অপেক্ষা করছে। সে পথে চলতে গেলে যেমন কাদা-মাটি-জল কিংবা আবর্জনা এড়িয়ে পা ফেলতে হয়, তেমনি দেখে-শুনে পা ফেলবে। কীভাবে কাচ কিংবা হীরা পরখ করে নিতে হয়, তোমার চারপাশই তা তোমাকে শিখিয়ে দেবে। তুমি শুধু খেয়াল রাখবে নিজের প্রতি এবং নিজের বিশ্বাস ও সততার প্রতি।

ইতি তোমার বাবা
**রাশিদুল ইসলাম**
মিরপুর, ঢাকা



# The Art of Living

Mamoni Nubala,

When you read this letter, I may not even be alive. Because I am over 60 now. Your grandfather only lived until 45. My grandfather lived until 55. Or, I may live to be as old as both of them combined, over 100. But Allah has given me five extra years on them all, allowing me the good fortune to live longer.

Oh no! I am upsetting you with the talk of life and death. But did you know, Ma, that a butterfly only lives for 28 hours? Yet in that short time, it spreads its beautiful wings and shows the world its splendor. Living a long life is not really a feat. The true feat is in whether you open yourself up to the world.

You took your SSC exams this year. This might be a lot to take in right now.

I never called you anything but 'Ma.' Sometimes I wonder—am I being selfish? I never called my own mother 'Ma' this much. Even before you learned to walk, I started calling you Ma. At first, your granny would gently smile. Then one day, she said in mock anger, 'Now that you have found your new Ma, you don't call me Ma anymore!'

I laughed. For a few days, I teased you in front of your granny, calling you 'fake Ma.' But that did not last long. I habitually went back to calling you Ma.

Every father wants their daughter to be great, Ma. But I do not want that. Do I want you to be the 'best of the best?' Not that either. By now you might think I am going to say you just need to be a good human. Yes, that is true. But Ma, becoming a good human being is one of the hardest things to do in life. We ask children, 'What do you want to be when you grow up? Doctor, engineer, pilot, scientist or something else?' We try to fit you into a box as you grow older. But I don't want you to selfishly chase fame.

Say, if I were not a journalist, or if you did not achieve what you dreamed of, would the world care? None of these would matter to the earth rotating on its axis or orbiting around the sun, or the tide ebbing or flowing, nor the sun rising or setting. But Ma, if you cannot come to the aid of others, your life will have no meaning. If you can permanently store this single message of mine in your memory, then I will consider myself a successful father.

My dearest 'fake Ma', it does not matter if you ace your exams or not. Just try to give back to the earth and its inhabitants as much as you take from them. You might think one has to be a saint to do this, but that is not true. Ordinary people can do it too. Look at the farmer—his dedication sings through in the healthy crops he grows. The construction worker who sweats under the sun? Try to see how his hard work keeps the high-rise buildings steady around you. Only then will you realize the importance of people and the work that they do.

And you, my little Mamoni, will slowly grow into a woman. A whole world of endless books, meaningful cinema, and the vast internet awaits you. In that world, I pray that you will walk with sure footing, evading the murky waters. Your surroundings will ultimately teach you how to tell the difference between glass and diamond. All you need to do is listen to yourself, believe in yourself, and stay true to yourself.

With love
Your Baba
**Rashidul Islam**
Mirpur, Dhaka

# হারিয়ে খুঁজি

প্রিয় আব্বা,

খুব মনে পড়ে আপনাকে, প্রতিটি মুহূর্তে। অনেক কথা বলতে গিয়েও কখনো বলতে পারিনি। এখন আপনি আমাকে রেখে কীভাবে দূর-আকাশে থাকেন! নিশ্চয়ই দূর থেকে সব দেখছেন।

আপনি নেই, আম্মাও নেই; আমার মনে হয় আর কিছুই নেই। আপনার স্মৃতিময় দিনগুলো ঘিরেই কেটে যাচ্ছে মনের ভেতরের হাহাকার নিয়ে।

আপনি লাইব্রেরির জন্য বই কিনতে এলে ঢাকা থেকে যাওয়ার সময় ঢাকার বরই, নরসিংদীর সাগরকলা, আল আমীন বেকারির মেশিনে কাটা পাউরুটি, সেই মজাদার ডালিম—এগুলো ছাড়া ঘরে ফিরতেন না। সেসব মিস করি খুবই।

আপনি আমাদের পড়াশোনা নিয়ে খুবই ভাবতেন। সন্ধ্যায় আপনার বাড়ি আসা টের পেয়ে আমরা শব্দ করে পড়তাম। সেই ফাঁকিবাজিগুলো মনে পড়লে এখন কেন যেন কান্না আসে। আপনার জন্য দোকানে দুপুরের খাবার নিয়ে যেতাম। এখনো ইচ্ছে করে আপনাকে লাইব্রেরিতে খাবার দিয়ে আসি। আপনি চা খুব পছন্দ করতেন, আপনার সঙ্গে আমিও খেতাম।

আপনি খুবই বাস্তববাদী ও পরিবেশবান্ধব ছিলেন। আপনার হাতে লাগানো গাছগুলো বাড়ির চারপাশে ছায়া দিয়ে সবুজ-শ্যামল করে রেখেছে আজও। ছোটকালে আপনার কাছে দেখা বৃক্ষরোপণের অভ্যাসটা আমি এখনো ধরে রেখেছি। বাসার চারপাশটা ভরে রেখেছি সবজি ও নানা রকম ইনডোর গাছে।

১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল প্রথম পাকিস্তানি হানাদাররা বোমা ফেলে আপনার লাইব্রেরি পুড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে আরও অনেক দোকান পুড়ে গিয়েছিল। আপনারা অনেক দোকানি পটিয়া কোর্টের পুকুরে কচুরিপানার ভেতরে ডুবে ছিলেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।

আপনার মৃত্যুর পর আম্মার মুখে এসব কষ্ট-ত্যাগের কথা শুনেছি। ১৯৭১ সালে সব হারিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখা এবং মানুষ করার জন্য অনেক যুদ্ধ করেছিলেন আপনি। আমি বইতে আপনার কষ্টের কথা লিপিবদ্ধ করেছি, এবার ছাপানো হয়েছে। এখনো পটিয়ার সবাই মনে রেখেছে আপনার সহযোগিতার কথা। আপনার বইয়ের লাইব্রেরি সবার পড়ার জন্য উন্মুক্ত ছিল, অনেক গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা আপনার কাছ থেকে ফ্রিতে বই নিয়ে পড়াশোনা করে বড় হয়েছে।

সবার কাছে আপনার খুব প্রশংসা শুনি। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি আমার বাবাকে ফিরে পেতে চাই। আমার নাম ধরে ডাকাটা শুনতে চাই। প্রতিমুহূর্তে আপনাকে খুঁজি। আপনাকে হারিয়ে এভাবে কি খুঁজতেই থাকব, বাবা?

ইতি
আপনার আদুরে মেয়ে
**কাউছার আরা বেগম**
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা



# Searching for the Lost

Dearest Abba,

I think of you every moment. Despite how much I wanted to, I could not express my thoughts to you while you were here. How do you possibly live without me, out there now, in the distant sky? You are watching everything from afar, I am sure.

You are gone, and so is Ma; I feel like I have nothing left. Our shared memories fill my days as the ache from regrets fill the void in my heart.

I remember how you would bring us treats from Dhaka whenever you went to buy books for the library—jujube from Dhaka, banana from Narsingdi, sliced bread from Al Amin Bakery, and those delicious pomegranates— I miss those days so much.

You cared deeply about our education. We used to start studying out loud whenever we heard you coming home in the evening. Now, when I think about those tricks, I cannot help but cry. I used to take lunch to the shop for you. Even now, I have the urge to take you food at the library. You absolutely loved tea, and I used to drink it with you.

You were very much a realist and an environmentalist. The trees you planted still provide shade and greenery around our house. I have carried on your tradition of tree-planting. Our house is surrounded by the vegetables and a variety of indoor plants that I have planted.

On April 14, 1971, the Pakistani army bombed and burned down your library. Many other shops also crumbled. From morning to night, you and other shopkeepers remained hidden under the hyacinth in the pond by the Patia court.

I learned about these sacrifices and hardships from Amma after your death. You lost everything in 1971 but fought hard to save us and raise us as good human beings. I have written about your struggles in my book, which got published this year. Everyone in Patia remembers you, remembers your contributions, even today. You kept your library open for all, and many children from poor families grew up studying books they borrowed for free from you.

I hear people praise you all the time. It makes me wish at times that I want my Baba back. I want to hear you call my name. Every moment, I look for you. Will I always be searching, having lost you for good?

Sincerely
Your beloved Daughter
Kawsar Ara Begum
North Badda, Dhaka

# ১ বছর ৮ মাস ১৭ দিন

প্রিয় বাবা,

কেমন আছেন? যত দূর জানি, ভালোই আছেন। ভাইয়াকে নিয়ে একটু চিন্তা করছেন, তাই না? আশা করি তাড়াতাড়ি সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার কথা জানতে চাইবেন না?
আমি খুব একটা ভালো নেই, বাবা। ভুলেই গেছি, আপনাকে কী সম্বোধন করতাম—তুমি নাকি আপনি!

প্রায় ১ বছর ৮ মাস ১৭ দিন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেন না। যে মানুষটা দিনে দুই-তিনবার ফোন করে খবর নিত, সে এত দিন একটা কথাও বলে না, এটা যে কত কষ্টের, বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এখন আমার কাছে নিজেকে 'মৃত' মনে হয়।

বাবা, আমি এলএলবিতে অনেক ভালো রেজাল্ট করেছি। কিন্তু আপনি তো জানতেই চান না। তাই এই রেজাল্ট আমার কাছে এখন অর্থহীন মনে হয়।

বাবা, আপনাকে প্রতিদিন অনেক মিস করি। একসময় ভাবতাম দেশে থেকে ভালো কিছু করব, হয়তো আপনার কাছে থাকার প্রত্যাশা থেকেই এই চিন্তা কাজ করত। কিন্তু এখন আমাদের দূরত্ব এতটাই কষ্ট দেয়, মনে হয় কবে এলএলবি শেষ হবে আর আমি বিদেশ চলে যাব।

বাবা, আপনি হয়তো কল্পনাও করতে পারবেন না আপনার মেয়ে কত কষ্ট করে। সব মেয়ের স্বপ্ন থাকে একদিন বউ সাজবে। বাবা-চাচারা তার বিদায়ে আবেগতাড়িত হয়ে অশ্রু বিসর্জন দেবে। মেয়ে হিসেবে আমারও এই স্বপ্নগুলো ছিল। কিন্তু আমি কিছুই পাইনি বাবা। না পাওয়ার কারণটা হয়তো আমি নিজেই।

শুনেছি বাবারা নাকি মেয়েদের অনেক ভালোবাসে আর সন্তানদের ভুলগুলো তারা সহজেই ক্ষমা করে দেয়। তাহলে আমার ক্ষেত্রে এমন হলো কেন? আমার ভুলটা কি ক্ষমার অযোগ্য নাকি আমার জন্য আপনার ভালোবাসা একদমই নেই? এমন হাজারো প্রশ্ন প্রতিনিয়ত আমাকে যন্ত্রণা দেয়। ভীষণ যন্ত্রণা।

একটা কথা জানেন বাবা, আপনার মেয়েও আপনার মতোই একটু মেজাজি হয়েছে। কিন্তু কারণে-অকারণে রাগ করলেও একটু পরই আবার সবকিছু ভুলে যাই। এই জায়গাটাতেই আমি আপনার থেকে আলাদা।

মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি মরে গেলেও হয়তো আপনি আমার মুখ দেখবেন না। বাবা, আপনার বাকি দুই ছেলে-মেয়ে যখন আপনাকে ডাকে আর আমি ডাকতে পারি না তখন খুব কান্না পায়। চোখ মুছে ভাবি, আমার তো কেউ নেই, মা ছাড়া। একসময় সবার চোখের মণি ছিলাম, আজ তাদের জীবনে আমার অস্তিত্বই নেই।

বাবা, সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আমার জন্য কি সত্যিই আপনার মন কাঁদে না? আমার স্পষ্ট মনে আছে, আপনার আম্মা (দাদি) আমাকে বলতেন, আমি নাকি অনেক ভাগ্যবতী। আমি নাকি ওনার ভালোবাসায় ভাগ বসিয়েছি। অথচ দেখো, সেই ভাগ্যবতী আমি আজ তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত।

এখনো মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমার বিয়ে হয়েছে। অনেক কিছুই ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারি না। আপনাদের কথা মনে পড়লেই বুঝতে পারি আমি বিবাহিত। কারণ, সেই 'ভুল'টার জন্যই আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন।

আরও অনেক কিছু লেখার ছিল। পারছি না। আপনারা অনেক ভালো থাকবেন, বাবা। পারলে আমার জন্যও একটু দোয়া করবেন।

ইতি
আপনার 'মৃত' সন্তান
**সিরাজাম মনিরা মিলি**
উত্তরা, ঢাকা



# 1 year, 8 months and 17 days

Dear Baba,

How are you? From what I have heard, you are doing well. You must be worried about my brother, right? I hope everything gets sorted out soon.

Don't you want to know about me?
I'm not doing very well, Baba. I have forgotten how I used to address you—tumi or apni?

It has been almost 1 year, 8 months, and 17 days since you had last spoken to me. The person who used to call me two or three times a day to check in, has not said a word to me in all this time; I can't express in words how painful this is. These days, I feel like I'm 'dead.'

Baba, I have secured really great results in my LLB. But you don't even want to ask me about it. So, these results feel meaningless to me now.

Baba, I miss you a lot every day. I used to think I would do something good by staying in the country, perhaps this thought partly came from my desire to stay close to you. But the distance between us causes me so much pain that I keep thinking about when I can leave and rush abroad.

Baba, you cannot even imagine how much your daughter suffers. Every girl dreams of getting married one day. Her father and uncles are supposed to be overwhelmed with emotions and shed tears at her farewell. I had these dreams too as a daughter. But I got nothing, Baba. Maybe the reason for not getting anything has to do with me.

I have heard that fathers love their daughters very much and easily forgive their children's mistakes. Then why did this happen in my case? Is my mistake so unforgivable or do you not have any love for me at all? Thousands of questions like these torment me every moment. Agonizing torment.

You see Baba, your daughter has become a bit temperamental like you. But whether I get angry for a good reason or for no reason, I forget everything after a while. This is where I am different from you.

Sometimes I feel that you might not even see my face if I die. Baba, when your other two children call you and I cannot, I feel like crying. I wipe my tears and think, I have no one but Ma. Once I was the apple of everyone's eye, today I don't even exist in their lives.

Baba, will you tell me the truth? Does your heart really not cry for me? I clearly remember that your mother (grandmother) used to tell me that I was very lucky. I had claimed her share of your love for myself. But look, I, that lucky girl, am deprived of your love today.

Even now, I sometimes forget that I am married. I still don't understand many things properly. I only acutely realize that I am married when I remember you all. After all, you stopped talking to me because of this very 'mistake.'

There was a lot more to write. I can't. I hope you all are very well, Baba. Please pray for me too if you can.

Sincerely
Your 'dead' child
Serajam Monira Mily
Uttara, Dhaka

One day she will be too big for him to carry in his arms, but today, she is not. And each day, he makes sure to savor every moment of her childhood.

Photo by Muhaiminul Islam Jessore

# কান পেতে থাকি

বাবা-আ-আ...

মনে পড়ে, তোমাকে একবার চিঠি লিখেছিলাম? কেন যেন ভীষণ রাগ করেছিলে, আমার সঙ্গে কথা বলবে না তো বলবেই না...।

কত রাগ, কত দিনের জমানো অভিমান। তবু সাহস করে লিখেছিলাম তোমাকে। আমার সব দুঃখ-কষ্ট, মান-অভিমানের গল্প ছিল প্রতিটি শব্দে। মনের বাক্সের তালা ভেঙে হৃদয়ের সবকিছু বন্যার মতো ঢেলে দিয়েছিলাম সেই চিঠিতে।

প্রতিদিন দেখা হতো আমাদের, তবুও অস্থির প্রতীক্ষায় কাটত দিন। কবে পাব উত্তর? অবশেষে কথা বলেছিলে তুমি, দীর্ঘদিনের জমাটবাঁধা বরফ গলিয়ে।

আজ আবারও চিঠি লিখছি, তবে তা আকাশের ঠিকানায়। কী অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?

আজ আমার লেখা এ চিঠির প্রতিটি শব্দ সাজানো শুধুই দীর্ঘশ্বাসে। হয়তোবা তুমি উত্তরও দেবে। কিন্তু আকাশের ওপার থেকে সেই উত্তর আদৌ কি আমার কাছে পৌঁছাবে, বাবা?

জানো বাবা, পূর্বাকাশের ধ্রুবতারা বা শুকতারা নও তুমি, আমার সপ্তর্ষি মণ্ডলে জ্বলজ্বল করে জ্বলা একমাত্র জ্বলন্ত নক্ষত্র তুমি।

ছোটবেলায় মনে হতো, যদি একটি ইচ্ছেপূরণ ব্যাংক থাকত, যেখানে আমার ইচ্ছেগুলো জমা রেখে ইচ্ছেপূরণের বর পাব। আমার মনের প্রতিটি ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপ দেবে ওই ব্যাংক। যেখানে আমি দুঃখ জমা দিয়ে কিনব সুখ, কান্না জমা দিয়ে হাসি।

প্রত্যেক বাবা-মা-ই যে তাঁদের সন্তানের জন্য এক-একটা ইচ্ছেপূরণ ব্যাংক, তা তখন কেন বুঝিনি, বলো তো বাবা? তুমি যতটা না আমাদের বাবা ছিলে, তার চেয়ে বেশি ছিলে একজন চিকিৎসক। মানুষ যে তাঁর পেশাকে এতটা ভালোবাসতে পারে, তা তোমাকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

অত্যন্ত সাধারণ একজন ছিলে তুমি। তোমার সাধারণ চেম্বারের সাধারণ চেয়ারে বসে অসংখ্য মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিয়েছ। দম ফেলার ফুরসত তুমি পেতে না। সে জন্যই কি তুমি বলতে, চিকিৎসাসেবা দেওয়াটা তোমার কাছে অক্সিজেন নেওয়ার মতো?

মানুষের মাঝে ভালোবাসার রং ছড়িয়ে তুমি আজ দূর আকাশের তারা। করোনাকালে রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজেই করোনা-আক্রান্ত হয়েছিলে। করেছিলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন।

আমাদের সারা জীবন শিখিয়েছ সাধনা, শ্রম, একাগ্রতা কখনো বৃথা যায় না। ইউ শুড রিড আ বুক ফ্রম কভার টু কভার। তোমার মৃত্যুর পূর্ববর্তী দশ দিন কিছুতেই ভোলার নয়। করোনা-আক্রান্ত হয়েও এতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের বেঁচে থাকা এবং মানুষের চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারাটা অনেক বড় কলিজার ব্যাপার। আইসিউতে যাওয়ার আগপর্যন্ত মোবাইলে মানুষকে চিকিৎসা-পরামর্শ দিয়ে গেছ। তুমি বলতে, রোগীদের নাকি বলতে হয় না ডাক্তারের অসুখ। এখনো যখন সেই দশ দিনের কথা মনে পড়ে, নিশ্বাস নিতে পারি না। ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে কাঁদি। এই করোনা নামের মহামারি তোমার মতো কত বীরকে যে পর্যুদস্ত করেছিল। কেড়ে নিয়েছিল মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা। আহা কষ্ট!

বাবা, এলোমেলো কত কিছু যে লিখতে ইচ্ছে করে তোমায়। সবকিছু ঠিকঠাক বলতেও পারি না। তোমার কবরের পাশ দিয়ে যখন যাই, যত ব্যস্ততার মাঝেই থাকি, চলার গতি শ্লথ হয়ে যায়। কে যেন আকুল হয়ে ডাকে, রুমুন মা, রুমুন মা...।

কত দিন যে তোমার গলায় এই ডাক শুনতে পাই না। কত্ত ব-ছ-র...।

আর একবার ডাকবে বাবা? প্লিজ, একবার মাত্র। আমার দুটি কান আটকে থাকে তোমার কবরপানে, চুম্বকের মতো।

ইতি
তোমার 'রুমুন মা'
**ফারহানা রহমান**
চকবাজার, চট্টগ্রাম



# Listening Intently

Baba-aa-aa,

Do you remember the time I wrote you a letter? I can't recall why, but you were so mad at me, you would not even speak to me—no matter what.

So much anger, so much sulking– simmering for days on end! Yet I found the courage to write to you. Every word contained the stories of my sadness, pain, anger and complaints toward you. It is as if I broke the lock on my heart and poured all its contents onto the paper.

We used to see each other every day, But I still spent days in restless anticipation. Finally you spoke to me, melting the ice that had formed between us over those long days.

I am writing a letter again, but this time, it is addressed to the sky above. It is so strange, right? Every word in this letter is laced with sighs. Maybe you will answer me this time. But will it reach me from up there?
You know baba, you are not the North Star or the Evening Star, Venus. You are my only burning star in the entire constellation of Ursa Major.

When I was little, I used to think that if I had a piggy bank for my dreams, I would stuff them all in there, and they would magically come true. Every dream would be transformed into reality. I even thought I could put my pain and tears in there, and receive happiness and laughter in return.

Every parent is like that wish-fulfilling bank for their child. Why didn't I understand it back then, Baba? You were a doctor first, then a father. I would have never believed how much people could love their work unless I knew you.

You were an extremely simple man. Sitting in your ordinary chamber, you treated countless patients. You never had a moment's rest. Perhaps that is why you used to say that treating others was just like breathing for you.

You spent your life spreading the color of love among people, and now you are a star shining brightly in the distant sky. You passed away from Covid, because you continued to treat patients during the pandemic. You embraced death.

You taught us your whole life that the values of commitment, perseverance and hard work never fail a person.

I cannot forget those ten days after you left us. Even while struggling with Covid yourself, right before entering the ICU, you continued to offer medical advice over the phone. 'Never tell a patient a doctor's personal woes,' you used to say.

Those ten days are still etched in my memory. I cannot breathe. I even cry out in my sleep. The pandemic brought even a giant like you to your knees. It stole your ability to breathe fresh air. Oh, this agony!

Baba, I have so many random thoughts to share with you. I cannot even express them well. No matter how busy I am, my steps become slow and heavy as I walk by your grave. And then... I hear someone calling me yearningly, 'Rumun Ma, Rumun Ma...!'

It has been too long since I heard your voice, too many years!

Will you just call me once more, Baba? Please, just one more time? My ears are turned toward your grave, like magnets.

Sincerely
Your 'Rumun Ma'
Farhana Rahman
Chawkbazar, Chattogram

# ছড়িয়ে দিয়ো ভালোবাসা

মা অরণি,

কীভাবে বোঝাই, তুমিই আমার সব।
কীভাবে বোঝাই, আমার সত্তা জুড়ে তুমি।
মুখে বলতে পারি না, তাই একটুখানি বোঝানোর তাড়নায় চিঠি লিখতে বসা।

বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের পারিবারিক অবস্থা সঙিন হয়ে পড়ে। যেন হঠাৎ মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া। অল্প বয়সে তিনি মারা যান। যতদূর জানি, আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভালো ছিল। তোমার দাদা মারা যাওয়ার পর তোমার দাদির ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। তিন সন্তান নিয়ে সে সত্যিই মাঝদরিয়ায় পড়েছিল। আত্মীয়স্বজন দূরে সরে গেল, আমার দাদার সব সম্পত্তিও বেহাত হয়ে গেল। চাচা মামলা করলেন সব অধিকার দাবি করে অথচ একদিনের জন্যও তিনি আমাদের দেখতে আসেননি।

সেই ছোট অবস্থাতেই বুঝে ফেলেছিলাম, আমার মা ভালো নেই। তাঁর অবিরত কান্না আমার ভেতর একটা গভীর তাড়না তৈরি করেছিল, মায়ের কান্না থামাতে যা যা করতে হয়, জীবনে তা-ই করব। আমার মা চাইতেন, যত অভাব আর কষ্টই থাকুক না কেন, তাঁর ছেলে-মেয়ে যেন লেখাপড়া করে।

এখনো মনে আছে, আমার যখন ৬-৭ বছর বয়স তখন থেকেই আমি বাজার করতাম। টাকা গুনতে পারতাম না, বাজারের ব্যাগ হাতে নিলে রাস্তায় ঠুকত। তাই ঘাড়ে করে বাজার নিয়ে আসতাম বাড়িতে। তখন থেকেই বুঝতাম, আমাকে পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে। সেই থেকে হয়তো বাবার স্নেহ, মায়ের আদর ঠিকমতো পাইনি বলেই ভেতরটা প্রায়ই খাঁ খাঁ করে। এ কারণে যখনই সুযোগ পাই তোমাকে কোলে নিয়ে থাকি, পৃথিবীর কোনো কষ্ট-ক্লেশ যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে।

যদিও তুমি এখন বড় হয়ে যাচ্ছ। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে চাকরি শুরু করলাম, তার কিছুদিন পর থেকেই তোমার দাদির স্মৃতিশক্তি ছিল না, আমাকে ছাড়া প্রায় কাউকেই চিনতে পারতেন না। দুঃখজনক হলো, তাঁর বাইপোলার ডিজঅর্ডার ছিল, যা তাঁকে তো বটেই, আমাদেরও খুব কষ্ট দিয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর সেভাবে তাঁর কোনো চিকিৎসাই হয়নি। যখন থেকে আমার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন শুরু হলো, তোমার দাদি তখন কোনো কিছু বোঝার অবস্থায় ছিলেন না। কিন্তু অভাবের যে ট্রমা—তা ঠিকই রয়ে গেল। হঠাৎ হঠাৎ তোমার দাদি আমাকে বলতেন, বাবা, এ মাসে তো বাসাভাড়া দিতে পারিনি, বাড়িওয়ালি বাড়ি থেকে বাইর করে দেবে...। এখন কী করবি রে বাবা...?

নিশ্চয়ই ভাবছ, এসব কথা কেন তোমাকে লিখছি? কতটা যাতনা আর দুঃখ-কষ্টকে সঙ্গী করে আজ এ পর্যন্ত এসেছি, তুমি বড় হলে তা বুঝতে পারবে।

তোমার সঙ্গে তোমার দাদির মিল পাই। এ জগতে তোমার দাদি ছাড়া এত স্বার্থহীন ভালোবাসা কেউ আমাকে দেয়নি। আমাকে বোঝার মতো মানুষ হয়তো সেই একজনই ছিল। যে বছর তোমার দাদি মারা যায়, তার কিছুদিন পর তোমার জন্ম যেন আমার মায়েরই পুনর্জন্ম! সে জন্যই তোমাকে বলি, মা, আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো, আমাকে একটু তোমার হার্টবিট দাও, যেন আমি আবার জেগে উঠি। তোমাদের আর আমার মায়ের স্বপ্নপূরণের জন্যই আমি জেগে আছি।

ভালো থেকো মা। মানুষকে অবহেলা কোরো না। অবহেলা মানুষের জন্য না। অবহেলার জীবন খুব বেদনার, অবহেলায় মানুষ মৃত্যুর আগেই মরে যায়। জীবন আর জগতের শুদ্ধতা রক্ষার ভার মানুষ হিসেবে কিছুটা হলেও তোমার ওপর আছে। তাই ভালোবেসো আর ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়ো মানুষের মনে।

ইতি
তোমার বাবা
**মো. শরীফ উদ্দিন আহম্মেদ**
ধানমন্ডি, ঢাকা



# Spread the Love

Aroni Ma,

How can I explain it? You are my everything.
How can I explain that you are the very essence of my entire being?
Since I can't say these in words, I am writing a letter to you, hoping to make you understand, even just a little bit.

When Baba passed away, our family situation became precarious. It felt like the sky itself caved in. A storm passed through your grandmother when he died. She was adrift in the middle of the river with all her children. Relatives abandoned her. And your grandfather's lands also slipped away from our hands.

Even at that young age, I realized my Ma was not doing well. Her never-ending tears created a deep resolve in me. I will do whatever it takes for me to wipe her tears away.

You know, my Ma wanted her children to study despite our poverty and hardship.

I vividly remember going to the market when I was just six or seven. I could not still count money. When I tried carrying the shopping bag, it would touch the ground so I used to hoist it up on my shoulder instead. Perhaps it was then I understood the weight of responsibility that I would have to carry for our family. Maybe that's when this gaping void formed in my heart, yearning for a father's affection, a mother's comfort. That's why I hold you close whenever I can, so that no earthly pain or hardship ever touches you. But you are growing up as well.

Just after I graduated from university and began working, your grandmother lost her memory, she could barely recognize anyone but me. She had bipolar disorder, which certainly caused a great deal of pain to herself and us as well. After your grandfather's passing, her treatment largely stopped. By the time my finances improved, your grandmother was no longer in a place to grasp anything any longer. But the trauma of poverty– it never left her after all. Sometimes, out of the blue, your grandmother would plead, 'Baba, I couldn't pay the rent this month. The landlord will throw us out. What will we do, Baba...?'

You must wonder why I am writing all this to you. When you're older, you will understand the suffering, pain, and hardship that have been my companions on this journey up until this point.

I find resemblances of your grandmother in you. On this earth, only she loved me with a singular selflessness. I really only had her as the person who truly, truly understood me. When she passed, you were born just days later, as if my own mother were reborn. That's why Ma, I ask you to hold me close, to share a few of your heartbeats with me, so that I can wake up from this stupor again.

Now, I only exist to make your and my mother's dreams come true.
Take care, Ma. Do not neglect people. Neglect has no place for human beings. A neglected life is a life so tormentful that it kills a man before it is really his time.

As a human being, the responsibility to protect the purity of this world, of this life is also partly yours. That's why, love unconditionally and spread love among others.

Goodbye
Your Baba
Md. Sharif Uddin Ahammed
Dhanmondi, Dhaka

# আপনাকে নিয়ে গর্ব হয়

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান,

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি।

আব্বা, একুশ বছর আগে, ২৪-২৫ বছর আপনার 'অধীনে' ছিলাম। তখনকার সুখকর স্মৃতিগুলো আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কতশত স্মৃতি! কোনটা রেখে কোনটা লিখব?

গ্রামীণ নিভৃত পল্লিতে আমাদের জন্ম। সাধারণত গ্রামীণ পরিবেশে মেয়েদের জন্ম হলে বেশির ভাগ পরিবারই অবহেলার চোখে দেখত। কিন্তু আপনি ছিলেন একদম ভিন্ন রকম একজন। যে বাবা তার দুই পুত্রসন্তানের পর কন্যাসন্তানের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। শুনেছি আমার জন্মের পর নাকি আপনি আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিলেন। এভাবে পর পর আমাদের চার বোনের জন্মের পরও আপনি বিরক্ত হয়ে যাননি। বরং আমাদের নিয়ে শুরু করলেন নতুন এক সংগ্রাম।

গ্রামের সাধারণ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হয়ে আপনি হাতে নিলেন এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। নব্বইয়ের দশকের মেয়েদের বেশির ভাগই ক্লাস এইট বা এসএসসির পর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু আপনি এমন এক ব্যতিক্রম বাবা, যিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে এসএসসি পাসের পর আমাকে কলেজে পাঠালেন। এইচএসসি পাসের পর যখন শহরের কলেজের হোস্টেলে রেখে অনার্সে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন চারদিকে থেকে অনেক কটুকথা শুনেও আপনি দমে যাননি। নিজে মাদ্রাসা-শিক্ষিত হয়েও আপনার চার মেয়েকে গ্রাম থেকে শহরের কলেজে পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। শত বাধাবিঘ্নও আপনাকে বিন্দু পরিমাণ টলাতে পারেনি।

চিঠিটা লিখতে গিয়ে আপনাকে নিয়ে অসংখ্য স্মৃতি মনের মধ্যে নাড়া দিচ্ছে। মনে আছে আব্বা, বুঝ হওয়ার পর কতটা বছর আপনার হাত ধরে গ্রামীণ মেঠোপথের আল ধরে দূরের স্কুলে যেতাম। পথে যেতে যেতে কত ধরনের গল্প, কত বিষয়ে যে আড্ডা চলত আমাদের। মা মাঝে মাঝে বকুনি দিলেও আপনি কত সহজে আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের শান্ত করে ফেলতেন। আপনার সেই হাতের ছোঁয়া আমি এখন প্রতি রাতে নীরবে-নিভৃতে অনুভব করি। আপনার এই ভালোবাসার মূল্য কোটি টাকার চেয়েও দামি। অনেক ধনী বাবা তাঁর সন্তানদের হয়তো কোটি কোটি টাকা দিতে পারে কিন্তু এই ভালেবাসাটুকু দিতে পারে না।

আপনার মতো একজন বাবার সন্তান হিসেবে আমি গর্বিত। আমাকে যেদিন উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজের হোস্টেলে পাঠিয়েছিলেন, সেদিনের কথা মনে আছে, বাবা? কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে আটকা পড়ে আমাকে নিয়ে আর হলে যেতে পারেননি। তবুও থেমে থাকেননি। কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় ঠিকই পৌঁছালেন আমার হলের গেটে। আমাকে দেখেই আপনার সেকি অঝোরে কান্না, মনে পড়লে আজও নিজেকে সামলাতে পারি না।

বিয়ের দিন যখন স্বামীর হাতে আমার হাতটা রেখে হাউমাউ করে কেঁদে দিলেন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, 'আজ থেকে আমার মেয়ে তোমার!' সেই মুহূর্তটার কথা জীবনেও ভুলতে পারব না।

প্রিয় আব্বা, আজ আপনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ। আপনাকে নিয়মিত গিয়ে একটু দেখভাল করার সুযোগ ও ক্ষমতাও আমার নেই। আমাকে মাফ করে দেবেন, আব্বা।

ইতি
আপনার স্নেহধন্য কন্যা
**মোহছেনা আক্তার**
বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা



# You Make Me Proud

Respected Abbajaan,

Assalamu Alaikum. I hope you are well by the grace of Allah. I am good too.

Abba, it was twenty-one years ago when I had been under your 'care' for 24–25 years. The happy memories of those days beckon me now. So many memories! Which one to leave and which one to write about?

We were born in a secluded rural village. Normally, in rural areas like ours, most families looked down on the birth of girls. But you were a completely different kind of person. A father who was desperate for a daughter after his two sons. I heard that after my birth, you felt like you had the moon in your hands. Even after the birth of our four sisters, you were not the least annoyed. Instead, with us by your side, you started your life's new struggle with great gusto.

Being a teacher at an ordinary primary school in the village, you took on a difficult challenge. Most girls in the nineties were married off after class eight or after SSC (Secondary School Certificate Exams). But you were such an exceptional father, who, adamant in his decision, sent me to college after passing SSC. In order to pursue my honors after HSC, you then sent me to live at a city college hostel and did not budge for a moment despite having to hear many harsh words from all sides. Even though you were madrasa-educated, you sent your four daughters from the village to colleges in the city and made them highly educated. Hundreds of obstacles would not even shake you a bit.

While writing this letter, countless memories of you are stirring in my mind. Abba, I remember—when I could understand things better, I used to walk to my faraway school along the village dirt road, holding your hand. So many different stories and types of conversations would engross us along the way!

Sometimes Ma would scold us, but then you could instantly calm us down by simply stroking our heads! In quiet moments of solitude, I still feel the touch of your hand on my head at night. The value of your love is more precious than crores of taka. Rich fathers may be able to give their children millions of taka, but not everyone can give the type of love you did.

I am proud to be the daughter of a father like you. Do you remember, Abba, the day you sent me to a college hostel for higher education? You were stuck in some important work and could not accompany me to the hostel. You finally finished your work and managed to reach the gate of my hostel in the evening. When you saw me, you completely broke down in tears; even today when I remember this, I can't control myself.

I will never forget the moment of my wedding day when you put my hand in my husband's hand and cried uncontrollably.

Dear Abba, age has rendered you frail. I do not even have the chance, nor the power to regularly visit and take care of you. Please forgive me, Abba.

Sincerely
Your daughter—indebted with your love
**Mohsena Akter**
Bashundhara R/A, Dhaka

Surprised by the sight of the strikingly yellow train, the girls instantly hopped on board and asked their father to take a photo.

Photo by Nazmul Hasan
Dhaka

# প্রতিটি পাতায় তোমার প্রতি ভালোবাসা

প্রিয় অগ্নিবীণা,

আদর নিয়ো মা আমার। ইতিমধ্যে তোমাকে আমার অনেক কিছু লেখা হয়ে গেছে। মনে মনে লিখেছি তোমার জন্মের আগে আর কাগজে-কলমে শুরু করেছি জন্মের শুরু থেকে। আমার ২য় ডায়েরিটি প্রায় শেষের পথে। তবে এ লেখার অনুপ্রেরণা অবশ্যই তোমার মায়ের থেকে, শুরুর পাতাটাও তাঁরই লেখা।

এখন তুমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছ। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ লেখা তোমাকে উপহার দেব দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর। এমন অমূল্য উপহারের জন্য তোমার মায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

ডায়েরির প্রতিটি পাতায় মেশানো আছে তোমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, ভালোবাসা; লেখা আছে এ সমাজ, দেশ তথা এ ধরিত্রীর প্রতি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে; লেখা আছে তোমার বেড়ে ওঠার গল্প এবং তোমার সফল ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে যাঁদের অবদান, তাঁদের কথা। তোমার দৈনন্দিন জীবনের সব মজার ঘটনা, ভ্রমণকাহিনি সবই আছে।

এই ডায়েরি পড়ে, আমরা আশা করি তোমার কৃতজ্ঞতাবোধ অবশ্যই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে এ পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষ তথা এ বিশ্বের কাছে তুমি কতটা ঋণী।

কথাগুলো একসময় তোমাকে সশরীর বলার কেউ থাকবে না, তাই এই প্রয়াস। ডায়েরির মাঝে মাঝে আছে তারিখসহ আলতা দিয়ে তোমার হাত ও পায়ের ছাপ। প্রতিটি লেখার শুরুতেই তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করা আছে। প্যারিস-প্লাস্টার পাউডার দিয়ে খোদাই করে রেখেছি তোমার অনেক ছোট বয়সের পদযুগল।

আমরা তোমাকে কখনো একান্ত আমাদের দুজনের সন্তান মনে করি না। এ সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে যেতে পেরে নিজেরা গর্ববোধ করি। আমাদের এমন বাসনা কখনো না যে, তুমি শুধু আমাদের দায়িত্ব নেবে। তোমার এর থেকে অনেক গুরুদায়িত্ব আছে। আমাদের অভিপ্রায় এতটুকুই যে, তুমি যেন আমাদের স্নেহ-ভালোবাসা গ্রহণে কখনো কার্পণ্য না করো।

তোমার প্রতি আমার অগাধ আত্মবিশ্বাস, কারও প্রতি নির্দয় হবে না। সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি তোমার অনেক ভালোবাসা থাকুক।

সুযোগ হলেই তোমাকে আমরা নিয়ে গেছি গ্রামে ‘অলোকাপুরী’তে, আমাদের গ্রামীণ বাসগৃহ। রেখেছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস; ঘুরেছি দেশে, বিদেশে।

সেই ছোটবেলাতেই মহাভারত শেষ হয়েছে কয়েকবার, অনেক আগে থেকেই তোমার শান্তিনিকেতনে যাতায়াত আছে। তবে এ সবই আমাদের পূর্ব পরিকল্পিত, তোমাকে পরিপূর্ণ মানবী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য।

সবশেষে বলি, এই দেশমাতৃকার সুধা পান করে, আজীবন তার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে নিজেকে যখন যোগ্য করে গড়ে তুলবে, তখন যেন এ দেশকে ভুলে না যাও। তোমার সেবা থেকে যেন এ সমাজ, এ দেশ বঞ্চিত না হয়। তোমার অসামান্য ধৈর্য, বুদ্ধি ও মানবিকতার পুরোটাই যেন প্রকৃতি ও মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়। তোমার কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়ার নেই আমাদের।

আশীর্বাদান্তে
তোমার বাবা
**তন্ময় বিশ্বাস**
হাতিয়াড়া, নড়াইল



# With love for you on every page

My Dearest Agnibina,

Much love to you, my Ma.
I have written so much to you already, both in my mind before you were born and on paper since your birth. My second diary for you is nearly finished. But the inspiration to write definitely comes from your mother, and the first page was written by her too.

You are in fifth grade now. According to the plan, I will give you this letter as a gift when you pass the tenth grade. Your mother’s contribution to this invaluable gift must certainly be acknowledged too.

Every page of this diary is infused with my purest love and affection for you; it speaks of your responsibilities and duties to this society, country, and this planet. It tells the story of your upbringing and the people who have contributed to shaping your bright and successful future. It includes all the funny incidents of your daily life and your travel stories.

We hope by reading this diary one day, you will be led by your sense of gratitude to remember how much you owe to your surrounding environment, nature, people, and the world at large.

There will be no one to tell you these things in person, hence this effort. The diary contains your hand and foot prints in alta, along with the date. The date, time, and location are mentioned at the beginning of each chapter. I have molded your tiny footprints in Plaster of Paris.

Never do we think of you as just our child. We take pride in being able to rise above this sort of narrowness. We never wish for you to take on only our responsibilities. You have many more and far greater responsibilities than that. Our single wish is that you would never be hesitant in accepting our love and affection.

I have immense faith in you, faith that you will never be unkind to anyone. May you grow the capacity for great love toward people of all classes and walks of life.

We took you to Alokapuri village, our country home, whenever we had the chance. We kept you there for days, months at a time; we traveled in the country and abroad.

As a child, you have finished the ‘Mahabharata’ several times already, and even before that, you have been visiting Shantiniketan. But, all this is part of our plan for you, to raise you as a complete human being.

Finally, let me tell you this, when you make yourself worthy of your motherland after drinking its nectar and accepting its facilities and privileges your whole life, you should never forget her. May you never deprive this society and this country. May your extraordinary patience, intelligence, and humanity be in service of the welfare of nature and humanity. We have nothing more to ask of you.

With blessings
Your father
Tanmay Biswas
Hatiyara, Norail

# যেসব কথা কখনো বলা হয়ে ওঠেনি

বাবা,

কেমন আছ গো মানিক আমার? পুরো বুকে ওপেন হার্ট সার্জারির কাটা দাগ, বুকের ভেতরে শ্বাসকষ্টের ঘরঘরে শব্দ আর হাতে-পায়ে পানি নিয়ে অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে? যে পা থেকে রগ নিয়ে তোমার হৃৎপিণ্ডে বসিয়েছে, সেই পায়ে কি অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে? ডাক্তার হয়ে তোমার চিকিৎসা করতে পারি না। ওষুধ হয়ে কষ্ট কমাতে পারি না। সন্তান হয়েও কষ্টের সময় পাশে থাকতে পারি না!

সন্তান এক অদ্ভুত স্বার্থপর প্রাণী, তাই না বাবা? নিজের জীবন, নিজের জগৎ আর নিজের সন্তানের তাগিদে জন্মদাতাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে অনায়াসে ফিরতে পারে নিজস্ব বলয়ে। কত সহজেই বাবা-মা হয়ে যায় ঋতু পরিবর্তনের মতো স্বাভাবিক ঘটনা! আর নিজের সন্তান পায় ঝড়-ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন বা ভূমিকম্পের মতো মনোযোগ।

বিছানার পাশে থাকলে তোমার প্রিয় মুজতবা আলী পড়ে শোনাতাম। তোমার বুকটায় হাত বোলাতে বোলাতে সুরা ফাতেহা পড়ে সমস্ত গায়ে ফুঁ দিয়ে দিতাম। যেমনটা তুমি আমাকে দিতে ছোটবেলায়।

আমার চিকেন পক্স হওয়ার ঘটনা মনে পড়ে বাবা? কোথাও যেন দাগ না পড়ে সেজন্য মাকে বলতে ডাবের পানি দিয়ে গোটাগুলো ধুয়ে দিতে। কোত্থেকে যেন শুনেছিলে, মাখন লাগালে পক্সের কষ্ট কমে। টানাটানির সংসারে মাখন এসেছিল আমার একটু আরাম হবে বলে। সেরে ওঠার পর মা আমার মাথার চুল ফেলে দিয়েছিলেন। সেই চুল বেণি করে অনেক দিন পর্যন্ত রেখে দিয়েছিলে তোমার কাছে।

তিন ছেলের পরে জন্ম নেওয়া আমি সেই রাজকন্যা, যার নাম তুমি ঠিক করে রেখেছিলে তার জন্মের বহু আগে। নামের সঙ্গে জুড়েছিলে তোমার পরিচয়। বেশ বড় হওয়ার পর যখন বুদ্ধি হলো, তোমার পরিচয় ছেঁটে ফেলে দুই অক্ষরের নামটা ব্যবহার করা শুরু করলাম। কেউ জিজ্ঞেস করলে স্মার্টলি বলতাম, 'ওটা আমার মেইডেন নেইম। এখন ব্যবহার করি না।' ভাবখানা এমন, যেন ওই পরিচয়ের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কেমন বোকা মেয়ে তোমার!

তোমার মেয়েটি বড় হলো। তার বুদ্ধি হলো, সে স্মার্ট হলো কিন্তু বুঝতে শিখলো না—বাবা শুধু একটি পরিচয়ই না। বাবা মানে জন্মের উৎস, বেড়ে ওঠার ঋণ। বাবা মানে প্রথম ভালোবাসা, নিরাপত্তার বেষ্টনী। বাবা মানে আমৃত্যু স্নেহের আয়নায় নিজেকে দেখা। বাবা মানে অস্তিত্বের দাবি।

কখনো বলা হয়নি 'তোমাকে ভালোবাসি, বাবা!' কখনো বলা হয়নি, তোমার পরিচয় নামে ধারণ করে বড় হতে পারাই এই জন্মের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

বাবা গো, মেঘ হয়ে ছায়া দিয়ো দহন দিনে, স্নেহ দিয়ে ঢেকে রেখো কঠিন সময়ে, আশ্রয় হয়ে বেঁচে থেকো আমার মৃত্যু অবধি। ছেড়ে যেয়ো না, চলে যেয়ো না তোমার মেয়েকে ছেড়ে। বড় বেশি ভালোবাসি বাবা তোমাকে।

ইতি
তোমার 'কলু মা'
**কিশোয়ার জাবীন**
মিরপুর, ঢাকা



# Things I never got to say

Baba,

How are you, my dear? Is it very painful for you, with the open-heart surgery scar across your chest, the wheezing sound of your labored breaths and the swelling in your hands and feet? The leg from which the vein was taken to graft onto your heart, does it ache unbearably? Despite being a doctor, I cannot treat you. I cannot lessen your pain with medicine. As your child, I cannot be there with you in times of suffering!

Children are such selfish creatures, aren't we, Baba? Absorbed in our own lives, our own worlds, and the demands of our own children, we can easily abandon our sick parents, who gave us life, and then retreat into our own orbits. How effortlessly parents are taken for granted, like the changing of seasons! And yet, our own children demand our attention like storms, cyclones, or even earthquakes!

If I could sit beside your bed, I would have read your favorite author, Mujtaba Ali, to you. I would have massaged your chest while reciting Surah Fatiha, softly, into your ear. Just like you used to do for me when I was young.

Do you remember my chickenpox? You asked Ma to wash my rashes with green coconut water so that I would not be left with scars anywhere. You heard somewhere that applying butter would reduce the pain, so in our poor household, butter came just to ease my pain. When I recovered, Ma cut my hair off. You braided those hair locks and kept them for a long time.

I was born after three sons, that princess whose name you decided long before her birth. The name was associated with your identity. When I grew older and cleverer, I started using a certain two-letter name instead of the one you had chosen. If someone asked about your given name, I smartly said, 'That's my maiden name. I don't use it anymore.' Such pretense, as if the necessity of that identity had disappeared. What a stupid girl you have!

I have never got to say, 'I love you, Baba!' Never said, carrying your name in my name is the most significant achievement of this life.

Baba, become the cloud that casts shadows in the scorching days, envelope me in love during difficult times, shelter me until my death. Don't abandon, don't walk away, don't leave your daughter behind. I love you a lot, Baba.

With love
Your 'Kolu Ma'
Kishowar Zabin
Mirpur, Dhaka

# আমি এখন নূপুর পরি না

প্রিয় বাবা,

আজ খুব মনে পড়ছে তোমাকে। তুমি একটু রাত করে বাড়ি ফিরতে বলে মা ভীষণ রাগ করতেন। তুমি বাড়ি ফিরে আস্তে করে অতি সাবধানে দরজায় কড়া নাড়তে আর আমার নাম ধরে ডাকতে। তোমার জন্য রাতে জেগে থাকা আমার জন্য ছিল অনেক আনন্দের। আমি ভাবতাম, তুমি এসে যদি দেখতে পাও আমি পড়ছি, খুব খুশি হবে। তোমার হাসিমাখা মুখটা দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। শীতের রাতে ঘি দিয়ে গরম ভাত ভেজে তুমি যখন আমাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতে, অমৃতের মতো লাগত। ডিসেম্বরে ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমরা হাওয়ায় ভেসে বেড়াতাম। কে পায় আমাদের! তখন তুমি একটা উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করতে বাড়িতে।

সকালের সোনালি রোদের পরশে উঠানে পাটি পেতে তুমি আমাদের নিয়ে বসে গল্প করতে, মাথার চুল আঁচড়ে দিতে, তেল দিয়ে দিতে। তারপর শীতের পিঠা খেতে খেতে আমাদের পৃথিবীজয়ী মানুষের গল্প শোনাতে আর বলতে, মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়প্রত্যয়ের কথা। কতশত গল্পের বই এনে দিতে ডিসেম্বরের সেই সময়টাতে।

এখনো ডিসেম্বর মাস আসে, বাবা। সকালের সূর্যটা ঠিক আগের মতোই আলো দেয়। কিন্তু আমাদের দিনগুলো আর আগের মতো আনন্দে কাটে না। জানো বাবা, আজ কতগুলো বছর হয়ে গেল পায়ে নূপুর পরি না।

তোমার মনে আছে বাবা, একবার বর্ষার সময় বিলের মাঝখানে আমাদের নৌকা ডুবে গেল। পুরো নৌকা বোঝাই করা ছিল তোমার ফিশারির মাছের ফিড। আমাদের সবার মন খুব খারাপ। এতগুলো টাকা পানির নিচে চলে গেল, এই দুঃখে মা দীর্ঘ সময় ধরে চোখের জল ফেললেন। আমরা ভেবেছিলাম তোমারও হয়তো মন অনেক খারাপ হবে। কিন্তু তুমি বাড়ি এসেই স্বভাবসুলভ গল্প করা শুরু করলে। বললে, যখন নৌকা ডুবে গেল তখন তুমিও অন্যদের মতো ওপরে শার্টটা রেখে পানিতে নেমেছিলে। ফিরে এসে দেখতে পেলে তোমার শার্টের পকেটে বেশ কিছু টাকা ছিল, সেগুলো কেউ নিয়ে গেছে। কিন্তু তোমার পকেটে আরও একটা জিনিস ছিল, সেটা নেয়নি। তুমি খুশিমনে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'টাকা চলে গেলে গেছে, দুঃখ নেই। আমার মেয়ের নূপুরগুলো যে আছে, এটাই আমার জন্য পরম খুশির।'

এ রকম অজস্র সুখময় স্মৃতিতে তুমি আমাদের জড়িয়ে রেখেছ। যে হিজলগাছটার ওপর ভর করে তুমি আমাদের সাঁতার শেখাতে, সেই গাছটা এখনো আছে আগের জায়গাতেই। হিজলের ফুলগুলো সকালবেলা পুকুরের পানিতে ভেসে বেড়ায় পুরোনো দিনের মতোই। সব ঠিকঠাক, শুধু তুমি নেই বাবা।

ভীষণ মিস করি তোমায়। অনেক অনেক ভালোবাসি
বাবা তোমাকে।

ইতি
তোমার রাজকন্যা
**শিল্পী আক্তার**
দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা



# I No Longer Wear Nupur

Dear Baba,

Today, I am filled with memories of you. When you used to come home late at night, I remember how angry Ma got. You would quietly and very gently knock on the door, calling my name. I loved staying up late at night waiting for you. I used to think you would be happy if you found me studying. I loved seeing your smiling face. In the winter nights, you would sauté rice in ghee for me, and it tasted like nectar. After the final exams in December, we used to live care-free. Who could stop us! You always kept a festive mood at home.

Under the golden rays of the morning son, you would place a mat on the courtyard and sit with us, telling us stories, combing our hair, and applying oil. Then we would listen to your stories of world renowned people and tales of women bravely forging their paths ahead, all the while eating winter sweets together. How many storybooks you would bring us during that time in December!

December still arrives here, Baba. The morning sun still shines as brightly as before. But our days are no longer as joyful as they used to be. You know, Baba, it has been many years since I have worn 'nupur' on my ankles.

Do you remember, Baba, once during the monsoon season, our boat sank in the middle of the lake? The whole boat was loaded with fish feed from your fishery. We were all very upset. So much money had gone down the drain, and Ma cried for a long time. We thought you would be very upset too. But when you came home, you were chatting us up as if nothing happened. You said that when the boat sank, you had also stripped off your shirt and jumped into the water like the others. When you returned, you saw that the money in your shirt pocket had been taken, but there was one more thing in your pocket that no one took. You looked at me with a happy face and said, "The money is gone, so be it, I feel no sadness because of that. I am just ecstatic that my daughter's 'nupur' is still here."

You have kept us wrapped by countless such happy memories. The hijal tree that you used to lean on and teach us how to swim is still there in the same place. The 'hijal' flowers float in the pond water in the morning, just like the old days. Everything is fine, only you are not here, Baba.

I miss you so much. I love you a lot, a whole lot, Baba.

Your Princess
Shilpi Akther
South Banasree, Dhaka

A Rohingya father tidies up his daughter's hair before they go out for a stroll. He tries his hardest every day to bring back their old routines and give her a normal childhood.

Photo by Md Ziaul Huque Jahed
Chattogram

# তোমার বন্ধু হতে চাই

প্রিয় আর্য,

২০ জানুয়ারি ২০২৪—তোমার সাত বছর পূর্ণ হলো।
২০ জানুয়ারি ২০১৭—আমি বাবা হয়েছিলাম, তোমার বাবা।

কিন্তু বাবা হয়ে ওঠার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল তোমার আগমনী-বার্তা জেনেই। রমজান মাসের শেষ রাতে সাহরি খেতে ওঠার আগে একজন 'মহীয়সী' এসে আমাকে জানাল, আমি বাবা হতে যাচ্ছি। সেই মহীয়সী ছিলেন তোমার গর্ভধারিণী মা। বার্তাবাহক তোমার মায়ের সেই মুখটি আমি আজও মনে করতে পারি, কারণ আমাদের জীবনে সেই খবরটি ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যময়।

তোমার জন্মের মাহেন্দ্রক্ষণটির কথা জীবনেও ভুলতে পারব না। একটি পরিচিত হাসপাতালে একজন নার্স হাসিমুখে তোমাকে আমার কোলে তুলে দিল। সেই অনুভূতি ব্যাখ্যা করার জন্য যে ভাষা, তা আমার জানা নেই। কোনো বাবার পক্ষেই হয়তো তা সম্ভব না। কাছের মানুষেরা তোমার অবয়বের মধ্যে আমার চেহারার মিল খুঁজে পেয়েছিল। 'বাবার মেয়ে' যাকে বলে।

এরপর শুরু হলো আমার 'বাবা হয়ে ওঠা'র প্রচেষ্টা। যেখানে ব্যর্থতার ভারই বেশি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। তোমার মা ছিল তোমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তোমার অপ্রত্যাশিত কোনো কিছু হলেই আমি ঘাবড়ে যেতাম। তোমাকে টিকা দিতে নিয়ে গিয়ে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। তোমার যখন তিন মাস বয়স, টিকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি চারপাশ কাঁপিয়ে প্রথমবারের মতো 'মা-আ-আ' বলে চিৎকার করে উঠলে। আমি শিউরে উঠেছিলাম। আমাদের চোখের কোণে পানি, সঙ্গে তোমার কণ্ঠে প্রথম পরিপূর্ণ একটা শব্দ শোনার পরিতৃপ্তি।

তোমাকে নিয়ে একবার যে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলাম, তা কখনো ভোলার নয়। এগারো মাস বয়সে তোমার 'মাউথ আলসার' হয়েছিল। তুমি তিন দিন কিছু মুখে নিতে পারোনি। মায়ের বুকের দুধও টানতে পারছিলে না। ক্ষুধার কারণে ঘুমের মধ্যে তুমি কেঁদে উঠতে। রাত ১২টায় তোমাকে নিয়ে আমরা বাইরে বের হলাম। রিকশায় ঘুরে অনেক চেষ্টার পর তোমাকে ঘুম পাড়ানো গেল। সেই রাতগুলোর কথা ভোলার নয়। এ রকম অসংখ্য কষ্টময় দিন-রাতের কথা অনেক কাছের মানুষও জানে না।

বাবা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমি তোমার একজন বন্ধু হতে চেষ্টা করি। তোমার হাত ধরে পৃথিবীর অবিরাম পথ দেখাতে আর যাপিত জীবনের প্রয়োজনীয় ভাষা শেখাতে চাই। ইদানীং অনুধাবন করছি, তুমি যত বড় হচ্ছ, আমার প্রভাব থেকে বের হয়ে যাচ্ছ। বাবাকে অনুসরণ ও অনুকরণ—কোনোটাই হয়তো তোমার করতে ভালো লাগে না। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার যে কখনো কখনো অভিমান হয় খুব।

পেশাগত কারণে যে সময়টুকু বাইরে থাকতে হয়, বাকিটা সময় আমি পরিবারকে, তোমাকে দিতে চাই। কিন্তু তোমাকে বাইরের পৃথিবী আজকাল বেশি টানে। পৃথিবীকে দেখার নতুন চোখ আর উদ্যমই হয়তো এর মূল কারণ। তবে কোভিড মহামারি আমাদের অনেক দিন ঘরবন্দী করে রেখেছিল। সব দিক থেকেই সেই সময়গুলো ছিল মনে রাখার মতো।

বাবা হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যাশা করি, তুমি তোমার মতো হয়ে বেড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে। ভালোবাসবে মানুষকে, প্রকৃতিকে এবং নিজেকে। প্রতিটি মুহূর্ত হোক উপভোগ্য। তোমার জীবন তাৎপর্যপূর্ণ কর্মের মধ্য দিয়ে সার্থক হোক।

ইতি তোমার বাবা
**মোনায়েমুল ইসলাম সিজার**
মিরপুর, ঢাকা



# I want to be your friend

Dear Arja,

January 20, 2024—you turned seven.
January 20, 2017—I became a father, your father.

But the preparation to be a father started even before your arrival. On the last night of Ramadan, before getting up for Sehri, an angel of a woman came to me and told me that I was going to be a father. That woman was your pregnant mother. I can still remember the look on your mother's face when she delivered the news, because that news marked the most significant moment of our lives.

I will never forget the momentous occasion of your birth. A nurse placed you in my lap with a smile. I don't even know the language to describe what I had felt back then. Perhaps no father can possibly describe these feelings.

Our close relatives found your features similar to mine. They called you a 'daddy's girl.'

Then began my real journey of becoming a father. This is where the burden of failure weighs more. But believe me, there was no end to my efforts. Your mother was my constant witness. I would get scared if anything unexpected happened to you. I used to stand right outside the door whenever I took you to get your vaccine shots. When you were three months old, you called 'ma-a-a' for the first time, trembling all over when you got the vaccine. Tears welled up in our eyes, along with the satisfaction of hearing your first full word.

This one time, I had a terrifying experience with you that I would never forget. You had a 'mouth ulcer' when you were only eleven months old. You could not eat anything for three days. You were not even able to nurse from your mother at that time. You would cry out in your sleep because of hunger. One night, we got out of the house with you at 12 o'clock at night. After a lot of effort, we managed to finally put you to sleep while roaming around in a rickshaw. Those nights remain unforgettable. Many of my close people don't even know about these countless painful days and nights.

As a father, I try to be your friend. I want to hold your hand and guide you through the endless road of this earth, and teach you the language of life. I am realizing that as you grow up, you are stepping out of my influence. Perhaps now, you neither like to follow nor imitate your father. Perhaps that is only natural. But sometimes I get very sad.

Outside of the time I spend at work, I want to spend every bit of the rest with my family, with you. But nowadays the outside world attracts you more. It might be mainly because of the way you look at the world through your fresh eyes and fresh enthusiasm.

As a father, I expect that you will continue to grow as a human being, following your own path. You will love people, nature and yourself.

Enjoy every moment. Let your life be meaningful through meaningful work.

Sincerely
Your father
Monaemul Islam Sizear
Mirpur, Dhaka

# মেয়ে হাসলে, পৃথিবী হাসে

প্রিয় বাবা,

আমার সালাম নিয়ো। আশা করি, ভালো আছ।

কত দিন হয়ে গেল তোমাকে দেখি না। কেমন আছ, সে খবরও নিতে পারি না। জানো বাবা, আজ আমি অনেক বড় হয়েছি। জীবনের হিসাব ঠিক রাখতে সংসারটাকে যে কতভাবে মেরামত করতে হয়, আজ তা বুঝি। বুঝেছি, সবার আবদার পূরণ করতে করতে নিজের জন্য ভাবার সময়ও থাকে না। প্রতিদিনের পাঠ উল্টাই আর তোমার মুখটা মনে পড়ে বাবা।

তোমার পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত মুখটা আমাকে খুব কাঁদায়, বাবা। খুব মনে পড়ে আজ। আমার সব চাওয়া যখন পূরণ করতে পারতে না, খুব রাগ হতো তোমার ওপর। ভাবতাম তুমি হয়তো আমাদের ভালোই বাসো না। হবেই না কেন, বলো? সেই ছোটবেলা থেকে দেখেছি সাপ্তাহিক হাটে যাওয়ার সময় তুমি আমাদের ডেকে জানতে চাইতে কার কী লাগবে। কার হাঁড়ি ভেঙেছে, কার পুতুল ভেঙেছে, কার কী খেলনা দরকার। কুমারবাড়ি থেকে তুমি সব বেছে বেছে কিনে আনতে। হাঁড়ি-কড়াই আমার খুব ভাঙত। তাই তুমি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে, হাঁড়ি কয়টা আনব? কড়াই ছোট না বড়?

তোমার কথা শুনে মা রেগে যেতেন। বলতেন, 'রোজ রোজ ভাঙে! যত কিনবে ততই ভাঙবে। আর কেনার দরকার নেই।'
তুমি মাকে বুঝিয়ে বলতে, 'ভাঙুক না, একটা মাটির হাঁড়িই তো। আমার মেয়ে হাসলে আমার পৃথিবী হাসে। মেয়ের হাসি দেখব মাটির খেলনার বদলে, এটা কম কী?'

শুধু কি তাই? কার কোন খাবার পছন্দ, তা আলাদা করে আনতে। বাতাসা, কদমা, জিলাপি, খুরমাগজা আনতে সবার জন্য। আমি মিষ্টি পছন্দ করি না বলে আমার জন্য ঠিক শিঙাড়া বা চানাচুর আনতে ভুলতে না। বাজারে গেলে আমার জন্য ইলিশ মাছ আনতেই তুমি। তোমার ঠিক মনে থাকত, ইলিশের ডিম আমার খুব পছন্দের। সারাক্ষণ এ-গাছ ও-গাছ উঠে বেড়াতাম। মা তোমার কাছে অভিযোগ করলেই তুমি হেসে উড়িয়ে দিতে। বলতে, 'এখনই তো ওদের আনন্দ করার সময়।' শুধু সাবধান করতে, যেন পড়ে আঘাত না পাই।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই তুমি যখন পাল্টে গেলে, খুব কষ্ট পেয়েছিলাম বাবা। এখন বুঝি, তুমি পাল্টাওনি; পাল্টে গিয়েছিল সময়, সংসারের বোঝা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি। সরি বাবা, তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। তোমাকে ভুল বোঝার জন্য আজও প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হই। বাস্তবতার সঙ্গেই অনুভব করতে পারি, বাবার মতো আর কেউ হয় না। এত গভীর ভালোবাসা কেউ দেয় না।

তোমার ভালোবাসার বিকল্প পৃথিবীতে কিচ্ছু নেই, বাবা। আজ আমিও খুব ক্লান্ত, ঠিক তোমার সেদিনের মতো। নিজের কথা নিজেরই মনে থাকে না। আর এই ব্যস্ততার কারণে তোমাকে চিঠি লেখা হয় না।

জানো বাবা, এখন আমার কথা কেউ জানতে চায় না। কেমন আছি, আমি কী খেতে পছন্দ করি, কী পরতে পছন্দ করি—তাতে কারও কিছু যায়-আসে না। রাত বারোটায় তুমি মাকে বলতে আমাকে যেন এক গ্লাস দুধ গরম করে দেয়। যাতে অতিরিক্ত পড়াশোনা করে আমি ক্লান্ত বা অসুস্থ না হই। আজ আমি মাসের পর মাস অসুস্থ থাকলেও কেউ জিজ্ঞেস করে না, বাবা। ক্লান্ত হয়ে দেহটা নেতিয়ে পড়লেও কেউ হাত ধরে বলে না—উঠে দাঁড়াও।

মন খারাপ হলো, বাবা? মন খারাপ কোরো না। এটাই তো জীবনের চিরাচরিত নিয়ম।

এবার কিন্তু চিঠির উত্তর দিয়ো। আর লিখতে পারছি না, বাবা। চোখ দুটো জলে ভেসে যাচ্ছে। তুমি তো বাবা। বাবারা খুব শক্ত হয়। শক্ত হাতে সব প্রতিকূলতা সামলে নিতে পারে। তুমি কিন্তু চিঠিটি পড়ে একটুও কাঁদবে না। প্লিজ, কাঁদবে না বাবা। মাকেও বলবে না কাঁদতে।

ভালোবাসি বাবা তোমাকে, অনেক অনেক বেশি। সব সময় ভালো থেকো, সুস্থ থেকো—এই দোয়া করি।

ইতি
তোমার আদরের
**নূরজাহান নীরা**
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

**পুনশ্চ :** আমার জন্য চিন্তা করো না। আজ আমি একটু নস্টালজিক হয়ে আছি। আমি ঠিক হয়ে যাব, কথা দিচ্ছি।



# When my daughter smiles, my world smiles

Dear Baba,

Take my salam. I hope this letter finds you well.
It has been a while since I have last seen you. I cannot even reach out to know how you are doing. You see, Baba, I have grown up a lot. Now, I understand all kinds of ways one has to keep the accounts of life balanced and work on fixing the family. I realize that there is barely any time left for yourself when you are constantly trying to fulfill everyone's demands. Every day, as I flip through the pages of my daily chores, your face comes to mind, Baba.

Your tired and weary face makes me cry so much, Baba. I am missing you a lot today. Whenever you could not give me everything I wanted, I would get so angry with you. I used to think that maybe you did not love us enough. Why would I not think that, tell me? Since I was a child, I have always seen you asking us what we needed every time you went to the weekly market. You would ask whose pot was broken, whose doll was ruined, and who needed what kind of toy. You would carefully select and buy everything from the potter's village. My pots and pans would break frequently. So you would bring me to yourself and ask, 'How many pots should I bring? Should I bring a small or large frying pan for you?'

Ma would get angry when she heard you say that. She insisted, 'They break every day! The more you buy, the more they will break. There is no need to buy any more.'

You would try to explain to her, 'Let them break, it is just a clay pot after all! When my daughter smiles, my world smiles. I get to see her smile in exchange for a clay toy, now that's not a bad deal, is it?'

And was that all you did? You would also bring different kinds of snacks for everyone, depending on what they liked. You brought sweet treats like batasa, kadma, jilapi, and khurma-goja for everyone. You never forgot to bring singara or chanachur for me since I did not like sweets. When you went to the market, you would always bring hilsa fish home for me. You remembered that I loved hilsa egg curry. Back then, I was always climbing from one tree to the other, and you would just laugh my mischief off whenever Ma complained to you.

You would say, "This is the age where they get to enjoy themselves." You would just caution me to be careful so that I do not fall and hurt myself.

I was heartbroken when you changed as I grew older, Baba. But now I understand that you did not change; time itself, the burden of family, your surroundings, and circumstances changed you. I am sorry, Baba, I misunderstood you. I am still paying the price for that. It is only through the harsh realities of life that I have come to realize there is no one like a father. No one provides a love as deep as does a father.

There is nothing in the world that stands a chance as an alternative to your love, Baba. Today, I am also exhausted, just like you were that day. I can't even keep track of my own needs. And because of my preoccupations, I have not been able to write to you.

You know, Baba, no one cares to ask about me anymore. No one cares how I am, what I like to eat, or what I like to wear. At midnight, you used to tell Ma to warm me a glass of milk so that I would not get tired or sick from studying too much. Today, no one would ask me how I am feeling after months of sickness, Baba. Even when I am so tired that my body goes limp, no one takes my hand and says, 'Come, stand up.'

Did I upset you, Baba? Don't be sad. This is the way of life.

Please write back to me this time. I can't write anymore, Baba, as eyes are welling up with tears. You are my Baba, after all. Fathers tend to be very strong. They can overcome any adversity with a strong hand. You must not cry at all when you read this letter. Please don't cry, Baba. tell Mom not to cry either.

I love you very much, Baba. More than words can say. I pray that you will always be well and healthy.

Yours affectionately
Your daughter
Noorjahan Nira
Fatulla, Narayanganj

P.S.: Please don't worry about me. I am just feeling a little nostalgic today. I'll be fine, I promise.

# আত্মার একটা খণ্ড

প্রিয় তাহিয়া,

২০১০ সালের ৪ জানুয়ারি। অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই ঠান্ডা পড়েছিল সেদিন। তোমার মাকে ধানমন্ডির সেন্ট্রাল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল নিয়মিত চেকআপের জন্য। তাঁকে দেখে ডাক্তার ভদ্রমহিলা বললেন, সিজার করতে হবে। কারণ, তোমার মায়ের রক্তস্বল্পতা ছিল। সাধারণ ডেলিভারিতে যে পরিমাণ রক্তপাত হবে, সেই ধাক্কা তোমার মা কাটিয়ে উঠতে পারবেন না বলেই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তোমার মাকে হাসপাতালে ভর্তি করালাম। পরদিন সোমবার, বিকেল চারটায় তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর একজন নার্স তুলতুলে তোয়ালে পেঁচিয়ে একটা পুতুল কোলে নিয়ে এসে আমাকে বলল, 'মেয়ে বাবু হয়েছে! অভিনন্দন।'

সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে এমন এক অনুভূতি হয়েছিল, যার সঙ্গে আমার আগে থেকে পরিচয় ছিল না। আমাকে দেখিয়েই আবার খুব দ্রুত ভেতরে চলে গেলেন নার্স। ঘটনার আকস্মিকতা এবং উত্তেজনায় নার্সকে বকশিশ দিতেও ভুলে গেলাম। পরে আর তাঁকে খুঁজে পাইনি।

পরদিন তোমাকে আর তোমার মাকে কেবিনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি অবাক চোখে তোমার কর্মকাণ্ড দেখছিলাম। এমনিতেই শিশুরা আমার খুবই প্রিয়। কিন্তু নিজেই বাবা হওয়ার অনুভূতিটা কেমন যেন তাক লাগানো। তুমি ধীরে ধীরে চোখ খুলে চারপাশ দেখছিলে। কেবিনের জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে বিছানায় পড়ছিল। তোমার মনোযোগ খুব দ্রুতই সেই আলোর দিকে ঘনীভূত হলো। সবাই একে একে তোমাকে দেখতে এল। প্রায়ই সবাই বলল, মেয়েটা একদম বাবার মতো হয়েছে। আমি এটা শুনি আর অবাক হই। আমার আত্মার একটা খণ্ড যেন বিকশিত হয়েছে তোমার মাধ্যমে।

এরপর চলে গেছে অনেকগুলো বছর। এখন তুমি ১৩ বছরের কিশোরী। বয়সের তুলনায় তোমার উচ্চতা একটু বেশিই। প্রতিদিন সকালে উঠে যখন তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার উচ্চতা মাপো, আমি মনে মনে শুধু তোমার জন্মের প্রথম দিনগুলোর কথাই ভাবি।

তুমি হাঁটা শুরু করার পর হয়ে গেলে আমার সব কাজের সহযোগী। যেখানেই যাই, তোমাকে কাঁধে উঠিয়ে নিই। সকালবেলা শিশিরভেজা ঘাসে পা ডুবিয়ে হাঁটি। বৃষ্টিতে ছাদে গিয়ে ভিজি। পয়লা বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে সারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা টো টো করে ঘুরে বেড়াই তোমাকে নিয়ে।

একসঙ্গে আমরা এত কিছু করেছি যে, সব লিখলে একটা মহাকাব্য হয়ে যাবে নিশ্চিত। তুমি একটু বড় হওয়ার পর তোমাকে বইমেলায় নিয়ে গেলাম। তোমার মা যেতে পারেনি তাঁর কর্মব্যস্ততার কারণে। বইমেলায় গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তোমার ক্ষুধা লেগে গেল। তখন আমরা বাংলা একাডেমির পুকুরপাড়ে বসি। ব্যাকপ্যাকে আনা পাউডার দুধ পানি দিয়ে গুলিয়ে তোমাকে কোলে নিয়ে খাওয়াতে শুরু করি। এটা দেখে পাশে বসা ভদ্রমহিলারা চোখ বড় বড় করে আমাদের দেখছিলেন। আরেকবার তোমাকে টিকা দেওয়ার জন্য একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলাম। সেখানে দেখি শিশুদের নিয়ে এসেছেন মায়েরা। আমিই একমাত্র বাবা। সবাই কেমন যেন দুঃখ-দুঃখ ভাব নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

আমরা প্রায়ই চলে যেতাম দিয়াবাড়ি। তখনো সবার কাছে দিয়াবাড়ি অতটা পরিচিত হয়ে ওঠেনি। সেখানে গিয়ে কাশফুল দিয়ে আমরা মুকুট বানিয়ে পরতাম। উঁচু মাটির ঢিবিতে উঠে আমরা পাহাড় জয়ের আনন্দ নিতাম। সেখানে গরু রাখতে আসা দাদুদের সঙ্গে তোমার দ্রুতই সখ্য হয়ে যেত। তখন বাছুরগুলোকে তুমি পরম মমতায় আদর করতে। আমি মনে মনে চাইতাম, তুমি সারা জীবন মনের গভীরে এমনই মমতা ধারণ করো। প্রকৃতির সব সৃষ্টির প্রতি তোমার মায়া অটুট থাকুক। এই দোয়া সব সময় থাকবে। ভালো থেকো, মা।

ইতি তোমার বাবা
**মো. ইয়াকুব আলী**
কুষ্টিয়া সদর



# A fragment of my soul

Dear Tahya,

January 4, 2010. It was a bit colder than usual that day. Your Ma was taken to the Central Hospital in Dhanmondi for a regular checkup. After examining her, the doctor said that a C-section would be necessary. This was because your Ma was anemic. The doctor felt that your Ma would not be able to withstand the blood loss that would occur during a normal delivery.

I admitted her to the hospital. The next day, Monday, at 4 pm, she was taken to the operating theater. A short while later, a nurse came out carrying a doll wrapped in a fluffy towel and said to me, 'It is a girl! Congratulations!' At that moment, I remember being washed over by an emotion that I had, until that point, not been familiar with.

The nurse quickly went back inside. In the excitement and rush of the moment, I even forgot to tip her. Afterwards I could not find her.

The next day, you and your mother were sent to the cabin. I looked in amazement at everything that you were doing. I have always loved children. But the feeling of being a father was something else entirely—it was phenomenal! You were slowly blinking and looking around. A ray of sunlight was coming in through the cabin window and falling on the bed. Your attention quickly became focused on the slant of light. Everyone came in one by one to see you. Almost all of them said that the girl looked just like her father. The more I heard this, the more stunned I became. It was as if a new fragment of my soul had been unleashed through you.

Many years have passed since then. You are now a 13-year-old teenager. You are slightly taller than kids your age. Every morning, when you stand next to me to measure your height, I can't help but think about the first days of your life.

Once you started walking, you became my partner in everything. I would carry you on my shoulders wherever I went. We would dip our feet in the dewy grass in the morning. We would go to the rooftop and get drenched in the rain. On Pohela Baishakh, Independence Day, and Victory Day, we would roam through the entire Dhaka University area with you on my shoulders.

We have done so much together that it would take an epic poem to write it all down. When you were a little older, I took you to the book fair. Your Ma could not go because of her work. You got hungry while walking around the book fair, so we sat down by the pond at the Bangla Academy. I mixed powdered milk with water from my backpack and started feeding you in my lap. The ladies sitting next to us were staring at us with wide eyes. Another time, I took you to a health center to get vaccinated. There, I saw mothers bringing their children. I was the only father. Everyone was looking at me with a kind of sympathetic look, even though these were my precious moments with you.

We often went to Diabari. Back then, Diabari was not so well known to people. We would make crowns out of catkin flowers and wear them. We would climb the high mounds of earth and enjoy the feeling of conquering a mountain. You quickly became friends with the old men who came to graze their cows there. You would pet the calves with great affection.

I wished in my heart that you would continue to always carry such affection deep within your heart, that your love for all of nature's creations remains constant. This prayer of mine will always be there, my love.
Take care, Ma.

Your father
**Md. Yakub Ali**
Kustia Sadar

Photo by Shahidul Islam

www.celebratingdaughters.pro

আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মেয়ে লিখলেন বাবাকে চিঠি, বাবা লিখলেন মেয়েকে। এসব চিঠি পাঠ করে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের প্রত্যাশা, চিঠিগুলো পাঠে বাবা-মেয়ের সম্পর্ক হবে আরও নিবিড়, তাঁদের পারস্পরিক বোঝাপড়া হবে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ ও মধুর।

In response to our call, daughters wrote letters to their fathers, and fathers wrote to their daughters. Reading them has left us riveted. It is our hope that the bond between fathers and daughters will become stronger through reading these letters, and their shared understanding will grow in friendship and tenderness.

UNFPA

prothomalo.com